শুব্বান

পুনর্মিলনী ২০২২

স্মরনিকা

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।

info.shubbanbd@gmail.com www.shubbanbd.org

ATAB MEMBER
IATA
Biman Approved
হজ্জ ও ওমরাহ পালনের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
F MAMUN AIR TRAVELS
এফ মামুন
এয়ার ট্রাভেলস
বাংলাদেশ ও সৌদি সরকার অনুমোদিত হজ্জ, ওমরাহ্
ও ট্রাভেলস এজেন্ট-হজ্জ লাইসেন্স নং-১৪৭৫
আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন আল-মাদানী
(অনার্স-মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব)
অফিস: আঃ রাকিব উদ্দিন সরকার মার্কেট (২য় তলা), মৈনারটেক বাজার (বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন)
উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০। ফোনঃ ০২ ৪৮৯৫৪৩৮৭, ০১৯১১-৪৩৫৬২৮
e-mail: mamunmolla64@gmail.com
Web: mamunairtravels.com

بسم الله الرحمن الرحيم

শুব্বান

পুনর্মিলনী

২০২২

স্মরনিকা

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

جمعية شبان أهل الحديث بنغلاديش

স্মরনিকা

শুব্বান পুনর্মিলনী ২০২২

উপদেষ্টা : ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক
রবিউল ইসলাম
আব্দুল মতিন

সম্পাদক : তানযীল আহমাদ

ব্যবস্থাপনা : হাফেয আশিক বিন আশরাফ
দেলোয়ার হোসেন
ইমাম হাসান মাদানী
হেদায়েতুল্লাহ

প্রকাশনায় : প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

প্রকাশকাল : ১১ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৪ হিজরি
০৮ই অক্টোবর, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
২৩শে আশ্বিন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

অঙ্গসজ্জা : মোঃ রায়হান উদ্দিন

মুদ্রণ : পিক্সেল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টার্স
৫১/৫১/এ, পুরানা পল্টন, ঢাকা

*Sharanika named as **Shubban Punarmiloni 2022**, a Souvenir Published on the Occasion of the Re-Union of the ex and existing central committee members of Jamiyat Shubbane Ahl-Al hadith bangladesh and renowned Daees working at home and abroad on 08 October 2022.*

সূচীপত্র

০১. বাণী

জমঈয়ত সভাপতি ---------- ০৪

শুব্বান সভাপতি ---------- ০৫

শুব্বান পরিচালক ---------- ০৬

০২. সম্পাদকীয় ---------- ০৭

০৩. মাননীয় জমঈয়ত সভাপতিবৃন্দ (১৯৪৬- বর্তমান) ---------- ৪৭

০৪. স্মৃতির পাতায় শুব্বান (১৯৮৯- বর্তমান) ---------- ৪৭

০৫. জেলা দায়িত্বশীলদের তথ্য ---------- ৫৩

০৬. প্রবন্ধ

- স্মৃতিচারণ : উপমহাদেশের খ্যাতিমান মনীষী ও অনন্য ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী রহ.
  প্রফেসর এ কে এম শামসুল আলম ---------- ৫৫
- শুব্বানের স্মৃতিবিজড়িত বংশাল বড় জামে মাসজিদ
  অধ্যক্ষ শাইখ গোলাম কিবরিয়া নূরী ---------- ৫৯
- নেতৃত্ব তৈরী ও সংগঠন পরিচালনা
  ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ ---------- ৬২
- প্রয়োজন দূরদর্শী নেতৃত্ব আর নিঃস্বার্থ অনুসরণের
  মোঃ রেজাউল ইসলাম ---------- ৬৯
- আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ.-এর রচনাবলী
  শাইখ জাহিদ হাসান মাদানী ---------- ৭৩
- মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রহ. : সমকালীন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনে তার প্রভাব
  তানযীল আহমাদ ---------- ৭৯
- সিরাতে রাসূল সা. জানা ও গবেষণার গুরুত্ব
  আব্দুল মতিন ---------- ৮৪
- দাওয়াতে দ্বীন : কিছু কথা
  শাইখ আব্দুল গফুর মাদানী ---------- ৮৭
- আমার চোখে শুব্বান সভাপতিবৃন্দ
  মোঃ আব্দুল হাই ---------- ৮৯

০৭. কবিতা ---------- ৯১

০৮. সাংগঠনিক প্রতিবেদন ---------- ৯২

০৯. ফটোগ্যালারী ---------- ৯৯

BANGLADESH JAMIYAT AHL-AL-HADITH, ESTD-1946

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক
সভাপতি
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

বানী

আলহামদুলিল্লাহ! ওয়াস্ সলাতু ওয়াস্ সালামু ‘আলা রসূলিল্লাহ। আম্মা বা’দ-

আমাদের অনুজপ্রতিম সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ এবার সাবেক দায়িত্বশীলদের নিয়ে এক পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এ আয়োজন প্রাক্তনদের প্রতি তাদের বিনম্র শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ বলে আমি মনে করি। ১৯৮৯ সালে আনুষ্ঠানিক গোড়াযাত্রা এবং ১৯৯৯ সালে প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী রহ.-এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম কাউন্সিল অধিবেশনের ধারাবাহিকতায় আজকের শুব্বান বেশ পরিপক্ক। নতুন শতাব্দীর সূচনালগ্ন থেকেই শুব্বানের প্রশিক্ষণ কর্মশালা এবং সভা-সমাবেশে আমি আমন্ত্রিত হয়েছি। অগ্রজদের প্রতি তাদের সমীহে অভিভূত হয়েছি– যদিও নব্বই দশকের দায়িত্বশীলদের সাথে আমার বয়সের ব্যবধান ধর্তব্যে ছিল না। সময়ের পালাবদলে শুব্বানের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব এখন আমার স্কন্ধে।

শুব্বান নিয়ে আমি আশাবাদী। সংগঠনের প্রতি তারা ডেডিকেট (Dedicate)। চারটি সাংগঠনিক ধাপ অতিক্রম এবং ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তারা কেন্দ্রীয় সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা অর্জন করেন। প্রাক্তন শুব্বান সাংগঠনিকভাবে বেশ দক্ষ ও অভিজ্ঞ; নবীনরাও সেই পথের অভিযাত্রী। সার্বিক বিবেচনায় বর্তমান ও প্রাক্তনদের প্রীতিসম্মিলন অর্থবহ হবে এটাই আমার প্রত্যাশা।

৮ অক্টোবর’২২ এর পুনর্মিলনী অবিস্মরণীয় করতে শুব্বানের প্রকাশনা বিভাগ থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে। এই পুনর্মিলনী এবং স্মরণিকা নতুন প্রজন্মের জন্য একটি মাইলফলক হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

পরিশেষে অনুজদের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা পুনর্ব্যক্ত করে, মহামহিম আল্লাহর কাছে সকলের জন্য প্রাণোৎসারিত যাচঞা– হে দয়াময়! তুমি আমাদেরকে তোমার অনুগ্রহের চাদরে আবৃত করো এবং তোমার পথের পথিকদেরকে কাঙ্খিত মঞ্জিলে পৌঁছে দাও- আমীন।

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী
সভাপতি
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

বাণী

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। দুরুদ ও সালাম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব যাকে দয়াময় আল্লাহ 'বাশির' ও 'নাযির' হিসেবে এ জগতে সর্বশেষ নাবী ও রাসূল করে পাঠিয়েছেন– হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর প্রতি। যিনি মহান প্রভূর নির্দেশনাকে 'হিকমা' দিয়ে বাস্তব জীবনে আমাদের জন্য মডেল উপস্থাপন করে গেছেন। তাঁর দেখানো পদ্ধতি ছাড়া কোন মুসলিম-আল্লাহ তায়ালার বিধানাবলী অনুসরণ ও অনুকরণ করতে পারে না। মুসলিমদের জন্য ইবাদতের নব আবিষ্কৃত প্রত্যেকটি কাজই পরিত্যাজ্য, মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ মানুষের জীবনকে সহজ ও আরামদায়ক করলেও মানুষের ভেতর মানবীয় বোধ ও গুণাবলী কমতে শুরু করেছে। প্রযুক্তি ঘেরা আধুনিক সময়ে মানুষ প্রতিনিয়ত ইসলামের মৌলিক আক্বিদা ও বিশ্বাস থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। বনি আদম স্রষ্টার দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সৃষ্টির গোলামী ও দাসত্ব শুরু করেছে। অথচ নাবী-রাসূলদের আগমনের উদ্দেশ্যই ছিল মানবতাকে তাওহিদে বিশ্বাসী করা, মানুষকে মহান আল্লাহর দাসত্বের শৃঙ্খলে নিয়ে আসা, তাঁর বাণী দিয়ে তাকে সমৃদ্ধ ও শিরকী ধারণা থেকে পুত-পবিত্র রাখা।

সমাজ থেকে সর্বপ্রকার শিরক-বিদআত দূরীকরণ, অনৈতিকতা ও অপসংস্কৃতির অপসারণসহ সকল অনৈসলামিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে ও দেশের মানুষকে ইসলামের সার্বজনীন ও সুমহান আদর্শের দিকে আহবান জানানোই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কাজ। এই সংগঠনের যুব সংগঠন 'জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ' ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অদ্যাবধি যুবক ও তরুণদের মাঝে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বর্তমান শতাব্দীতে অনেক সাবেক শুব্বান দায়িত্বশীলগণ ব্যক্তিগত জীবনে সফলতার পাশাপাশি বৃহত্তর সংগঠন জমঈয়তের নেতৃত্বকে আলোকিত করছেন।

শুব্বানের বর্তমান নেতৃত্ব মনে করছে যে, সাবেক শুব্বানদের নিয়ে বৃহত্তর পরিসরে একটি পূণর্মিলনী অনুষ্ঠান হলে সাবেক ও বর্তমানদের আইডিয়া শেয়ারিং, মতামত আদান-প্রদান এবং সাবেকদের পরামর্শ বর্তমান নেতৃত্বে নতুনত্বের ঢেউ জাগাবে। একমাত্র মহান আল্লাহর মেহেরবাণী ও দায়ায় দীর্ঘদিন থেকে লালিত এই চিন্তা অবশেষে বাস্তবে রূপায়িত করা যাচ্ছে । এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করি। এই পূণর্মিলনী উপলক্ষে যে স্মারক প্রকাশিত হতে যাচ্ছে– যারা এর জন্য বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। যারা পূণর্মিলনী অনুষ্ঠানে রেজিষ্ট্রেশন করেছেন আপনাদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাই।

আল্লাহ তায়ালার কাছে সকলের ইহকালীন সমৃদ্ধি এবং পরকালীন মুক্তি ও কল্যাণ প্রত্যাশা করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সহায় হউন। আমিন।

ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী

শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি
বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ও সাবেক সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

বাণী

الحمد لله رب العالمين والصلاة على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين

প্রাণপ্রিয় সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এর অঙ্গ সংগঠন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করছে জেনে খুশি হয়েছি। এ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিগত দিনের শুব্বান ভাইয়েরা আবার নতুনভাবে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কর্মসূচী পুনঃ উপলব্ধি করতঃ সাংগঠনিক চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে এদেশে তাওহীদ ও সুন্নাহর প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে- এ আমার দৃঢ় প্রত্যাশা।

একটি দেশ ও জাতির জন্য যেমন ছাত্র ও যুব গোষ্ঠি বা তরুণ সমাজ একটি মেরুদন্ড স্বরুপ, তেমনি একটি আদর্শ সংগঠনের জন্যও এটি মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত। দেশ ও জাতির ভবিষ্যত নেতৃত্ব ও কর্ণধার বর্তমান ছাত্র-যুব সমাজ সঠিক পথে পরিচালিত হলে ভবিষ্যতে সুখী সমৃদ্ধ ও উন্নত জাতি গঠনের আশা করা যায়। পক্ষান্তরে যুব গোষ্ঠির অধঃপতনে সমগ্র দেশ ও পুরো জাতি নিশ্চিত বিপর্যয়ের সন্মুখীন হয়। অতএব, বিজ্ঞ প্রবীণ সমাজ যদি এ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে উপলব্ধি করেন; তবে জাতির ভবিষ্যত উজ্জল হবে- ইনশাআল্লাহ।

শুব্বানের জন্মলগ্ন হতেই জমঈয়তের সম্মানিত মুরুব্বীয়ানে কেরাম বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ উদার পৃষ্ঠপোষকতা ও পরোক্ষ সহযোগিতায় শুব্বানের কাফেলাকে সম্মুখপানে এগিয়ে যাওয়ার নিরন্তর সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছেন। তবে মূল সংগঠন জমঈয়তের সার্বিক কর্মসূচী ও কার্যক্রম গতিশীল ও বেগবান করতে শুব্বানকে আরো অধিক পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া আবশ্যিক মনে করি। অতীতের সকল সময়ে যেমন জমঈয়তে আহলে হাদীস শুব্বানকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছে, বর্তমানে তা আরও ব্যাপক ও সমৃদ্ধ হয়েছে। কেননা, জমঈয়তের সাংগঠনিক সকল স্তরে শুব্বানবিষয়ক সেক্রেটারি পদ সৃষ্টির মাধ্যমে শুব্বান ভবিষ্যতে অধিক পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ তারবিয়াত পাবে আশাকরি।

শুব্বানকে তার গতিশীলতা ও স্বকীয়তা বজায় রাখতে শুব্বান কর্মী ও দায়িত্বশীলদেরকে আরও অধিক সচেতন, সক্রিয় ও বৃদ্ধিদীপ্ত হতে হবে। সেই সাথে গঠনতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিকতার মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর আলোকে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অদম্য সাহসিকতা পোষণ করতে হবে। সেই সাথে সাবেক শুব্বান ভাইদেরকে বর্তমান শুব্বান কমীদের নিয়মিত আন্তরিক পরামর্শ ও আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা উচিত।

শুব্বানের সূচনালগ্ন হতে জমঈয়তের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রাহেমাহুল্লাহ, তাঁর পরবর্তী কর্ণধার আল্লামা ড. আব্দুল বারী রাহেমাহুল্লাহ সহ জমঈয়তের যে সকল মুরুব্বীয়ান সুস্পষ্ট দিক-নিদের্শনা, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তারবিয়াত এবং নানাভাবে শুব্বানদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাদের সকলকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন।

পরিশেষে অনুষ্ঠেয় পুনর্মিলনীর মাধ্যমে শুব্বান ভাইয়েরা ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীসহ জমঈয়তের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করার দৃপ্ত শপথ নিবেন এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি এবং সকলের সার্বিক কল্যাণ কামনাসহ শুব্বান পুনমিলনীর সফলতা কামনা করছি।

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী

সম্পাদকীয়

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াস সলাতু ওয়াস সালামু আলা রসূলিল্লাহ, আম্মা বা'দ। শুব্বান পুনর্মিলনী- ২০২২ খ্রি. উপলক্ষ্যে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হচ্ছে - আলহামদুলিল্লাহ। শুব্বানের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ অবধি যারা এই যুব কাফেলার সাথে কাজ করেছেন, নিজের চিন্তা চেতনাকে শুব্বানের সাথে একাকার করে দিয়েছেন, এদেশে ইসলামের কালজয়ী আদর্শ ছড়িয়ে দিতে উৎসর্গিত হয়েছেন, তাদের সকলের সম্মিলন আজ এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। স্মৃতির স্বপ্নীল ভেলায় আজ সবাই ভেসে বেড়াচ্ছে। একসাথে পথচলার কত শত স্মৃতি চোখের সামনের পর্দা সরিয়ে সবাইকে স্মৃতিকাতর করে দিয়েছে। তারুণ্যের দুর্দমনীয় উচ্ছ্বাস, দুর্নিবার পথচলার দৃপ্ত শপথ, এই ভূখণ্ডের পরতে পরতে তাওহীদের মর্মবাণী পৌঁছে দেয়ার সেই আকাশছোঁয়া স্বপ্ন, নববী আদর্শের অনুসরণে একটি পরিশীলিত সমাজ উপহার দেয়ার পর্বতসম মনোবাসনা, কত বিনিদ্র রজনীর অধরা স্বপ্নগুলো আজ আবারো ধরা দিচ্ছে। স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছে সবাই। আজ মনে পড়ছে বংশাল মসজিদে শুব্বান প্রতিষ্ঠার সেই ঐতিহাসিক মুহুর্তের। মনে পড়ছে আল্লামা ড. আব্দুল বারীর দরদমাখা সেই মুখচ্ছবির। যার দিকনির্দেশনায় শুব্বানের পথ চলা। যার রাগ-অনুরাগ, স্নেহ-ভালবাসা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, যুগপৎ পরামর্শে শুব্বান অনেক সমস্যাসংকুল পথ মাড়িয়েছে। তিনি আজ থাকলে হয়তো সবচেয়ে বেশী খুশি হতেন। আল্লাহ তায়ালা তার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন - আমীন। তারুণ্যের সেই উচ্ছ্বাসে, সেই আকাশছোঁয়া স্বপ্নের ভেলায় আবারো ভাসতে মন চাচ্ছে। আজ মনে পড়ছে আরবি কবির সেই বিখ্যাত ছত্রটি-

আলা লাইতাশ শাবাবা ইয়াদু ইয়াওমান, ফা উখবিরাহু বিমা ফাআল মাশিবু ।

শুব্বানে আহলে হাদীস যে উদ্দেশ্যে পথচলা শুরু করেছে, যে আদর্শ ছড়িয়ে দিতে বদ্ধপরিকর ও প্রতিশ্রুত হয়েছে, তা পুনঃমূল্যায়ণের সময় এসেছে। আত্মজিজ্ঞাসার জন্য আমাদেরকে আরেকবার পিছনে ফিরে তাকাতে হবে; ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে আশাহত হওয়ার জন্য নয়, অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায়, দৃপ্তপদে সম্মুখে অগ্রসর হবার বজ্রশপথ নেওয়ার জন্য। পথহারা মুসাফির দল দরিয়া কিনারে জাহাজের অপেক্ষায় প্রহর গোণার যে দৃশ্যপট পাঞ্জেরি কবিতায় অবতারিত হয়েছে, একদল পাঞ্জেরির জন্য মযলুম ও ব্যাথিত মানবতা আর মুসাফির দলের আকাশবিদারী যে রোনাজারি বিবৃত হয়েছে, সেই বাস্তবতায় আমাদেরকে পাঞ্জেরির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে,

পাঞ্জেরি

জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি,
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি;
চেয়ে দেখ দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী !

বিশ্বব্যাপী আজ নৈতিকতার যে মহাসংকট, শয়তানী সাম্রাজ্য কায়েমের যে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র, ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দেওয়ার যে সর্বগ্রাসী আগ্রাসন, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, তামাদ্দুনিকভাবে মুসলিমদেরকে কায়েমী স্বার্থবাদীদের যে সর্বনাশা জাল আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে- তা মূলত ১০৯৫ সালে মুসলিমবিশ্বের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় খ্রিস্টবাদীদের পক্ষ থেকে ঘোষিত ক্রুসেডেরই চূড়ান্ত রূপ। এর সাথে যুক্ত হয়েছে আল্লাহর লা'নতপ্রাপ্ত, বিশ্বের সবচেয়ে ধূর্ত ও ঘৃণিত ইহুদি জাতির যোগ। ফলে, ককেশাস থেকে ভারতসাগর, মিন্দানাও থেকে মরক্কো সারা বিশ্বে চলছে সামাজ্যবাদের জয়জয়কার।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিও এর ব্যতিক্রম নয়। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসগুলোর দিকে তাকালে তা সহজেই অনুমেয়। নোংরা ছাত্ররাজনীতির বলির পাঠা হচ্ছে অসংখ্য শিক্ষার্থী, নষ্ট হচ্ছে মানুষ গড়ার পাদপিঠ শিক্ষাঙ্গনগুলো। রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যে ইসলাম বিদ্বেষীতার প্রকাশও এর নিকৃষ্ট প্রমাণ।

অন্যদিকে, ইসলামকে কলুষিত করার জন্য প্রাচ্যবিদদের সর্বমুখী ষড়যন্ত্র, ইসলামের নাম নিয়ে বিভিন্ন দল-উপদলের সৃষ্টি, সাধারণ ঈমানদারদের ঈমান হরণ করার পাঁয়তারা- সত্যিই আমরা নানামুখী চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী।

এতকিছু সমস্যার মাঝে আবার আহলে হাদীস সমাজে গজিয়ে ওটা কিছু অল্পশিক্ষিত অথবা জ্ঞানপাপী লোকের সংগঠনবিরোধী, বিশেষ করে আহলে হাদীস সমাজের সর্ববৃহৎ সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অহরহ মিথ্যাচার আমাদেরকে যারপরনাই ভারাক্রান্ত করে তুলছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়েত দিন- আমিন।

চার দশক পেড়িয়ে শুব্বানের এই পুনর্মিলনী আজ যেমন এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি করেছে, ঠিক তেমনি উল্লিখিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমাদের কর্মপলিসি কী হবে তাও ভাববার সময় এসেছে। আমরা চাই, শুব্বানের সাবেক নেতৃবৃন্দের সাথে বর্তমান নেতৃবৃন্দের চিন্তার, কর্মপন্থার অর্থবহ সেতুবন্ধন হোক আজকের পুনর্মিলনী। একটি মাইলফলক হিসাবে স্মৃতির পাতায় চিরভাস্বর হয়ে থাকুক।

স্মরণিকায় জমঈয়ত ও শুব্বান সভাপতির বাণী, জমঈয়তের সভাপতিবৃন্দ, শুব্বানের পরিচালকবৃন্দ, প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত কাৃরার সদস্যদের তালিকা, বর্তমান মজলিসে আম ও জেলা দায়িত্বশীলদের তালিকা এবং কয়েকজন বিজ্ঞ লেখকের গুরুত্বপূর্ণ লেখা স্থান পেয়েছে। কয়েকটি বিজ্ঞাপনও এতে ছাপা হয়েছে। স্মরণিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আজকের শুব্বান পুনর্মিলনী সফল হোক, উজ্জীবিত করুক অনুজদের- মহান আল্লাহর নিকট এই কামনাই করি। সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাই-

নহে সমাপ্ত কর্ম মোদের, অবসর কোথা বিশ্রামের
উজ্জল হয়ে ফোটেনি আজও, সুবিমল জ্যোতি তাওহীদের।

শুব্বান
পুনর্মিলনী
২০২২
ফিরে দেখা
শুব্বান (১৯৮৯-২০২২)

সাবেক দায়িত্বশীলদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

০১

অধ্যাপক মোঃ মনিরুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১১৬০৪৩৩৫

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
সহযোগী অধ্যাপক,
ডুমুরিয়া কলেজ, ডুমুরিয়া, খুলনা।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক আহ্বায়ক
কেন্দ্রীয় কমিটি

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
১৬৯, মেইন রোড, কেশবপুর,
যশোর।

০২

মাওলানা মোঃ গোলাম কিবরিয়া নূরী
মোবাইলঃ ০১৭১২ ৮৫৬৪২৪

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদিস, বি.এ (অনার্স), এম.এ
প্রিন্সিপাল,
তালাইমারী দারুল উলূম মাদরাসা

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক যুগ্ম-আহ্বায়ক
কেন্দ্রীয় কমিটি

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী

০৩

অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৭৪৮৭৩৮৫৩৩
ফেসবুক :
asadul.islam.108

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বি.এ (অনার্স), এম. এ (ইংরেজি) (ইবি)
প্রভাষক, ইংরেজি বিভাগ, ইউনিভার্সিটি অব বিষা, সৌদি আরব, সাবেক প্রভাষক, কিং খালিদ ইউনিভার্সিটি ও বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: তেতুলিয়া, পোস্ট +থানা:
ধামরাই, জেলা: ঢাকা

০৪

ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
মোবাইল: ০১৭১৭৭৯৮৪৮০
ই-মেইল:
masud197802@yahoo.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
কামিল (হাদীস ও আদব), আরবী সাহিত্য বি.এ.(অনার্স), এম.এ এবং পি-এইচ.ডি; উচ্চতর আরবী ভাষা কোর্স (পঞ্চম মুহাম্মদ বিশ্ববিদ্যালয়, রাবাত, মরক্কো)

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

যোগাযোগ:
“প্রবাস ভবন”, ৮৭, বিনোদপুর,
বিনোদপুর বাজার, মতিহার,
রাজশাহী-৬২০৬।

০৫

মুহাম্মদ আব্দুল মাতিন
মোবাঃ ০১৭১৬০১১০৭৯

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, মাষ্টার্স
দাঈ

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

যোগাযোগ:
মেলান্দি, গোছাহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

যে কাজটি করতে চান তা নির্ধারণ করুন, তারপর নিজের মধ্যে এই বিশ্বাস আনুন যে কাজটি আপনি করতে পারবেন। এরপর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এর পাশাপাশি 'আমি করবো' এই সংকল্পে অটল হোন, দেখবেন আশ্চর্য সব অনুকূল ঘটনা ঘটে চলেছে একের পর এক।

০৬

শাইখ নূরুল আবসার
মোবাইলঃ ০১৭১০-৫৪০৯৮৮

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস,
উপাধ্যক্ষ,
মীরপুর দারুস সুন্নাহ্ মাদরাসা
মীরপুর, ঢাকা।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
মটুয়া (তুলাতুল), জোয়ারকাছার
ফেনী

০৭

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহিল কাফী
মোবা: ০১৭১৯-১১৬৫৬৫, ০১৯১৫-০৭২৬৭৭
Email: kafi8004@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
চাকুরী,
কর্মকর্তা অনুবাদক, ইরাক দূতাবাস, ঢাকা।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় সভাপতি

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: গন্ডগ্রাম (সারিয়াকান্দি পাড়া)
পো. বগুড়া সদর, থানা: শাজাহানপুর, জেলা: বগুড়া

০৮

মো: রেজাউল ইসলাম
মোবা: ০১৭১৭-৬৩০৮৯৯
Email_ rezadu10@gmail.com
FB: rezaul islam

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
এম এস এস, লোকপ্রশাসন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সহ-সভাপতি-২

যোগাযোগ:
গ্রাম: ময়মন্তপুর, পোষ্ট. রামনগর
থানা: সাঘাটা, জেলা: গাইবান্ধা।

০৯

শাইখ আব্দুন নূর মাদানী মোবাইলঃ ০১৭১৫ ২০৫৪৫৩	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই-হাদীস, কামিল। লিসান্স, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যক্ষ, মীরপুর দারুস সুন্নাহ মাদরাসা, মীরপুর, ঢাকা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: পূর্বলক্ষী খোলা, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

কোটেশন- "আল্লাহ যাদেরকে সহায়তা দেন কেহই তাদেরদেরকে নিরাশ করতে পারে না। তাই ভবিষ্যৎ শুব্বান ভাইদের উদ্দেশ্যে আমি বলতে চাই নিরাশ না হয়ে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। সফলতা ইনশাআল্লাহ আসবেই।"

১০

আব্দুল মালেক মাদানী মোবাইল: ০১৭৩২২১০৫৯৮	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই-হাদীস, কামিল, মাস্টার্স লিসান্স, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আরবী প্রভাষক, কাঞ্চনপুর ইলাহিয়া ফাযিল মাদরাসা, টাঙ্গাইল।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি	**যোগাযোগ:** হাতিপাড়া, পঞ্চপুকুর, নীলফামারী, নীলফামারী

১১

মুহাম্মদ গোলাম রহমান **মোবা: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭** Email: grahman52@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** সহকারী সম্পাদক, সাপ্তাহিক আরাফাত, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সহ-সভাপতি	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও পোষ্ট: বোধখানা, থানা: ঝিকরগাছা, জেলা: যশোর।

১২

ড. মোঃ রবিউল ইসলাম মোবা: ০১৭২০ ৫৩৭ ৪৮৫	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** বি.এ (অনার্স), এম.এ (রাবি), পিএইচডি সহকারী অধ্যাপক, কুমিরা মহিলা ডিগ্রি কলেজ, তালা, সাতক্ষীরা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: পাঁচপাড়া ও পোষ্ট: সেনেরগাঁতী, উপজেলা: তালা, জেলা: সাতক্ষীরা

১৩

আব্দুল্লাহ আল মোতি
মোবাইল: ০১৭১২ ৫২৫ ৫৩০
E-mail:
almotiabdullah@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বিএস.সি (অনার্স)
চাকুরী, কাতলাসেন কাদিরীয়া কামিল মাদরাসা।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি-১

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
ওয়ারলেছ রোড, সাকুয়া, ময়মনসিংহ

১৪

ফারুক আহমদ
মোবা: ০১৭৪৮-০৩০৫৮১
Email:
infofaruquebd@gmail.com
FB: @faruq.ahmad.33

শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়: বিএ অনার্স, এম.এ, এমফিল (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), ডিপ্লোমা ইন পপুলেশন সাইন্সেস (ঢাবি), এমপিএইচ (আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি) উন্নয়নকর্মী, পাবলিক হেলথ

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় সাধারন সম্পাদক

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: পাইনশাইল, পোস্ট: মির্জাপুর বাজার, থানা: জয়দেবপুর, জেলা: গাজীপুর।

স্মৃতিকথা ও পরামর্শ: বাণী: প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শুব্বান সদস্য হিসাবে অল্প সময়ে কিছু দাওয়াতী কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। বর্তমানে শুব্বানরা সেই সহীহ দাওয়াতী কাজ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবে এই প্রত্যাশা করছিল।

১৫

মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ ফারুক
মোবা: ০১৭২৬ ৭০২০০০

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, কামিল (ডবল), এম.এ, ডি.এইচ.এম.এস (হোমিও ডিপ্লোমা), সহকারী শিক্ষক, চর নওশেরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়(নিম্নমাধ্যমিক)

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ২০০৮

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: রঘুনাথপুর, ডাকঘর : সুলতানগঞ্জ উপজেলা: গোদাগাড়ী জেলা : রাজশাহী

১৬

আব্দুর রহমান (বাবলু)
মোবাইল : ০১৭১৩-৭৩৬৬৬৮, ০১৯৭৩-৭৩৬৬৬৮
ই-মেইল:
abdurrahmanjhenidah@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইবি)
দৈনিক আজকের সত্যের আলো, ৩০ মালিটোলা রোড, ঢাকা-১১০০

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ (২০০৬-২০১৬)

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম- পশ্চিম লক্ষীপুর, ডাকঘর- চন্ডিপুর বাজার, থানা- ঝিনাইদহ সদর, জেলা- ঝিনাইদহ

১৭

শাইখ ইবরাহিম বিন আব্দুল হালিম মাদানী মোবা: ০১৭৩২-৬৭৫৩৮৫	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে-হাদীস, লিসান্স মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সিনিয়র মুহাদ্দীস , মাদরাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবিয়া
সাংগঠনিক পরিচিতি সাবেক সদস্য, আহব্বায়ক কমিটি	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: হাবলা বিলপাড়া, বাসাইল টাঙ্গাইল

১৮

চৌধুরী মুমিনুল ইসলাম মোবা: ০১৭৯৮৮৮৪১৩২	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** এইচ.এস.সি ব্যবসায়ী
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: ৭২/৬/ডি, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

১৯

মুহাম্মদ এনামুল্লাহ বিন ইসমাইল খান মোবাইলঃ ০১৯১৪-৩৭৪০৪৮, ০১৮৫৬-৪৭১৫৩৫	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** প্রভাষক, টাঙ্গাইল দারুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা। পরিচালক, আবেদা খাতুন হিফজ্ এন্ড ক্যাডেট মাদ্‌রাসা।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক	**যোগাযোগ:** ----------

২০

শাইখ শরিফুল ইসলাম বিন মোকতাল হোসেন মোবা: ০১৯১৭-১৯২৬২৯, ০১৭৬২-৬৭৪৭২৯ Email: sharifbm1984@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই-হাদীস, কামিল (হাদীস) (সরকারী মাদরাসা-ই আলিয়া) শিক্ষক: মাদরাসাতুল হাদীস, নাজির বাজার, ঢাকা
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় কোষাধ্যক্ষ	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: মহিষামুড়া, পোস্ট: একডালা, থানা ও জেলা: সিরাজগঞ্জ

২১

মোঃ ইসরাফিল হোসেন মোবাঃ ০১৭১৬৬০৩৩৪৬ ই-মেইল: israfil1985@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই-হাদীস, মাষ্টার্স চাকুরী (প্রাইভেট কোম্পানী)
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক	**যোগাযোগ:** কদমশহর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

২২

ড. মো: মতিউর রহমান মোবাইল: ০১৭১৪৬০৪৫৬৬	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** সহযোগী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: রাজশাহী

২৩

মুহাম্মদ মাহবুব মোরশেদ মোবা: ০১৭৯৩-৪৮৫৩৩৩ Email- morshedadnan06@gmail.com	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** ব্যবসা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক (২০০৩-২০০৪)	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম, পোষ্ট ও থানা: আড়ংঘাটা, জেলা: খুলনা।

২৪

মোহাম্মদ শিহাবুল আলম মোবাইল: ০১৭১৫ ৮১৩৭৭৭ ই-মেইল: shehabsristy@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** উপাধ্যক্ষ, সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, জামালপুর।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক মাজলিসে শূরার সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম+পোস্ট: ইছাদিঘী থানা: সখীপুর, জেলা: টাঙ্গাইল।

২৫

মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন মোবাইল: ০১৯১১ ২৪০৮২৪	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, চক মোঘলটুলী শাখা, ঢাকা-১২১১।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক মাজলিসে ক্বারার সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রাম: শ্যামপুর, ডাক: সাহাপাড়া, উপজেলা: শিবগঞ্জ, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২৬

মো: এমরানুর রহমান মোবাইলঃ ০১৭৪০ ৫৪১৪৭৫	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** হাফেজ, কামিল সুপারিনটেনডেন্ট, মনোহরপুর দারুল হাদিস দাখিল মাদরাসা। ডাক:হাশিমপুর ,যশোর সদর, যশোর
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় মাজলিসে ক্বারারের সদস্য	**যোগাযোগ:** গ্রাম: ষাটবাড়িয়া, ডাক: বেথুলী, উপজেলা: কালিগঞ্জ, জেলা: ঝিনাইদহ

২৭

মুহাম্মদ ওবায়দুর রহমান মোবা: ০১৭৪১-৫৮২২৯১	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই হাদীস, কামিল ইমাম ও খতিব, ৬৫ উত্তর চাষাড়া নারায়ণগঞ্জ
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় মাজলিসে ক্বারার সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: পারভবানীপুর,পোষ্ট: খামারকান্দি, থানা: শেরপুর, জেলা: বগুড়া

২৮

মোঃ জুলফিকার আলী মোবাইল: ০১৭১২-৩৩৫৩৪৪ ই-মেইল ঃ darulqurancadet@gmail.com	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** অধ্যক্ষঃ দারুল কুরআন ক্যাডেট দাখিল মাদরাসা, রোড নং-১২, ওয়ার্ড নং-১২, হাউজিং এষ্টেট, খালিশপুর, খুলনা-৯০০।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় মাজলিসে ক্বারার সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ঃ হাড়িখালী ডাকঘর ঃ হাড়িখালী, উপজেলা ঃ তেরখাদা, জেলা ঃ খুলনা

২৯

ড. ইমতিয়াযুল আলম মাহফুয
মোবাইল- ০১৭১৭-৫১৪৯৪৭
ই-মেইল:
imtiazmahfuz@yahoo.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
এম.এ (আরবী), পিএইচ.ডি (রাবি)
সিনিয়র এক্সেকিউটিভ অফিসার
তথ্য প্রযুক্তি বিভাগ- প্রাইম ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স লিমিটেড, ঢাকা-১০০০।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার সদস্য

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
পোষ্ট: প্রবাস ভবন, বাড়ী নং: ৮৭,
বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী-৬২০৬

৩০

মেহেদি হাসান
মোবাঃ ০১৭১৪ ৫০২০৬৩
ই-মেইল:
mahadi010384@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বিএ (অনার্স) এম.এ (ইবি)
চাকুরী (প্রাইভেট কোম্পানী)

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে শূরার সদস্য

যোগাযোগ:

ষাটবাড়ীয়া, বেথুলী, কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

৩১

আব্দুল জব্বার
মোবাইল: ০১৭১৫ ২৭৯০৭৯

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, কামিল, বি.এ (অনার্স), এম.এ
প্রভাষক,
বৈরাগি বাজার সিনিয়র মাদ্রাসা

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
বাঁশবাড়ী, গাছপাড়ী বাজার,
কাড়াইঘাট, সিলেট।

৩২

আব্দুল আউয়াল
মোবাইল: ০১৯৮১০০৮৫৫৪

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বি.এ (অনার্স) এম.এ
প্রোডাকশন কো-অর্ডিনেটর,
অরিয়ন নিউ ট্রেক্সাইল লি:

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: চরলক্ষীপুর, পোষ্ট: সরাতইল,
থানা: বেলকুচি, জেলা: সিরাজগঞ্জ

৩৩

ইক্তেশামুল হক মীম মোবাইল: ০১৭১৯৪১৯৩৭৩ ই-মেইল ঃ director.ahis@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** বি.এ শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: বীরহলি, বীরহলি, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

বাণী : জমঈয়তের প্রতিষ্ঠানগুলোতে শুব্বানের সাংগঠনিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে বিস্তার করা প্রয়োজন।

৩৪

মোঃ আনোয়ার হোসেন মোবাঃ-০১৭৮৩৮৩৭৪৭৯	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** এম,এম,বি,এ অনার্স এম,এ(আরবী) অধ্যক্ষ, ছোটাহার ধারকী আলিম মদ্রাসা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** ---

৩৫

মোহাম্মদ লিয়াকত আলী মোবাইলঃ ০১৭১৭ ৬৬২৫৯১	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** বি.এস.এস (অনার্স), এম.এস.এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) এম.এ (হাদীস) একাউন্ট অফিসার, সৃষ্টি শিক্ষা পরিবার, বাংলাদেশ।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** টেংগুরিয়া পাড়া, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

৩৬

মোঃ ইকরামুল হক মোবাইল ঃ ০১৭১১৬৬৮৫৬৭	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** ব্যবসায়ী
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** চোরকুল, গোপালপুর বাজার, ঝিনাইদহ

৩৭

আব্দুল ওয়াদুদ মোবাইল ঃ ০১৭১৪-২৩০৬৮৮	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** শিক্ষক মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া, হারাগাছা পৌরসভা, রংপুর।
সাংগঠনিক পরিচিতি: ----	**যোগাযোগ:** মহাম্মদখান, রংপুর।

১৯

এমদাদুল হক মোবাইল: ০১৭১৭-৫১২৪৫৫ emdadulhaqu70@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** বিএ অনার্স, এম এ, আরবি, ই, বি, কুষ্টিয়া প্রভাষক বদরগঞ্জ বাকী বিল্লাহ কামিল মাদরাসা, চুয়াডাঙ্গা।
সাংগঠনিক পরিচিতি সাবেক সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: চুয়াডাঙ্গা।

৩৯

মুহাম্মদ আবুল বাশার মোবাইলঃ ০১৭১০ ৮৮৫৪৪২	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** বি.এ (অনার্স), এম.এ (ইবি) চাকুরী (প্রাইভেট কোম্পানী)
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: সাহেবনগর, কাজীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

৪০

মোঃ মশিউর রহমান মোবাইলঃ ০১৭২৪২১০৭২৫	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** এম,এম,বি,এ অনার্স এম,এ(আরবী) প্রভাষক(আরবী) ছোটাহার ধারকী আলিম মদ্রাসা
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** জয়পুর হাট

৪১

মোঃ তৌহিদুল ইসলাম মোবাইলঃ ০১৭১০-৫৪০৯৮৮ ফেসবুক: Tauhidul Islam E-mail:tauhidulislam16m@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** বিবিএস (অর্নাস), এমবিএস (ব্যবস্থাপনা), জবি। প্রভাষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, উপশহর মহিলা কলেজ, যশোর।
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: দোরমুটিয়া, নূতন মূলগ্রাম, কেশবপুর, যশোর।

৪২

আহমাদুল্লাহ মোবাইলঃ ০১৭৩৫৮৩০৪২৫ ই-মেইল ঃ mdahmadullah8@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই-হাদীস, কামিল (মাষ্টার্স) আরবী প্রভাষক, পার্বতীপুর তালিমুননেছা আলিম মাদরাসা, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ঃ উত্তরাশশী (হাতিপাড়া) ডাকঘর ঃ পঞ্চপুকুর, উপজেলা ও জেলা ঃ নীলফামারী

৪৩

আব্দুস সাত্তার মোবাইল: ০১৭১২ ২৯১১৬৪	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** বি.এ (অনার্স) এম.এ চাকুরী (প্রাইভেট কোম্পানী)
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** কুমুল্লি, দেলুয়া বাজার, গোপালগঞ্জ, টাঙ্গাইল।

৪৪

মোঃ মশিয়ার রহমান মোবাইল: ০১৭২০ ৯৯৪৩২৬	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** ইমাম ও খতিব
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** আলুকদিয়া বাগেরহাট

৪৫

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন মোবাইল: ০১৭১১-৫৪৭১২৫ ইমেইল: prof.Dr.raisuddin@gamil.com ফেসবুক: Raisuddin	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, মীরপুর আইডিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, ঢাকা।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক আহ্বায়ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: নওয়াগাঁও, ডাকঘর: বিয়াব, উপজেলা: রূপগঞ্জ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ ।

৪৬

আলহাজ্জ আব্দুল হাই মোবা: ০১৭১১-৫৩২৮২৯	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** ব্যবসায়
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক আহবায়ক, ঢাকা মহানগর	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: ৩৮ নং হাজি আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০

৪৭

আলহাজ্জ্ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল আকীল মোবা: ০১৮১৯-৪৫৫৬৭৯	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** ব্যবসায়
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, ঢাকা মহানগর	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: ৩ নং কাজী আলাউদ্দীন রোড নাজিরবাজার, ঢাকা-১১০০।

৪৮

জসিমুদ্দীন মোবাইল: ০১৭৬১-৭৪৬৭৬৭	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** ব্যবসায়
সাংগঠনিক পরিচিতি সাবেক সাধারণ সম্পাদক ঢাকা মহানগর	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: ২৮ নাজিরবাজার লেন, বাংলাদুয়পার, ঢাকা

৪৯

হাফেয মো: ওয়াসিম উদ্দিন সজিব
মোবাইল: ০১৯১১৯৬৭৯৮৬

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
ব্যবসায়

সাংগঠনিক পরিচিতি
সভাপতি
ঢাকা মহানগর দক্ষিণ

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
২৮ নাজিরবাজার লেন,
বাংলাদুয়পার, ঢাকা

৫০

মো: আমিনুল ইসলাম
মোবা: ০১৯৩৩৭৮৮৪৬৭

শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:
মুহাদ্দিস,
মীরপুর দারুস সুন্নাহ মাদরাসা,
মিরপুর-ঢাকা।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক সভাপতি,
মাদরাসাতুল হাদীস শাখা

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা
গ্রাম-রাংগামাটি, পোষ্ট - এলাঙ্গী,
উপজেলা- ধুনট, জেলা- বগুড়া।

৫১

মোঃ মাসকুর-উর রহমান
মোবাইল: ০১৮৪৫৯৫৯৮৩৭
ই-মেইল:
mashqur2@yahoo.com

শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:
লিসান্স মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির সদস্য

যোগাযোগ:
পুরিন্দা, সাতগ্রাম, আড়াই হাজার,
নারায়ণগঞ্জ।

৫২

মো: আলী আল আক্কাস
মোবাইলঃ ০১৭১৪ ২০৫৩৭১

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
ব্যবসা

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক সভাপতি, ঢাকা জেলা

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: তেতুলিয়া, পোষ্ট ও থানা:
ধামরাই, জেলা: ঢাকা।

৫৩

আব্দুর রাজ্জাক মোবাইল: ০১৭১২-২৪০৮৮৫	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** চাকুরী
সাংগঠনিক পরিচিতি সাবেক সভাপতি ঢাকা জেলা	**যোগাযোগ:** ....

৫৪

অধ্যাপক মোহাম্মদ ওসমান আলী মোবাইলঃ ০১৭৪৫ ৪৯৯৬৯২	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** অধ্যাপনা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সাধারণ সম্পাদক, নওগাঁ জেলা শাখা (২০০০-২০০৭)	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: নওগাঁ

৫৫

মাওলানা এহসানউল্লাহ মোবাইল: ০১৭১৩-৭৯৪০২৪	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** সহকারী শিক্ষক, দেওয়ান জিবিঘি ঈদগাহ ইসলামীয়া দাখিল মাদরাসা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, দিনাজপুর জেলা শাখা	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: ও ডাকঘর: ফারাক্কাবাধ উপজেলা: বিরল, জেলা:দিনাজপুর ।

৫৬

মাওলানা ইসমাঈল হোসেন মোবাইল: ০১৭১১ ৯৩৭০৮১	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** প্রিন্সিপাল, চরসরতাজ ফাযিল মাদরাসা, গাবতলী, বগুড়া।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, বগুড়া জেলা শাখা	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: তালপুকুর, পোষ্ট: ডেমাজানি, থানা: শাহজাহানপুর, জেলা: বগুড়া

৫৭

মাওঃ মোঃ ইব্রাহীম বিন আবু সুফীয়ান মোবাইলঃ ০১৭১৭ ৬৬২৫৯১	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** সুপার ফুলবাড়ী দাখিল মাদ্রাসা সারিয়াকান্দি, বগুড়া।
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, বগুড়া জেলা শাখা।	**যোগাযোগ:** মসজিদে মুবারাক ফহেত আলী ব্রিজ রোড, বগুড়া।

৫৮

মো: এ. বি এম খায়রুল ইসলাম মোবা: ০১৭২০-২৯৭৬৩৪	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** সুপার, রাজশাহী দারুস সুন্নাহ দাখিল মাদরাসা, বিনোদপুর, মতিহার, রাজশাহী
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, নাটোর জেলা শাখা	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: শাখারিপাড়া, পোষ্ট: ছাতার ভাগ, থানা: বলডাঙ্গা, জেলা: নাটোর।

৫৯

মো: ওসমান গণী মোবাইল: ০১৭১৫৬৫১৪৪২	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** সুপারিনটেনডেন্ট, ধারাবারিষা খাকড়াদহ দাখিল মাদ্রাসা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, নাটোর জেলা শাখা	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: ধারাবারিষা, গুরুদাসপুর, নাটোর।

৬০

এ্যাড: মো: মাহবুবুর রহমান মোবাইল ০১৭১২০২৯১৬৪ এবং ০১৬৮৩৯২৯৪০৪	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** এল-এল.বি (অনার্স), এল-এল.এম আইনজীবি
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, টাঙ্গাইল জেলা শাখা	**যোগাযোগ:** হক মঞ্জিল, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল

৬১

মুহা ঃ আসাদুল্লাহ
মোবাইল ঃ ০১৭১৬৩১৩৪৩১
ইমেলঃ
md.assadullah.1971@gmail.com
FB: MD ASSADULLAH

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
'ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ক সিনিয়র শিক্ষক, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ও এডমিন অফিসার, সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ,

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক সভাপতি, টাঙ্গাইল জেলা শাখা (২০০৫-২০০৮ সাল)

যোগাযোগ:
পাতুলি পাড়া, পোষ্ট ঃ কাগমারী কলেজ, থানা ঃ টাঙ্গাইল সদর, জেলা ঃ টাঙ্গাইল

শুব্বান ভাইদেরকে বলব আল্লাহর এই বানী, "রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহণ কর আর তোমাদের যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা হাশর : ৭ আয়াত) "আকিদা ও আমলের সাথে দক্ষতা ও যোগ্যতা বাড়াতে হবে।"

৬২

মাওলানা মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন
মোবাইলঃ ০১৭৪৫-৩৯৭৬১০

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
কামিল,
শিক্ষকতা

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক জেলা সভাপতি,
যশোর জেলা শাখা
(১৯৯৪-২০০৭)

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: নূতন মূলগ্রাম, ডাক: নূতন মূলগ্রাম, উপজেলা: কেশবপুর, জেলা: যশোর

৬৩

হাফেজ মোঃ জাহিদ হোসাইন
মোবাইল: ০১৭১৩ ৬৪৮৮১০

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
এম টি আই এস ইবি, কুষ্টিয়া।
খতিব

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক সভাপতি,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম- কালিবাজাইল, পোঃ কাটাখালি, থানা- ফুলবাড়িয়া, জেলা- ময়মনসিংহ

৬৪

মাহমুদুল হাসান ফেরদৌস
মোবাইল: ০১৯৫৩ ২১৭৬১৩
E-mail:
mahmudulhasanferdus208727@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
অফিসার,
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ময়মনসিংহ

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাবেক সভাপতি,
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম ও ডাকঘর: ঢেংগারগড়, উপজেলা: ইসলামপুর, জেলা: জামালপুর

৬৫

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান মোবাইল ঃ ০১৭১৮৪৫২৬২২/০১৯১৫২২১১৩৩ mostafizur1021979@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** এম টি আই এস ইবি, কুষ্টিয়া। সহকারী শিক্ষক, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, মেহেরপুর
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম-লাউবাড়ীয়া, ডাকঘর-কাঞ্চন নগর, থানা-দৌলতপুর, জেলা-কুষ্টিয়া।

স্মৃতিকথা ও পরামর্শ: স্মৃতি চারণঃ সত্যনিষ্ঠা, কঠোর পরিশ্রম, জ্ঞানের পরিপূর্ণতা, চারিত্রিক মাধুর্যতা সফলতাকে বয়ে আনতে সহয়তা করে।

৬৬

মো: ময়নুল ইসলাম **মোবা; ০১৭৩৬-১৫৭৭০৩** Email: moinislam20144@gmail.com	**শিক্ষাগত ও পেশাগত পরিচয়:** এম এ (আরবী সাহিত্য) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি:
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাবেক সভাপতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	**যোগাযোগ:** **স্থায়ী ঠিকানা:** গ্রাম: ময়মন্তপুর, পোষ্ট. রামনগর থানা: সাঘাটা, জেলা: গাইবান্ধা।

৬৭

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ মোবাইল: ০১৭১১-০৪৩৬৩৯ hadayetcvc@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) সহকারী অধ্যাপক ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
সাংগঠনিক পরিচিতি সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: ৯/ডি, মিশন বসতি, কোটবাড়ী রোড, টমছমব্রীজ, কুমিল্লা।

৬৮

অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল্লাহ মোবাইল: ০১৩০৯-১১৮৮৬০	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** বি এ অনার্স, এমএ এম এম অধ্যক্ষ, আখড়াখোলা মুকুন্দপুর আলীম মাদরাসা
সাংগঠনিক পরিচিতি সাবেক ক্বারার সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: সাতক্ষীরা

৬৯

মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিন মোহাম্মদ সুজাত আলী মোবাইল: ০১৯৮২-৩৬৬২৭২	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদীস, কামিল সহকারী শিক্ষক, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদরাসা
সাংগঠনিক পরিচিতি সাবেক প্রচার সম্পাদক এম এম আরাবিয়া	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: এলাহাবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

৭০

মো: আজহার উদ্দিন মোবা: ০১৭৫৭ ৮১৬২১৬	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই-হাদীস বি.এ (অনার্স), এম.এ
সাংগঠনিক পরিচিতি: কেন্দ্রীয় মাজলিসে আম সদস্য	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: চক কাজীজিয়া, মোহাম্মদপুর, তানোর, রাজশাহী

৭১

শাইখ আবদুর রহমান মাদানী মোবাইল: ০১৭১৫-৬৬৯২৮৮	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** প্রভাষক
সাংগঠনিক পরিচিতি সাবেক দায়িত্বশীল এম এম আরাবিয়া	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: ময়মনসিংহ

২০২১-২৩ সেশনের মজলিসে শুরার সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৭৩

ইসহাক বিন ইরশাদ মাদানী
মোবাইল: ০১৭২৭৫৬৯২১৪

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
লিসান্স, মদিনা ইসলামী বিদ্যালয়
প্রিন্সিপাল, আলহাজ্ব মো: ইউসুফ মেরোরিয়াল দারুল হাদীস মাদরাসা, সুরিটোলা, ঢাকা।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সভাপতি

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
সিরাজনগর, বিশালপুর, শেরপুর, বগুড়া।

৭৪

আনিসুর রহমান মাদানী
মোবাইল: ০১৭২৭৫৬৯২১৪

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
লিসান্স, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সিনিয়র মুহাদ্দিস, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মীরপুর।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সহ-সভাপতি-১

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
সিরাজনগর, বিশালপুর, শেরপুর বগুড়া।

৭৫

মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
মোবা: ০১৯১৫-৭৫৬৯১৯
Email: al.fmdu13@gmail.com
FB: @al.fm13 (Faruque Abdullah)

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচিতি:
এম এ (ইসলামিক স্টাডিজ) ঢাবি
সিনিয়র অফিসার,
সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামীক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সহ-সভাপতি-২

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: বাহার কাছনা (মাস্টার পাড়া)
পোস্ট: নিউ সাহেবগঞ্জ, সদর,
জেলা: রংপুর।

৭৬

রবিউল ইসলাম
মোবাইল: ০১৭২৩-৩০৬৮৮০, ০১৯১৩-৮১৬০৮৭
E-mail:rabiulrabiislam@gmail.com
FB: Robiul Islam Robi

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, কামিল, বি.এ (অনার্স)
এম.এ (ইবি), মুহাদ্দিস আল মা'হাদ আস সালাফী, নিজ খামার , খুলনা

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাধারণ সম্পাদক

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম ও ডাকঘর: মুশরীভূজা উপজেলা: ভোলাহাট, জেলা: চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

৭৭

আব্দুল্লাহ বিন হারিছ
মোবা: ০১৬৭৬-২৭৭০৪৫
Email_
FB: Abdullah bin harish

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, মাস্টার্স
চেয়ারম্যান, মাদরাসাতুল ফুরক্বান
ইমাম ও খতিব, আসকারটেক জামে মসজিদ, বেরাইদ, ঢাকা।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
যুগ্ম সাধারণ সাধারণ সম্পাদক

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: দক্ষিণ শিলমান্দি, পোষ্ট: শিলমান্দি, থানা ও জেলা: নরসিংদী।

৭৮

শাইখ আব্দুল্লাহিল হাদী
মোবাঃ ০১৭২২৫৬৮২৮০
ই-মেইল:
ahadi8891@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, কামিল,এম.এ (ইবি)
সিনিয়র শিক্ষক, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুর ।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
কোষাধ্যক্ষ

যোগাযোগ:
ডিহট্রা, জীবনপুর, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও

৭৯

তানযীল আহমাদ
মোবাইল: ০১৭৪৮৭৬৭৯২৫
ই-মেইল:
tanzilahmad.bd96@gmail.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরা-ই-হাদীস, কামিল
শিক্ষক, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুর ।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
সাংগঠনিক সম্পাদক

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
গ্রাম: নতিব চাপড়া
পোষ্ট: যাদুরহাট, নীলফামারী

৮০

আবদুল্লাহ আল মাসউদ মাদানী
মোবাইল: ০১৭২০৮৪৮১৮৮

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
অনার্স ও উচ্চতর ডিপ্লোমা,
মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
সিনিয়র শিক্ষক, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মীরপুর।

সাংগঠনিক পরিচিতি:
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
রাউতনগর, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও

৮১

আব্দুল মাতিন মোবাইল: ০১৯১৪৫১৫৫০০	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: বি.এ (অনার্স) এম.এ (আরবী) অফিসার, এক্সিম ব্যাংক
সাংগঠনিক পরিচিতি: শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক	যোগাযোগ: আলোকদিহী, রাসডাঙ্গা, চিরিবন্দর, দিনাজপুর।

৮২

আব্দুল হাই মোবাইল: ০১৭৩৭-৫১২৪৯৩	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: বি.এ অনার্স, এম.এ ইংরেজী বেসরকারি চাকুরি
সাংগঠনিক পরিচিতি: সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: কুপতলা, গাইবান্ধা

৮৩

হাফেয আশিক বিন আশরাফ মোবাইল: ০১৭৪১-৫৩০১৭৪	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: দাওরায় হাদীস, কামিল (অধ্যয়নরত) মাস্টার্স, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।
সাংগঠনিক পরিচিতি: ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: ধানগড়া, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

৮৪

মো: আকবর আলী মোবাইল: ০১৭২৮-১৬১৭৮২	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: এম ফিল ইবি, পিএইজডি রাবি (চলমান) প্রভাষক, আরবী শাহ সুলতান (রহ.) কামিল মাদরাসা
সাংগঠনিক পরিচিতি: প্রশিক্ষণ সম্পাদক	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: নবাবজায়গীর, সুন্দরপুর চাপাইনবাবগঞ্জ

৮৫

মো: দেলোয়ার হোসেন
মোবাইল: ০১৭৪৫-১৪১৬৬১

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
বিএসএস ও এমএসএস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ঢাবি, প্রভাষক, পৌরনীতি ও সুশাসন, গিয়াসইদ্দন ইসলামী মডেল কলেজ, নারায়ণগঞ্জ

সাংগঠনিক পরিচিতি:
প্রশিক্ষণ সম্পাদক

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
স্থায়ী ঠিকানা:
রাউতনগর, রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও

৮৬

আব্দুল ওয়াদুদ গাজী
মোবাইল: ০১৯৮৬-৭৮৫৮৪৯

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
হাফেজ, কামিল (চলমান)
অনার্স (চলমান)

সাংগঠনিক পরিচিতি:
তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
ঘোনা, সাতক্ষীরা সদর

৮৭

ইমাম হাসান
মোবাইল: ০১৯২০-০৭৪৮০৪
fb: IMAM HASAN
email:
imam.hasan.arabi@gamil.com

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
দাওরায়ে হাদীস, ফাজিল
সিনিয়র শিক্ষক
মাদরাসা দারুস সুন্নাহ্, মীরপুর

সাংগঠনিক পরিচিতি:
বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম: ছোট গদাইচর পোষ্ট ও থানা: মাধবদী, জেলা: নরসিংদী

৮৮

আসাদুল্লাহ আল গালিব
মোবাইল: ০১৯১১-৮১৮৪৩৩

শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:
প্রভাষক

সাংগঠনিক পরিচিতি:
আইন বিষয়ক সম্পাদক

যোগাযোগ:
স্থায়ী ঠিকানা:
সাতক্ষীরা

৮৯

হেদায়েতুল্লাহ মোবাইল: ০১৭৮৫-৫৬৭৫৬৪	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: দাওরায় হাদীস, ফাযিল (অধ্যয়নরত) সহকারী অফিস এক্সিকিউটিভ কেন্দ্রীয় কার্যালয়, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ
সাংগঠনিক পরিচিতি: দপ্তর সম্পাদক	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: বীরেশ্বরপুর, সুরানপুর, ভোলাহাট চাপাইনবাবগঞ্জ

৯০

মশিউর রহমান মোবাইল: ০১৯৮৩-৫৬৩৮১১	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: বি.এস.এস, এম.এস.এস রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ঢাবি সিনিয়র শিক্ষক, এম.এম.আরাবীয়া
সাংগঠনিক পরিচিতি: পাঠাগার সম্পাদক	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: ছাতিয়ানতলা, দবনগর, সাতক্ষীরা

৯১

তাকিউদ্দিন মোবাইল: ০১৭৪১-৬৯২০৮৫	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: দাওরায় হাদীস শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সদস্য, মজলিসে ক্বারার	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: গাইবান্ধা

৯২

সাফিউল ইসলাম মোবাইল: ০১৭৮৫২৮৮৫৯৩	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: হাফেয, (দাওরায় হাদীস) কামিল শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি: সদস্য, মজলিসে ক্বারার	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: ইসলামপুর আদর্শপাড়া, মিঠাপুকুর রংপুর

৯৩

মো: মামুন উর রশিদ মোবাইল: ০১৭১৩-৭৯১৪৯৩	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** এম.এ ব্যবসা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে ক্বারার	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: হরিহরপুর, রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও

৯৪

আবু আব্দুল্লাহ মাসউদুর রহমান মোবাইল: ০১৯২৪-৮৮২৭২৫ mdmasudurrahman708@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদীস,কামিল, মাষ্টার্স খতবি+শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে ক্বারার	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: চরমাহমুদপুর, মেলান্দহ,জামালপুর

২০২১-২৩ সেশনের মজলিসে আম সদস্যদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

৯৫

হাফেজ সোহেল আহমাদ মোবাইল: ০১৭৫০-৬৬৮৯৫৯	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** মাষ্টার্স, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পি.এইচ.ডি গবেষক, মালয়েশিয়া
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: ৬৬/১, কামাল কাছনা, জি.এল.রায় রোড, রংপুর

৯৬

রায়হান কবীর মোবাইল: ০১৯২০৬০৯৬৮৫ raihankabir2071@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** চাকুরী
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: বল্লা, কালিহাতি,টাঙ্গাইল

৯৭

মুহাঃ আহমাদুল্লাহ মোবাইল: ০১৭২৩২৮৬৩৬২ ahmudullah6263@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা-ই হাদীস, বি.এ (অনার্স) এম.এ প্রভাষক, ইসলামিয়া ডিগ্রী কলেজ বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী।
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: কুলপাড়া, মিয়াপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী

৯৮

মুহাঃ ইসমাইল হোসেন মোবাইল: ০১৭১৫৪০৮৮৫৪ ismail244342@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** চাকুরী
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: জামিরা, পুঠিয়া, রাজশাহী

৯৯

ইঞ্জি. হুমায়ূন কবীর মোবাইল: ০১৭১০৭৮৭৮৬৮ humayunezazz@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** চাকুরী
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: বায়সা, কেশবপুর, যশোর

১০০

মুসাদ্দেক আলী মাদানী মোবাইল: ০১৭১৮৮১৬৮৭৭	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** চাকুরী
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: রংপুর

১০১

জাহিদ হাসান মোবাইল: ০১৯৪৭-১১২১০৭	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** ফাজিল, দাওরায় হাদীস, সিনিয়র শিক্ষক, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ মিরপুর, ঢাকা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: পারভবানীপুর, খামারকান্দী, শেরপুর বগুড়া

১০২

মোঃ জসিমুদ্দীন সাঈদ মোবাইল: ০১৯৭০-৩১০৪৯৪ joshimuddin@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা হাদীস অনার্স আকিদাহ, মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দাঈ, আশ-শায়াফ ইসলামী দাওয়া সেন্টার আবহা, সৌদি আরব
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: গোয়ালডুবী চর বাগডাঙ্গা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১০৩

রায়হান উদ্দীন মাদানী মোবাইল: ০১৯১৭-৯৬৪৩৭৮	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরা হাদীস পিএইচডি গবেষক, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মদিনা মুনাওয়ারাহ
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: ভোদুয়া, জামজামি,আলমডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা, খুলনা।

১০৪

মুহা. হাবিবুল্লাহ মোবাইল: ০১৭৩৫-৯৫৯০৫৮ habibbinekram@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** এম. এ. (আরবি), পি.এইচডি. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক (আরবি) কাঞ্চনপুর এলাহিয়া ফাযিল মাদরাসা, বাসাইল, টাংগাইল
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: হাতিপাড়া,পঞ্চপুকুর,নীলফামারী

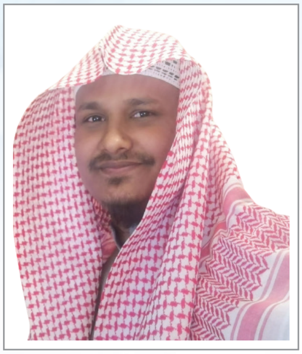

১০৫

মুহা. মিজানুর রহমান মোবাইল: ০১৭২২৬৪৪৪৫০ mizan017226@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদীস, অধ্যয়নরত, আল-কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: কালামটি, লালমনিরহাট

১০৬

মুহা. হাবিবুর রহমান মোবাইল: ০১৭৪৯২৮১৭২৭ mds.habib727@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** হাফেজ, দাওরায় হাদিস অনার্স (অধ্যয়নরত) ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মদিনা, সৌদি আরব
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: লালডাঙ্গা, ভিওইল, সাপাহার, নওগাঁ

১০৭

মুহা. শাইখুল ইসলাম মোবাইল: ০১৭৩১৫৪৬১৪৮ sazidmedical@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** চাকুরী
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: যশোর

১০৮

হাফেয মাহদী মুহাম্মাদ হাসান মোবাইল: ০১৬৩৯৩৮০৭৭০ hasanmahdi752@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদীস অনার্স অধ্যয়নরত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মাদীনা মুনাওয়ারাহ, সৌদি আরব
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: ধুয়াসার, ডাসার, কালকিনি জেলা: মাদারীপুর

১০৯

মুহা. নাযীর আহমাদ সরকার মোবাইল: ০১৭২৫২৬৯৭৬৩ nazirahmed01725@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদীস চাকুরী
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: বগুড়া

১১০

হাফেয মাহমুদুল হাসান মোবাইল: ০১৭১৩২২৩৩৭৯ mh96132@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদীস শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: বিরল, দিনাজপুর

১১১

মুহা. ইয়াসিন মোবাইল: ০১৭৯৪-১২৫৭৪৫ eyasinbinedris.01923133@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদীস চাকুরী
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: ময়মনসিংহ

১১২

হাফেয মুহা. আব্দুর রউফ মোবাইল: ০১৭৪১৩৭১৭৬৫	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদীস, কামিল ইমাম ও খতিব প্রধান শিক্ষক টঙ্গী মুহাম্মাদীয়া মাদরাসা গাজীপুর
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: কালের পাড়া, ধুনট, বগুড়া

১১৩

মুহা. ইমদাদুল হক মোবাইল: ০১৩০৭৩২৩০৯৬ emdad124080@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদীস, কামিল শিক্ষকতা আল জামিয়া আস সালাফিয়া, সেন্ট্রাল রোড রংপুর
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: মহব্বাত খাঁ, হারাগাছ (মেট্রো) জেলা: রংপুর

১১৪

মুজিবুর রহমান মোবাইল: ০১৯১৮৫২০৩৭৫ mdmojibur493@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** চাকুরী
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: নারায়ণগঞ্জ

১১৫

মো: মতিউর রহমান মোবাইল: ০১৭৩৫৯৬৩৮৩১ mahir2010iu@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** অনার্স ও মাস্টার্স , ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, এসকেএস স্কুল এ্যাড কলেজ, গাইবান্ধা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: নিমদাসের ভিটা,মনোহর পুর, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা

১১৬

মো: নুরুল ইসলাম মোবাইল: ০১৭৩৪১৪০২৯৭ ni449586@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** পিএচডি, কামিল বিএ অনার্স, এম এ আরবী শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: আলাদিপুর, সাপাহার, নওগাঁ

১১৭

আমীনুল ইসলাম মোবাইল: ০১৭২২৭৯১৭৭৭ aminul.web@gmail.com	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: দাওরায়ে হাদীস শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: সিরাজগঞ্জ

১১৮

তৌহিদুজ্জামান মোবাইল: ০১৭৩৫৪৯৪১৫০ tohidduzzaman@gmail.com	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: চাকুরী
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: সাতক্ষীরা

১১৯

মো: আশরাফুল আলম মোবাইল: ০১৭৩৭২৫৯৯৭৫	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: চাকুরী
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: যশোর

১২০

মো: আতিকুর রহমান মোবাইল: ০১৭২৪৫০২৯৬৭	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: চাকুরী
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: গাইবান্ধা

১২১

মোহা: আব্দুর রহীম মোবাইল: ০১৭৩৬৬২৯৬১৮	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: চাকুরী
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: নওগাঁ

১২২

ফরমান আলী মোবাইল: ০১৭৭৮৭১৮০২৮ Farmanharis2027@gmail.com	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: রাজশাহী

১২৩

আবু বকর ইসহাক মোবাইল: ০১৮৭৭৭২৪২৪৯ abubakar8525@gmail.com	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: দাওরায়ে হাদীস শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি মজলিশে আম সদস্য	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: ঠাকুরগাঁও

১২৪

মো: শহিদুল ইসলাম মোবাইল: ০১৭৪৪৯৬১১৮১ ssohidkhan81@gmail.com	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: বি.এ (অনার্স) এম.এ , দাওরায় হাদীস
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: পিয়ারপুর, ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

১২৫

হা: আব্দুর রহমান বিন জামিল মোবাইল: ০১৭৪৬৯৬২৬৬৮ mdabdurrahmanbinjamil@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** হাফেজ, দাওরা ই হাদীস কামিল শেষ বর্ষ (অধ্যয়নরত) অধ্যক্ষ, আদিবাসী আত-তাক্বওয়া মাদ্রাসা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: খামার হাজীপাড়া, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও

১২৬

ইকবাল হোসাইন মোবাইল: ০১৭৮৬২৯২০৪৫ iqbalgb156@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** মাস্টার্স, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কামিল, দাওরায়ে হাদীস ভাইস প্রিন্সিপাল, রাযিয়া হিফযুল কুরআন এন্ড ইসলামিক একাডেমি
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: সিরাজ নগর, বিশাল পুর শেরপুর, বগুড়া।

১২৭

মো: হাফিজুর রহমান মোবাইল: ০১৭২২৩৭৪৮৫১ hafijur4851@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরয়ে হাদীস শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: নওগাঁ

১২৮

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মোবাইল: ০১৭২২৩৭৪৮৫১ mukremamukul.1985@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** এম এ (আরবি) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: জয়পুর (মাস্টার পাড়া) সাপাহার,নওগাঁ

১২৯

ইমরান হোসেন মোবাইল: ০১৭৩৮৭৯০৭৯২ imranhossain51199@gmail.com	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: পাবনা

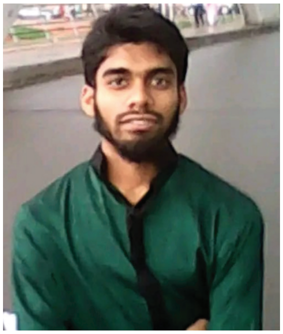

১৩০

মইনুল ইসলাম মোবাইল: ০১৯৪৭৭৮২৪০৩ kmoin5493@gmail.com	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: বাগেরহাট

১৩১

মো: নাজিবুল্লাহ মোবাইল: ০১৭৪৪-৩২১৬৫৪ mdnazibullahbd94@gmail.com	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: দাওরায়ে হাদিস, অনার্স ও মাষ্টার্স ভাইস প্রিন্সিপাল, দোলেশ্বর ইসলামিয়া মাদরাসা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: সিরাজ নগর, বিশালপুর, শেরপুর বগুড়া

১৩২

হাফেয আসাদুজ্জামান মোবাইল: ০১৭৪৪-৬৬২৬৬৩ asaduzaman21021991@gmail.com	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: দাওরায়ে হাদিস, ফাজিল শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: শবনগর মোলাপাড়া, শিবগঞ্জ চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১৩৩

আবু লায়েছ ফাহিম মোবাইল: ০১৫৭১৭৭৪৮১৯ abulayesfahim@gmail.com	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: দাওরায়ে হাদিস, ফাজিল শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: চৌবেপুর, কুটি, কসবা, বি-বাড়িয়া

১৩৪

যোবায়ের আহমাদ মোবাইল: ০১৭৫২১৩২০৭৩ jobayerahmad73@gmail.com	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: দাওরায়ে হাদিস শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: টাঙ্গাইল

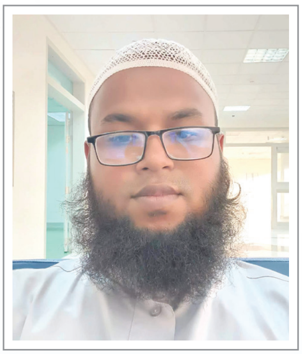

১৩৫

মোঃ জায়দুল আলম (নাদিম) মোবাইল: ০১৭৪২৭৭৭৮৬৫ mdjaydalalam@gmail.com	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: হাফেজ, ফাজিল, দাওরায় হাদিস অধ্যায়নরত মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: চকবোচাই, গাবতলী, বগুড়া

১৩৬

মোঃ কামরুল হাসান মোবাইল: ০১৭৬২১৬৪৬৩৯	শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়: ব্যবসা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: সিরাজগঞ্জ

১৩৭

জিয়াউর রহমান সালাফী মোবাইল: ০১৭৭৩৬১৯৯৫৫ jiaurr614@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** সৌদি আরব জেদ্দা কোম্পানিতে কর্মরত
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: বেহুলা, গোবরাতলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

১৩৮

ইবরাহীম খলীল মোবাইল: ০১৭৮৭৮৪৯৯৮৮ ibrahimtanzim@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায় হাদিস, কামিল শিক্ষকতা
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: আন্ধারিয়া পাড়া, ফুরকানাবাদ ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ

১৩৯

মো: আতিক চৌধরী মোবাইল: ০১৭৬২-২১১৪০৮ atiquechowdhury103@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** বিসিএস
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: কুমিল্লা

১৪০

আব্দুল্লহিল বাকী মোবাইল: ০১৭৪০-২৮৫৭০৫ baki324bd@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদিস, মাষ্টার্স এন্ড এমফিল মদিনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: অলহরি খারহর, রানীগঞ্জ ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

১৪১

ইহসান ইলাহী জহির মোবাইল: ০১৭১৮-৭৪৪৫২৬ mdihsanilahizahir526@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদিস, অনার্স (অধ্যয়নরত) কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: কুশাখালী, সাতক্ষীরা

১৪২

মো: ইনামুল ইসলাম মোবাইল: ০১৭৬৩-৩৪৩৩৯৭ enamul3977@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদিস, অনার্স (অধ্যয়নরত) কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: যশোর

১৪৩

মো: আব্দুল হাই মোবাইল: ০১৭৫৬-৮১৫৮৪২ ahay2204@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদিস, অনার্স (অধ্যয়নরত) কাসীম বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: সিরাজনগর, বিশাল পুর, শেরপুর, বগুড়া

১৪৪

তরিকুল ইসলাম মোবাইল: ০১৮৩৪-৪৯৮৮০০ km.tarikuleslam@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদিস, অনার্স (অধ্যয়নরত) মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	**যোগাযোগ:** স্থায়ী ঠিকানা: বাগহাটা, নরসিংদী সদর, নরসিংদী

১৪৫

বোরহান উদ্দীন মোবাইল: ০১৭৬৩-০৭২২৬২ borhanu245@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদিস (অধ্যয়নরত) মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: নওগাঁ

১৪৬

মো: আব্দুর রহমান মোবাইল: ০১৬৭০-৫৪৬০৬৮ mdabdurrahman543@gmail.com	**শিক্ষা ও পেশাগত পরিচয়:** দাওরায়ে হাদিস (অধ্যয়নরত) মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব
সাংগঠনিক পরিচিতি সদস্য, মজলিসে আম	যোগাযোগ: স্থায়ী ঠিকানা: কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ

বাংলাদেশ জমঈয়ত আহলে হাদীস

সাবেক সভাপতিবৃন্দের তালিকা

ক্র.ন.	নাম	পদবী	স্থায়ী জেলা	কার্যকাল
১.	আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ.	সভাপতি	দিনাজপুর	১৯৪৬-১৯৬০
২.	প্রফেসর আল্লামা ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী রহ.	সভাপতি	দিনাজপুর	১৯৬০-২০০৩
৩.	প্রফেসর এ.কে.এম শামসুল আলম	সভাপতি	রাজশাহী	২০০৩-২০১০
৪.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইলিয়াস আলী রহ.	সভাপতি	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২০১০-২০১৬
৫.	অধ্যাপক মাওলানা মোবারক আলী রহ.	সভাপতি	নারায়ণগঞ্জ	২০১৬-২০১৯
৬.	প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আযহার উদ-দীন	সভাপতি (ভারপ্রাপ্ত)	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২০১৯-২০২১
৭.	অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী	সভাপতি	বগুড়া	২০২১- বর্তমান

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাকালীন আহবায়ক ও যুগ্ম আহবায়কবৃন্দের তালিকা

ক্র.ন.	আহবায়ক	জেলা	যুগ্ম আহবায়ক	জেলা	সেশন
০১.	অধ্যাপক মুনিরুল ইসলাম	যশোর	অধ্যক্ষ মাও. গোলাম কিবরিয়া নূরী	রাজশাহী	১৯৮৯-১৯৯৪
০২.	অধ্যক্ষ মাও. গোলাম কিবরিয়া নূরী	রাজশাহী			১৯৯৪-১৯৮৯

সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকবৃন্দের তালিকা

ক্র.ন.	সভাপতি	জেলা	সাধারণ সম্পাদক	জেলা	সেশন
০১	অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম	ঢাকা	শাইখ ইজাজুল হক মাদানী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৯৯৯-২০০২
০২	ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ	রাজশাহী	শাইখ মুহা. আব্দুল মাতীন	রাজশাহী	২০০২-২০০৪
০৩	ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ	রাজশাহী	শাইখ মুহা. আব্দুল মাতীন	রাজশাহী	২০০৪-২০০৬
০৪	অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম	ঢাকা	শাইখ সাইদুর রহমান রহ.	পাবনা	২০০৬-২০০৮
০৫	শাইখ মুহা. আব্দুল মাতীন	রাজশাহী	শাইখ নূরুল আবসার	ফেনী	২০০৮-২০১১
০৬	শাইখ নূরুল আবসার	ফেনী	ফারুক আহমাদ	গাজীপুর	২০১১-২০১৭
০৭	শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী	বগুড়া	মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক	রংপুর	২০১৭-২০১৯
০৮	জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম	গাইবান্ধা	মুহা. আব্দুল্লাহ আল ফারুক	রংপুর	২০১৯-২০২১
০৯	ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী	বগুড়া	রবিউল ইসলাম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২০২১- বর্তমান

শুব্বান পরিচালকবৃন্দের তালিকা

ক্র.ন.	নাম	পদবী	জেলা	সেশন
০১.	প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম	শুব্বান পরিচালক	রাজশাহী	
০২.	মাওলানা আবুবকর	শুব্বান পরিচালক	ঝিনাইদহ	
০৩.	উপাধ্যাক্ষ মাও. ওবাইদুল্লাহ গযন্‌ফর	শুব্বান পরিচালক	সাতক্ষীরা	২০০৪-২০০৮
০৪.	মাওলানা মনজুরে খোদা	শুব্বান পরিচালক	ঠাকুরগাঁও	
০৫.	শাইখ আব্দুল মাতীন	শুব্বান পরিচালক	রাজশাহী	২০১৬-২০২১
০৬	শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী	শুব্বান পরিচালক	বগুড়া	২০২১-বর্তমান

কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারার (১৯৯৯- ২০০২ খ্রি.)

ক্র. নং.	পদবী	নাম	জেলা
০১	সভাপতি	মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম	ঢাকা
০২	সহ-সভাপতি-১	মুহা. রবিউল ইসলাম	বগুড়া
০৩	সহ-সভাপতি-২	মুহা. রবিউল ইসলাম	সাতক্ষীরা
০৪	সাধারণ সম্পাদক	মুহা. ইজাজুল হক	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৫	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	আবদুল মালেক	নীলফামারী
০৬	কোষাধ্যক্ষ	শরীফুল ইসলাম রিপন	টাংগাইল
০৭	সাংগঠনিক সম্পাদক	খালিদ বিন ইয়াসীন	কুমিল্লা
০৮	প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক	মাসউদুর রহমান	যশোর
০৯	সাহিত্য সাংস্কৃতি সম্পাদক	ইফতিখারুল আলম মাসউদ	রাজশাহী
১০	ছাত্র ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	হেদায়াতুল্লাহ	কুমিল্লা
১১	প্রশিক্ষণ সম্পাদক		
১২	তথ্য-গবেষণা সম্পাদক		
১৩	বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	আব্দুন নূর	সিরাজগঞ্জ
১৪	দফতর সম্পাদক	আব্দুল মাতীন	রাজশাহী
১৫	পাঠাগার সম্পাদক	মায়সার উদ্দীন	দিনাজপুর

কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারার (২০০২- ২০০৪ খ্রি.)

ক্র.ন.	পদবী	নাম	জেলা
০১	সভাপতি	ইফতিখারুল আলম মাসউদ	রাজশাহী
০২	সহ-সভাপতি-১	আব্দুল মালেক	নীলফামারী
০৩	সহ-সভাপতি-২	মুহা: রবিউল ইসলাম	সাতক্ষীরা
০৪	সাধারণ সম্পাদক	আব্দুল মাতীন	রাজশাহী

০৫	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	আব্দুর রাকীব	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৬	কোষাধ্যক্ষ	শরীফুল ইসলাম রিপন	টাংগাইল
০৭	সাংগঠনিক সম্পাদক	হেদায়াতুল্লাহ	কুমিল্লা
০৮	প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক	গোলাম রহমান	যশোর
০৯	সাহিত্য-সাংস্কৃতি সম্পাদক	মুহা. মতীউর রহমান	রাজশাহী
১০	ছাত্র ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	মুহা. জুলফিকার আলী	খুলনা
১১	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	আলম হুসাইন	মেহেরপুর
১২	তথ্য-গবেষণা সম্পাদক	আবদুল্লাহিল হাদী মাদানী	ঠাকুরগাঁও
১৩	বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	শফিকুল ইসলাম	বগুড়া
১৪	দফতর সম্পাদক	ড. ফরীদুল ইসলাম	সিরাজগঞ্জ
১৫	পাঠাগার সম্পাদক	মায়সার উদ্দীন	দিনাজপুর

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা (২০০৪- ২০০৬ খ্রি.)

ক্র.ন.	পদবী	নাম	জেলা
০১	সভাপতি	ইফতিখারুল আলম মাসউদ	রাজশাহী
০২	সহ-সভাপতি-১	মুহা. রবিউল ইসলাম	সাতক্ষীরা
০৩	সহ-সভাপতি-২	আব্দুর রাকীব	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৪	সাধারণ সম্পাদক	আবদুল মাতীন	রাজশাহী
০৫	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	উবায়দুল্লাহ আল ফারুক	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৬	কোষাধ্যক্ষ	শরীফুল ইসলাম রিপন	টাংগাইল
০৭	সাংগঠনিক সম্পাদক	সাইদুর রহমান	পাবনা
০৮	প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক	গোলাম রহমান	যশোর
০৯	সাহিত্য-সাংস্কৃতি সম্পাদক	জুলফিকার আলী	খুলনা
১০	ছাত্র ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	মুহা. মতীউর রহমান	রাজশাহী
১১	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	আলম হুসাইন	মেহেরপুর
১২	তথ্য-গবেষণা সম্পাদক	মাহবুব মুরশেদ	খুলনা
১৩	বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	নূরুল আবসার	ফেনী
১৪	দফতর সম্পাদক	আবদুল্লাহ আল মোতি	ময়মনসিংহ
১৫	পাঠাগার সম্পাদক	চৌধুরী মমিনুল ইসলাম	সুরিটোলা, ঢাকা

কেন্দ্রীয় মজলিসে কারার (২০০৬- ২০০৮ খ্রি.)

ক্র.ন.	পদবী	নাম	জেলা
০১	সভাপতি	মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম	ঢাকা
০২	সহ-সভাপতি-১	আব্দুল মাতীন	রাজশাহী
০৩	সহ-সভাপতি-২	আবুল্লাহেল ওয়াহিদ	ময়মনসিংহ
০৪	সাধারণ সম্পাদক	সাইদুর রহমান	পাবনা
০৫	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	উবায়দুল্লাহ আল ফারুক	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৬	কোষাধ্যক্ষ	আব্দুর রহমান বাবলু	ঝিনাইদহ
০৭	সাংগঠনিক সম্পাদক	আবদুল্লাহ আল মোতি	ময়মনসিংহ
০৮	প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক	গোলাম রহমান	যশোর
০৯	সাহিত্য সাংস্কৃতি সম্পাদক	আবদুল ওয়াদুদ	রংপুর
১০	ছাত্র ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	চৌধুরী মমিনুল ইসলাম	সুরিটোলা, ঢাকা
১১	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	নূরুল আবসার	ফেনী
১২	তথ্য-গবেষণা সম্পাদক	শফিকুল ইসলাম	বগুড়া
১৩	বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	আবদুন নূর	সিরাজগঞ্জ
১৪	দফতর সম্পাদক	এনামুল্লাহ খান	টাংগাইল
১৫	পাঠাগার সম্পাদক	মোঃ রেজাউল ইসলাম	গাইবন্ধা

কেন্দ্রীয় মজলিসে ক্বারার (২০০৮-২০১১ খ্রি.)

ক্র.ন.	পদবী	নাম	জেলা
০১	সভাপতি	মুহা. আব্দুল মাতীন	রাজশাহী
০২	সহ-সভাপতি-১	আবুলাহেল ওয়াহিদ	ময়মনসিংহ
০৩	সহ-সভাপতি-২	গোলাম রহমান	যশোর
০৪	সাধারণ সম্পাদক	নূরল আবসার	ফেনী
০৫	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	উবায়দুলাহ আল ফারক	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
০৬	কোষাধ্যক্ষ	আব্দুর রহমান (বাবলু)	ঝিনাইদহ
০৭	সাংগঠনিক সম্পাদক	আবদুল্লাহ আল মোতি	ময়মনসিংহ
০৮	প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক		
০৯	সাহিত্য সাংস্কৃতি সম্পাদক	আব্দুল আওয়াল	সিরাজগঞ্জ
১০	ছাত্র ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	চৌধুরী মমিনুল ইসলাম	সুরিটোলা, ঢাকা
১১	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	আব্দুস সাত্তার	টাংগাইল
১২	তথ্য-গবেষণা সম্পাদক	শফিকুল ইসলাম	বগুড়া
১৩	বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	আবদুন নূর	সিরাজগঞ্জ
১৪	দফতর সম্পাদক	এনামুল্লাহ খান	টাংগাইল
১৫	পাঠাগার সম্পাদক	মোঃ রেজাউল ইসলাম	গাইবান্ধা

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার ২০১১-২০১৬ খ্রি.

ক্র.ন.	পদবী	নাম	জেলা
০১	সভাপতি	নূরুল আবসার	ফেনী
০২	সহ-সভাপতি-১	আব্দুন নূর	সিরাজগঞ্জ
০৩	সহ-সভাপতি-২	গোলাম রহমান	যশোর
০৪	সাধারণ সম্পাদক	ফারুক আহমাদ	গাজীপুর
০৫	যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক	আবদুল্লাহ আল মোতি	ময়মনসিংহ
০৬	কোষাধ্যক্ষ	আব্দুর রহমান বাবলু	ঝিনাইদহ
০৭	সাংগঠনিক সম্পাদক	শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী	বগুড়া
০৮	প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক	মুহা. আব্দুস সাত্তার	টাঙ্গাইল
০৯	সাহিত্য সাংস্কৃতি সম্পাদক	মোঃ রেজাউল ইসলাম	গাইবান্ধা
১০	ছাত্র ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক	মুহা. আজহারুল ইসলাম	রাজশাহী
১১	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	তাওহীদুল ইসলাম	যশোর
১২	তথ্য-গবেষণা সম্পাদক	মুহা.আব্দুল্লাহ আল ফারুক	রংপুর
১৩	বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	সোহাইল আহমাদ	রংপুর
১৪	দফতর সম্পাদক	ইসরাফিল হোসাইন	রাজশাহী
১৫	পাঠাগার সম্পাদক	শরিফুল ইসলাম	সিরাজগঞ্জ

কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার (২০১৭ ২০১৯ খ্রি.)

ক্র. ন.	পদবী	নাম	জেলা
১	সভাপতি	মুহা. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী	বগুড়া
২	সহ-সভাপতি-১	আব্দুল্লাহ আল মোতি	ময়মনসিংহ
৩	সহ-সভাপতি-২	মোঃ রেজাউল ইসলাম	গাইবান্ধা
৪	সাধারণ সম্পাদক	মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক	রংপুর
৫	যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	রবিউল ইসলাম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৬	কোষাধ্যক্ষ	শরীফুল ইসলাম	সিরাজগঞ্জ
৭	সাংগঠনিক সম্পাদক	মোঃ মিযানুর রহমান	লালমনিরহাট
৮	প্রচার-প্রকাশনা সম্পাদক	ইমাম হাসান	নরসিংদী
৯	সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক	ইত্তেশামুল হক মীম	ঠাকুরগাঁও
১০	ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	আব্দুল্লাহিল হাদী	ঠাকুরগাওঁ
১১	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	তানযীল আহমাদ	নীলফামারী
১২	তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক	হুমায়ুন কবীর	যশোর
১৩	বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	হাবিবুর রহমান	নওগাঁ
১৪	দফতর সম্পাদক	শাফিউল ইসলাম	রংপুর
১৫	পাঠাগার সম্পাদক	রায়হান কবীর	টাঙ্গাইল

কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা (২০১৯- ২০২১ খ্রি.)

ক্র. ন.	পদবী	নাম	জেলা
১	সভাপতি	মো: রেজাউল ইসলাম	গাইবান্ধা
২	সহ-সভাপতি-১	ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী	বগুড়া
৩	সহ-সভাপতি-২	আনিসুর রহমান মাদানী	বগুড়া
৪	সাধারণ সম্পাদক	মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক	রংপুর
৫	যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	রবিউল ইসলাম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৬	কোষাধ্যক্ষ	হাফেয আব্দুল্লাহ বিন হারিস	নরসিংদী
৭	সাংগঠনিক সম্পাদক	তানযীল আহমাদ	নীলফামারী
৮	প্রচার- প্রকাশনা সম্পাদক	আব্দুল্লাহিল হাদী	ঠাকুরগাঁও
৯	শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক	আব্দুল মতীন	দিনাজপুর
১০	সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক	মো: আব্দুল হাই	গাইবান্ধা
১১	ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	রায়হান কবীর	টাঙ্গাইল
১২	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	আহমাদুল্লাহ	রাজশাহী
১৩	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সম্পাদক	ইসমাইল হোসেন	রাজশাহী
১৪	তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক	হুমায়ূন কবীর	যশোর
১৫	বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	ইমাম হাসান	নরসিংদী
১৬	আইন বিষয়ক সম্পাদক	আসাদুল্লাহ আল গালিব	সাতক্ষীরা
১৭	দফতর সম্পাদক	হাফেয আশিক বিন আশরাফ	সিরাজগঞ্জ
১৮	পাঠাগার সম্পাদক	মো. ইসরাফিল হোসেন	রাজশাহী

কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা- (২০২১-২০২৩ খ্রি.)

ক্র. ন.	পদবী	নাম	জেলা
১	সভাপতি	ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী	বগুড়া
২	সহ-সভাপতি-১	আনিসুর রহমান মাদানী	বগুড়া
৩	সহ-সভাপতি-২	মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক	রংপুর
৪	সাধারণ সম্পাদক	রবিউল ইসলাম	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
৫	যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	আব্দুল্লাহ বিন হারিছ	নরসিংদী
৬	কোষাধ্যক্ষ	আব্দুল্লাহিল হাদী	ঠাকুরগাঁও
৭	সাংগঠনিক সম্পাদক	তানযীল আহমাদ	নীলফামারী
৮	প্রচার- প্রকাশনা সম্পাদক	আব্দুল্লাহ আল মাসউদ মাদানী	ঠাকুরগাঁও
৯	শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক	আব্দুল মতিন	দিনাজপুর
১০	সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পাদক	মো: আব্দুল হাই	গাইবান্ধা
১১	ছাত্র/সমাজ কল্যাণ সম্পাদক	হাফেয আশিক বিন আশরাফ	সিরাজগঞ্জ

১২	প্রশিক্ষণ সম্পাদক	আকবর আলী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
১৩	উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সম্পাদক	মোঃ দেলওয়ার হোসেন	ঠাকুরগাঁও
১৪	তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক	আব্দুল ওয়াদুদ গাজী	সাতক্ষীরা
১৫	বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক	ইমাম হাসান	নরসিংদী
১৬	আইন বিষয়ক সম্পাদক	আসাদুল্লাহ আল গালিব	সাতক্ষীরা
১৭	দফতর সম্পাদক	হেদায়াতুল্লাহ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ
১৮	পাঠাগার সম্পাদক	মশিউর রহমান	সাতক্ষীরা

জেলা দায়িত্বশীলদের তথ্য

ক্র. ন.	জেলার নাম	সভাপতি/আহ্বায়ক/ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	মোবাইল	সাধারণ সম্পাদক/ যুগ্ম আহ্বায়ক	মোবাইল
১	ঠাকুরগাঁও	মুহা: দেলওয়ার	০১৭১৭-৮১৭৭৫০	মুহা. মাসউদ রেজা	০১৭৭৯-৮৮১৫৫৭
২	দিনাজপুর	মুহা: মাহমুদুল হাসান	০১৭১৩-২২৩৩৭৯	ইকবাল হোসাইন	০১৭৮৬-২৯২০৪৫
৩	জয়পুরহাট	মুহা: মশিউর রহমান	০১৭২৪-২১০৭২৫	মুহা: শাখাওয়াত হোসেন	০১৭২৮-২৫৫০১৫
৪	পঞ্চগড়	তানযীমুল বারী (আহ:)	০১৬৮২-৩৩৮৫৬২	মুহা: মহসিন হোসেন (যু.আ:)	০১৭৫০-৫৮০৭৩৯
৫	জামালপুর	মুহা: জামালউদ্দিন সালাফী	০১৭১৪-৫১৯৮০৮	রফিকুল ইসলাম	০১৭২৭-৮৭৩০৫৪
৬	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	আকবর আলী	০১৭২৮-১৬১৭৮২	মুহা: শাইখ মাহবুবুর রহমান	০১৭৭৪-৬৪৯১৩১
৭	রাজশাহী	মুহা: আ. আহাদ	০১৭৩৭- ৭৭৮৪২১	শরিফুল ইসলাম	০১৭৬৭-০৯৭৭৬২
৮	নওগাঁ পশ্চিম	আব্দুর রহিম	০১৭৩৬-৬২৯৬১৮	আব্দুল বাকী	০১৭৩৩-২৮৪৭৭৪
৯	নাটোর	মুহা. আব্দুল মোতাকাব্বির	০১৭১৫-৩৭৮৪৩৪	বাহারুল ইসলাম	০১৭৩০-২০৮৩৮৬
১০	টাঙ্গাইল	মুহা. লিয়াকুত আলী		মুহা: রায়হান কবির	০১৯২০-৬০৯৬৮৫
১১	রংপুর	মুহা: এমদাদুল হক	০১৩০৭-৩২৩০৯৬	জনাব জুলকান নইম	
১২	নীলফামারী	মুহা: আহমাদুল্লাহ(আহ:)	০১৭৩৫-৮৩০৪২৫	মুহা: শামসুল আলম(যগ্ম.আহ:)	০১৭১২-৬৫৫৬৪৯
১৩	গাইবান্ধা	মতিউর রহমান	০১৭৩৫-৯৬৩৮৩১	এ এম রায়হানুল ইসলাম	০১৯১০-২৮০৫৭১
১৪	কুড়িগ্রাম	মুহা: সানোয়ার	০১৭২০-৯৮৪১৫২	মুহা: অব্দুল্লাহ আল- ফারুক	০১৭৪৯-৩০৪৫৬৩
১৫	ময়মনসিংহ	মুহা: হাফিজুর রহমান	০১৭৫৪-০৪৬৬১৬	মুহা: শফিফুল ইসলাম	০১৭৪১-৬৪৮০৭৯
১৬	পাবনা	মুহা: শাইখ আতিকুর	০১৭২৪-৫০২৯৬৭	মুহা: ইমরান হোসেন	০১৭৩৮-৭৯০৭৯২
১৭	সিরাজগঞ্জ	মুহা: শরিফুল ইসলাম	০১৭৮৮-১৩০১০১	মুহা: কামরুল হাসান	০১৭৬২-১৬৪৬৩৯
১৮	বগুড়া	মাও. নাজির আহমাদ	০১৭২৫-২৬৯৭৬৩	শাইখ নুরুল ইসলাম	০১৭৩৪-১৪০২৯৭

১৯	মেহেরপুর	মুহা. মুস্তাফিজুর রহমান	০১৭১৮-৪৫২৬২২	মুহা. আব্দুস সালাম	০১৯৭৯-৯৩৭৪৯৪
২০	ঝিনাইদহ	মুহা: মাহমুদুর রহমান	০১৭৭১-১৯৬৫৯৪	মুহা: এহসানুল্লাহ	০১৭৬২-৮৬৮৭৪৭
২১	সাতক্ষীরা	মুহা: আসাদুল্লাহ গালিব	০১৯১১-৮১৮৪৩৩	মুহা: হাবিবুল্লাহ	০১৭২৮-৫৮৮৯৯৩
২২	খুলনা	মুহা. তাজিবুল ইসলাম	০১৬৫০-১৬১০৭৩	মুহা: মাসউদুর রহমান	০১৯৪০-৫২৯৯৩
২৩	যশোর	মুহা: শাইখুল ইসলাম	০১৭৩১-৫৪৬১৪৮	মুহা: হুমায়ুন কবীর	০১৭১০-৭৮৭৮৬৮
২৪	বাগেরহাট	মুহা:শফিকুল ইসলাম	০১৯২৩-৯৭০৪০২	মুহা: রায়হান উদ্দীন	০১৯৯৩-৬৮৯৫৯০
২৫	কুষ্টিয়া -ই: বি:	মুহা: আতিকুল হক	০১৮৫৭-৭৮১৭৪৭	হা: রিয়াজুল ইসলাম	০১৭৯৭-০০৪৮১১
২৬	কুষ্টিয়া	মুহা: তুহিন হোসেন	০১৭২২-২২৫৫৮০	হা: রিয়াজুল ইসলাম	০১৭৯৭-০০৪৮১১
২৭	নরসিংদী	মুহা: মাসউদুর রহমান	০১৯২৪-৮৮২৭২৫	মুহা: আব্দুল ওয়াদুদ	০১৯৮৬-৭৮৫৮৪৯
২৮	কিশোরগঞ্জ	মুহা: শামিম আহমেদ	০১৯৪৪-৯২৯০৬০	মুহা: মুকার্‌রম হোসেন	০১৭৬১- ৫৫৮১৯৭
২৯	ঢাকা	মুহা: আব্দুর রউফ	০১৭২৯-৩১৪১৫৪	মুহা: মামুন	০১৯৮৫-২০৪৮৬৬
৩০	নারায়ণগঞ্জ দ.	মুহা: মুজিবুর রহমান	০১৯১৮-৫২০৩৭৫	মুহা: মাহবুবুল আলম	০১৯১১-৯১৭৯৮৪
৩১	নারায়ণগঞ্জ উ.	মুহা: আলিমুল্লাহ (কাঞ্চন)	০১৭২৬-৩৩৩৪৮৫	আব্দুর রহমান মাদানি	০১৯২৫-০৬২০৫০
৩২	সিলেট	মুহা:সাইফুল ইসলাম	০১৭৩০-৬৫৬৫০১	মুহা: সালমান শাহ	০১৭৩৬-৩৮৪৭২৯
৩৩	কুমিল্লা	মুহা: আতিক চৌধুরী	০১৭৬২-২১১৪০৮	মুহা: আব্দুস সবুর	০১৮১৯-৫০৭৮৫৪
৩৪	লালমনিরহাট	হাসান আলী	০১৭৭৩-৬৫০৫৮২	মুহা: আশরাফুল ইসলাম	০১৭২৫- ৬২১৯১৮
৩৫	মুন্সিগঞ্জ	মর্তুজা হোসাইন (আহ:)	০১৯১৪-২২৬৫৬২	রিফাত আহমাদ দীপ্ত (যু.আ:)	০১৭৬০-৭৩১৫৫৯
৩৬	ঢাকা মহানগর দক্ষিণ	হা: ওয়াসিম সজিব	০১৯১১- ৯৬৭৯৮৬	হা: আশিক বিন আশরাফ	০১৭৪১-৫৩০১৭৪
৩৭	যাত্রাবাড়ী	মুহা: তাকীউদ্দীন	০১৭৪১-৬৯২০৮৫	মুহা: আশরাফুল ইসলাম	০১৭৩০-৬৮৩০৬২
৩৮	মাদরাসা দারুস সুন্নাহ	শাইখ তানযীল আহমাদ	০১৭৪৮-৭৬৭৯২৫	মুহা: শুয়াইব বিন আহমাদ	০১৭৩৩-৪৭৪৪৪১
৩৯	মাদরাসাতুল হাদীস	শাইখ আব্দুল্লাহ মাহমুদ	০১৭৪১-০৩৭৮৯১	মুহা: ইসমাইল হোসেন	০১৮৮২-৫৯৩৭৪৭
৪০	দারুল হা: সালাফীয়া	মো: মোফাসসির		মো: সাইফুল্লাহ	
৪১	দোলেশ্বর মাদরাসা	শাইখ মুহা: নাজিবুল্লাহ	০১৭৪৪-৩২১৬৫৪	হা: মুহা: আশিক সাঈদ	০১৭৭১- ২৬৭৭০৪
৪২	গাজীপুর	মুহা. নাঈম বিন হনিফ	০১৩০৩-৭৯৫৮৭৪	জনাব জামাল উদ্দিন	০১৯২৮-৪৮৬০৩২
৪৩	শেরপুর	মুহা: হাসান জোবায়ের	০১৭৭০-৬১১৩৯০	আ.ব.ম সাইফুল ইসলাম	০১৭৩২-৫৭৯৭৭৫
৪৪	মাদারীপুর	মুহা: আব্দুর রহমান	০১৯১২-০৪৫৫৪৬	মোঃ খালেদ হাসান	০১৯৪০-৮২৮৪৭২

স্মৃতিচারণ

উপমহাদেশের খ্যাতিমান মনীষী ও অনন্য ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী রহ.

প্রফেসর এ কে এম শামসুল আলম
সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

তিনি আমার সরাসরি শিক্ষক ছিলেন না, তবুও তাঁর কাছ থেকে যা শিখেছি প্রাইমারি থেকে ভার্সিটি পর্যন্ত কোনো ক্লাসরুমে শিক্ষকের কাছে তা পাই নি। সুতরাং তিনি ছিলেন আমার জীবনে একজন অন্যতম সেরা দরদী প্রশিক্ষক। আমি ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখে রাবির ভাষা বিভাগে আরবির প্রভাষক হিসেবে যোগদান করি, এরপর থেকেই স্যারের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়। তখন তিনি ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সিনিয়র প্রফেসর। তাঁর বাসভবনে আসর থেকে এশা পর্যন্ত সমমনা শিক্ষকদের নিয়মিত আসর বসতো, সিনিয়র জুনিয়র সবাই থাকতেন, তাঁর নিজের বিভাগ সহ বিভিন্ন অনুষদের শিক্ষক, কর্মচারী থাকতেন, আরবি বিভাগের ড. আফতাব আহমদ রহমানী এবং জনাব মমতাযুদদীন এই দুই জন বৈঠক শেষ না হওয়া পর্যন্ত থাকতেন। আমি ঐ সময় (১৯৭৬-৭৯ খ্রি.) হাবিবুর রহমান হলের আবাসিক শিক্ষক ছিলাম। তাই, হলে ছাত্রদের দেখা-শুনার দায়িত্ব পালনের অযুহাতে প্রায়দিনই বাদ মাগরিব আর থাকতে পারতাম না। মাত্র ছয়মাসের মধ্যেই আমি স্যারের গুডবুকে চলে আসি। আর এটার পেছনে মূল কারিগর ছিলেন ড. আফতাব আহমদ রহমানী স্যার। আল্লাহ তাঁদের সবাইকে জান্নাতবাসী করুন। এরপর থেকে অধিকাংশ সফরে, কনফারেন্সে আমি তার সফরসঙ্গী (১৯৭১ খ্রি. পর্যন্ত) হওয়ার গৌরব অর্জন করি। ১৯৭৭ সালে তিনি প্রথম রাবির ভিসি হন। যদিও ১৯৭১ সালে পাকিস্তান আমলে তিনি প্রথম ভিসি হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।

স্যারের বাসায় যারা আসতেন প্রায়দিনই আমরা চা নাস্তা করতাম এবং তিনি নিজহাতে মেহমানদের চা বিস্কুট পরিবেশন করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। এই অনির্ধারিত বৈঠকগুলোর কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তু থাকত না, অধিকাংশ সময় আমরা শুনতাম আর তিনি বলে যেতেন, মনে হত একজন কথাশিল্পির মুখ থেকে মুক্তা ঝরছে। অভিজ্ঞতাপূর্ণ একটি জীবনের কাহিনী, সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছিল শ্রোতাদের উপজীব্য। একবার তিনি আমাকে দিনাজপুরগামী উত্তরা ট্রেনে দুটো টিকিট কেনার জন্য টাকা দিলেন, আমি প্রথম শ্রেণীর দুটো টিকিট সংগ্রহ করে নির্ধারিত দিন ও সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ষ্টেশনে উপস্থিত হলাম। স্যার শেষ মুহূর্তে এসে আমার কাছে প্রথম শ্রেণীর টিকেট দেখে হতবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ধূলো খেতে খেতে কি পার্বতীপুরে যাওয়া সম্ভব! এসি টিকিট পাওনি? ১৯৭৫/৭৬ সালে আমার জানা ছিলনা, ট্রেনেও এসি বগি থাকে! যাই হোক, আমি ভুল করলেও স্যার এসি বগিতেই আরোহণ করলেন এবং টিটি ডেকে টিকিটগুলো এসিতে কনভার্ট করিয়ে নিলেন। সেদিন স্যারের সফরসঙ্গী হিসেবে আমার জীবনে প্রথম এসি উপভোগ। বগিটিতে অন্য কোনো যাত্রি না থাকায় তিনি খুব স্বাভাবিকভাবে তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছিলেন। শৈশবের দূরন্তপনা, পাখির বাচ্চা ধরে বেঁধে রাখা, অতঃপর তাঁর চাচাজী প্রসঙ্গ, পাখি ধরে বেঁধে রাখার শাস্তি, চাচাজি মরহুমের নিকট তাজবীদ শেখার কাহিনী, এক পর্যায়ে পরনের পাঞ্জাবি ও গেঞ্জি খুলে অশ্রু সিক্ত নয়নে আমাকে

দেখালেন পিঠের উপর চাচাজির কাঠের খড়মের সুস্পষ্ট ছাপ। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবার বলতে থাকলেন......

সব কথা লেখা সম্ভব নয়, আবার লিখলেও কয়েক খণ্ডের দাস্তান তৈরি হবে। শিশু অবস্থায় স্যারের যখন আনুষ্ঠানিক পড়া লেখা শুরু হয়, তাঁকে কোন্ শিক্ষা দেয়া হবে এ নিয়ে তাঁর বাবা (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ, পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি, পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য মাওলানা আব্দুল্লাহেল বাকী, ১৮৮৬-১৯৫২) এবং চাচাজির (আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী) মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। বাবা নিউ স্কীমের পক্ষে, কিন্তু চাচাজি ওল্ড স্কীম পড়িয়ে কোলকাতা আলীয়া থেকে কামিল পাশের পক্ষে ছিলেন, অতঃপর বড়মামার কাছে পরামর্শ চাওয়া হল, বড়মামা মীর আব্দুস সালাম সাহেব নওগাঁ হাই মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ড, তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী সেখানে মামার বাসায় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় স্ট্যান্ড করেন।

আই এ তে ইসলামিয়া কলেজ ঢাকা থেকে ২য় স্থান অর্জন। আই এ পড়ার সময় বড় দুলাভাই এর বাসা থেকে লেখা পড়া শুরু হলেও তিনি বদলী হয়ে রাজশাহী চলে গেলে স্যার জিনজীরায় লজিং থেকে পড়াশোনা করেন।

আমি আশি সালে সৌদিতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত স্যারের সাথ ৫/৬ বছর বেশ কিছু সফরে সফরসঙ্গী হিসেবে থাকার সুযোগ

হয়েছে, তাঁর মৃত্যুর পর পরই আরাফাত পত্রিকার দুটো সংখ্যা বের হয়েছিল, আগ্রহীরা ঐ সংখ্যাগুলো দেখতে পারেন।

১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ, মক্কার বাসায় বসে ছিলাম, হঠাৎ দরজায় কলিং বেল বেজে উঠলো, দরজা খুলে হতবাক, মনে হচ্ছে স্বপ্ন দেখছি। প্রিয় আব্দুল বারী স্যার। তিনি এহরাম অবস্থায় ছিলেন, চা পানি খেয়ে রাতেই তিনি উমরাহ পালন করতে গেলেন। তিনি চলে যাওয়ার পরপরই জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে ফোন করে এক ভদ্রলোক জানতে চাইলেন, আপনার বাসায় কি ড. আব্দুল বারী স্যার আছেন? আমি বললাম, তিনি তো ব্যাগ রেখে উমরাহ করতে গেছেন, তখন তিনি জানালেন, দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে আমাদের জানান হয়েছে যে, ড. আব্দুল বারী রাষ্ট্রীয় সফরে একটি কনফারেন্সে যোগদান করতে সৌদি আরব যাচ্ছেন, তাঁকে বিমান বন্দরে রিসিভ করে মক্কাস্থ মক্কা হোটেলে রাখা এবং দেখা- শোনার দায়িত্ব দূতাবাসের। আমরা তো স্যারকে এয়ারপোর্টে খুঁজে পাইনি, মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রফেসর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন স্যারকে এ বিষয়টি জানালে তিনি আপনার ফোন নাম্বার দিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে বললেন। তখন মক্কা হোটেলে একরাতের বিল ছিল পাঁচশত রিয়াল (১৯৮৪ সাল)। স্যার উমরাহ পালন শেষে আমার বাসায় আসলে বললাম। তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন, মক্কায় আমার এক ছোট ভাই থাকে, আমি এখানে থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছি, হোটেলের রিজার্ভেশন ক্যান্সেল করে দিন। এটা ছিল মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত একটি আন্তর্জাতিক বিশাল কনফারেন্স, মুসলিম বিশ্বের খ্যাতিমান স্কলারদের মিলনমেলা, কনফারেন্স ১৯৮৪। সম্মেলনে স্যারের জন্য নির্ধারিত বিষয় ছিল: ‘আল্লাহর পথে আহ্বানের গুরুত্ব ও দাঈর চরিত্র’। আমাদের রাখা হয়েছিল হোটেল আল নাখিলে। আমার অবস্থান ও উপস্থিতি ছিল স্যারের দোভাষী হিসেবে।

এই সম্মেলনে আমার উপস্থিত থাকা ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, কেননা ঐ সময় আমার গৃহিনী ছিল সন্তানসম্ভবা, কয়েক দিন পর দশ ফেব্রুয়ারি ছিল টেনটেটিভ ডেলিভারি ডেট। স্যার আমাকে ছাড়া কিছুতেই মদীনা যাবেন না, সম্পূর্ণ

আল্লাহর উপর ভরসা করে রওয়ানা হলাম, বাসায় জেদ্দা রেডিওর প্রধান মালেক ভাইয়ের মেয়ে রানুকে এসে থাকতে বললাম। উল্লেখ্য, ঐ সময় মদীনায় বাংলাদেশী ছাত্র কারা ছিলেন বিস্তারিত মনে নেই, তবে ত্রিশালের বর্তমান এমপি হাফেজ মুহাম্মদ রুহুল আমিন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, তিনি স্যারের জন্য কিছু গিফট (কাশ্মীরী শাল) দিয়েছিলেন, সেকথা এখনও ভুলি নি। ঐ সময় বক্তাদের কাতারে পাকিস্তানের বাগ্মী ইহসান ইলাহী যহীরও ছিলেন। নির্ধারিত দিনে স্যারের বক্তব্য পেশ হলে রীতি অনুযায়ী প্রশ্ন উত্তর পর্ব শুরু হয়।

আরব মাশায়েখদের উষ্ণ আতিথেয়তা চিরদিন মনে থাকবে। মদীনা টিভির মহাপরিচালক স্যারের আলোচনায় এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তাঁকে সাথে নিয়ে টিভি ভবনের বিভিন্ন দিক ঘুরে ঘুরে দেখান এবং সৌদি টিভির চ্যানেল -২ এ প্রচারের জন্য ইংরেজি ভাষায় দশ মিনিটের একটি বক্তব্য রেকর্ড করার অনুরোধ করেন, তিনি এক্সটেম্পর 'আমর বিল মারুফ ওয়ান্নাহি আনিল মুনকার' শিরোনামে দশ-বারো মিনিটের একটি ইংরেজি বক্তব্য প্রদান করেন। মহাপরিচালক আরো একটি বক্তব্য রেকর্ডিং এর অনুরোধ জানান, কিন্তু তিনি ইংরেজি ভাষায় হাসতে হাসতে বলে উঠেন:

'এটি আমার পেশা নয়, নেশাও নয়।' এরপর তিনি উঠে আসলেন, একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা একটি ফরম পূরণ করার অনুরোধ জানালে তিনি পাল্টা জিজ্ঞেস করেন কেন? তিনি জানান পারিশ্রমিক হিসেবে আমরা কিছু দিব তাই ...স্যার জবাব দিলেন 'আই নিড নট'। এসব দেখে আমার দৃঢ়প্রত্যয় জন্মেছে, যিনি দুনিয়ার মুখে লাথি দিতে পারেন, দুনিয়ার যশ খ্যাতি অর্থ- বিত্ত- বৈভব সবই তাঁর কাছে এসে ভিড় জমায়। আমরা হোটেলে এসে দুপুরের খাওয়া শেষে বিশ্রাম করছিলাম এমন সময়ে টিভির সম্মানী বাবদ ২৫০ রিয়াল একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এসে দিয়ে গেলেন। ফরম টরমে আর স্বাক্ষর করতে হয়নি।

রাতে আমাদের দাওয়াত ছিল কোবা মসজিদের তৎকালীন সম্মানিত ইমাম ও খতিব শাইখ আলী মুশরিফের বাসায়। এখানে আমরা দুজনই মেহমান, কোবা মসজিদ সংলগ্ন সরকারি কোয়ার্টারে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো, ইমাম সাহেব আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন, এরপর সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে এক এক করে উপস্থিত হলেন ইমাম সাহেবের কয়েকজন জামাই, মুহুর্তের মধ্যে এসে উপস্থিত হন ২০/২৫ জন বেদুইন শাইখ, এদের পরিচয় জেনে চমৎকৃত হলাম। এরা প্রত্যেকেই ট্রাইবাল হেড বা গোত্র প্রধান। এরা এসেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সংখ্যক সালাফীদের সংগঠন জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতা ড. আব্দুল বারী স্যারকে সম্মান জানাতে। কথা বলার সময় লক্ষ্য করলাম, তারা সকলেই স্যারের বহুমুখী প্রতিভার কথা উল্লেখ করে কাসীদা পাঠের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন। আর এজন্য আলী মুশরিফ সাহেবের ভূমিকাই ছিল মুখ্য, তাঁর বহু দিনের পরিশ্রমের ফল। উল্লেখ্য, আলী মুশরিফ ছিলেন মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং মদীনা অঞ্চলের সালাফীদের প্রধান। আমরা পরদিন মক্কা মুকাররমায় ফিরে আসি। কারণ আমার বাসায় কখন কি অবস্থা হয়, স্যার নিজেই বার বার ফেরার তাগিদ দিচ্ছিলেন। সম্ভবত বুধবার সন্ধ্যায় ফিরে পরদিনই তাঁর এক ইঞ্জিনিয়ার ভাগ্নের সাথে দেখা করতে রিয়াদ যান এবং শুক্রবার সকাল দশটায় আমাদের প্রবাস জীবনে প্রথম এক পুত্র-সন্তানের আগমন ঘটে। আমরা আগে থেকেই মনে মনে নাম ঠিক করে রেখেছিলাম। মাহমূদ । আমাদের চতুর্থ সন্তান এবং তৃতীয়পুত্র। ১৯৮৬ সালে দেশে ফিরে জমঈয়তের সব মিটিংয়েই বিশেষ আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে উপস্থিত থাকতাম। ১৯৮৯ সালে শুব্বান শাখার পরিচালক, ১৯৯২ এর কনফারেন্সে আমার উপর সেক্রেটারি জেনারেল এর দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৯৯ এর কনফারেন্সে সহ-সভাপতির দায়িত্ব পাই এবং স্যারের আকস্মিক মৃত্যুর পর আমার উপর অর্পিত হয়

সভাপতির গুরু দায়িত্ব।

১৯৮৮ সাল থেকে স্যারের জীবদ্দশায় বহুবার বিদেশ ভ্রমণ করতে হয়েছে। দিল্লি শ্রীলঙ্কা- করাচী- লাহোর- ইসলামাবাদ এবং তুরস্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একাডেমিক পেপার পেশ করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু মিসর গিয়েছি রিসার্চের জন্য। তখন সম্ভবত ১৯৯৭ সাল। স্যার সহ রিয়াদ যাই। রিয়াদের শরীফ সাহেব এবং অন্যান্যরা আমাদের জন্য মধ্যম মানের একটি হোটেল ঠিক করে রেখেছিলেন, সেখানে গিয়ে স্যারের সেই হোটেল পছন্দ না হওয়ায় তিনি আরো উন্নত মানের হোটেলে উঠেন। দু'একদিনের মধ্যে বুঝতে পারলাম কেন তিনি ভালো মানের হোটেল খুঁজেন! মন্ত্রী ও বিচারপতি লেবেলের মানুষজন স্যারের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। তখন রমাযান মাস। মধ্যরাত। আমাদের কাছে সৌদি মাশায়েখরা আসলেন এবং স্যারের সাথে কি যেন বললেন, অতঃপর হাইফাই জীপে চড়ে আমরা শহরের বাইরে মরুভূমির বুক চিরে অজানা পথ ধরে ঘন্টা দেড়েক চলার পর মনে হল এক বাগান বাড়িতে আসলাম ।আমাদের এমন এক হল রুমে রাখা হলো যেখানে একশো লোক বসতে পারবেন। বিশাল এবং দামী কার্পেট বিছানো, দেয়ালের পাশ দিয়ে সোফা আর সোফা। কিছুক্ষণ পর অনুষ্ঠিত হয় বেদুইনদের কাসীদা টাইপের লোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অতঃপর এক বেদুইন ড. আব্দুল বারী স্যারের বাপ চাচা ও দাদার ত্যাগের ইতিহাস বললেন আর এ সবই হচ্ছে কাসীদা টাইপের কবিতা দিয়ে। এতক্ষণ নিভু নিভু লাইট ছিল, হঠাৎ লাইট স্বাভাবিক হয়ে গেল। এবার পরিচিতি পর্ব শুরু। ইতোমধ্যে সবার শরীরের পোষাক যেন সভ্য সমাজের পোষাক, একটু আগে ও ছিল বেদুঈন মার্কা। হাতে ছিল দফ।

পরিচিতি পর্বে বুঝলাম রাজধানী রিয়াদের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা এমনকি কেউ কেউ বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বড় বড় অফিসার। স্যার ভাবছিলেন, আমি এ অনুষ্ঠানের অধিকাংশকেই চিনি আর আমি ভাবছি স্যারই জানেন। আমি পরে বিস্তারিত জেনে নিব। এরপর ঘন্টা ব্যাপী সাহরী খাওয়ার পর্ব চলতে থাকে। আস্ত একটা উট এবং চার পাঁচটা মিন্ডি বা দেশি খাসী, আর খেজুর ও আটার তৈরি হরেক রকমের পিঠা। এই ছিল আরব বেদুইনদের চোখে ড. মুহাম্মদ আবদুল বারীর সম্মান। আমরা ফজরের কিছু পরেই হোটেলে ফিরে আসি।

১৯৯৯ সালের রমাযানের শেষ দশক মাসজিদুল হারামের পবিত্র অঙ্গনে কাটাব এ উদ্দেশ্যে স্যার সহ মক্কা মুকাররমায় গেলাম। মক্কায় তখন শাইখ মামুন থাকতেন, তাঁর ও তাঁর অফিসের ডাইরেক্টর আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। মাসজিদুল হারামে ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের পর স্যার দেশে ফিরেন, কিন্তু আমি মিসর যাওয়ার উদ্দেশ্যে কয়েকদিন জেদ্দায় অবস্থান করে সম্ভবত ৩/৪ জানুয়ারি মিসর যাই। এবং নতুন সহস্রাব্দের উল্লাস উদযাপনে মিসরীয়দের কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে পড়ি। যেহেতু আমি আরবি সাহিত্যের একজন নগন্য ছাত্র, মিসর না দেখলে সত্যিই অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত থাকতাম। নীল নদকে ফেরআউন কেন বলেছিল هذه الأنهار تجري من تحتي মিসর না গিয়ে বিষয়টি হয়তো বুঝতে পারতাম না। ময়দানে তাহরীর কায়রোর জিরো পয়েন্ট। সেখান থেকে বাস ট্রেনে যে দিকেই যাবেন আপনাকে একাধিকবার এই নীল নদ অতিক্রম করতেই হবে। গোটা শহরে আঁকাবাঁকাভাবে বিছিয়ে রয়েছে নদী। পানির একটি পাতাও যেন পানিতে পড়তে না পারে, সেজন্য সবাই পানি নির্মল রাখতে যত্নবান। আরবি সাহিত্যের সেরা সাহিত্যিকদের সাথে প্রায় দু'সপ্তাহ থেকে ফিরে আসি। সঙ্গে নিয়ে আসি আরবি সাহিত্যের সেরা কিছু গ্রন্থাদি। এগুলোই এখন আমার অবসর জীবনে সেরা সাথী ও অকৃত্রিম বন্ধু।

শুব্বানের স্মৃতিবিজড়িত বংশাল বড় জামে মাসজিদ

অধ্যক্ষ শাইখ গোলাম কিবরিয়া নূরী
সাবেক আহবায়ক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক একটি তাওহীদবাদী এবং কুফর, শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে আপোষহীন দ্বীনী সংগঠন। এর প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ হলেন রাহবারেমিল্লাত, প্রথিতযশা আলিম, সুসাহিত্যিক, গবেষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ.। দেশ ও বিদেশে অবস্থানরত আহলে হাদীসগণ সংগঠনের আলোয় যখন আলোকিত তখন সংগঠনের ভেতরে বর্ণচোরা কিছু উচ্চা ভিলাষী ব্যক্তির কুটকৌশলের আঘাতে ক্ষত বিক্ষত হয়এই দ্বীনী সংগঠনটি। ঠিক সেই মূহুর্তে আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আদর্শ নেতা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের আজীবন সফল সভাপতি প্রফেসর ড. আল্লামা আব্দুল বারী উপলব্ধি করতে পেরে জমঈয়তের ভবিষ্যৎ যোগ্য ও দক্ষ কর্মী বাহিনী এবং আদর্শ নেতৃত্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে আহলে হাদীসের প্রাণকেন্দ্র রাজধানী ঢাকার বংশাল বড় মাসজিদের দ্বিতীয় তলায় ১৯৮৯ সালের ২৮শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে শুব্বানে আহলে হাদীসের আহবায়ক কমিটি গঠন করেন। ঐহ্যিবাহী ঢাকার বংশালের ভাইদের আন্তরিক আতিথেয়তায় ও আর্থিকসহ সার্বিক সহযোগিতায় যারা উপস্থিত থেকে শুব্বানের শুভ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট আলেমে দীন রিজালশাস্ত্রবিদ শাইখ আবু মোহাম্মদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী, শাইখ মোহাম্মদ আলী সিলেটি, এ্যাড. মো. আমেনউদ্দীন, আলহাজ্জ আব্দুল ওহাব, আলহাজ্জ মোহাম্মদ হোসেন, হাজী সিরাজুল ইসলাম, প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম, প্রফেসর মো. ইলিয়াস আলী, প্রফেসর মো. মোবারক আলী, প্রফেসর আব্দুল গণি, শায়খ জিল্লুল বাসেত, বিশিষ্ট বাগ্মী সাহিত্যিক বংশাল মসজিদের খতীব শাইখ আবু তাহের বর্ধমানী, মীর আব্দুল ওয়াহাব লাবীব, কেন্দ্রীয় জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ ও প্রত্যেক জেলার দায়িত্বশীল প্রমুখ। বিদেশীদের মধ্যে সৌদি রাষ্ট্রদূত শাইখ আব্দুল লতীফ আল মায়মানী ও কুয়েত দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি হাসান বদর আল এক্কাবসহ ১১ জন বিদেশি মেহমান ও অসংখ্য গণ্যমান্য বক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। যশোর জেলার কেশবপুর থানার মো. মুনিরুল ইসলামকে আহবায়ক ও রাজশাহীর গোলাম কিবরিয়া নূরীকে যুগ্ম আহয়ায়ক করে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশের ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

পরবর্তীতে ড. বারী স্যারের নির্দেশনায় গোলাম কিবরিয়া নূরীকে আহবায়ক করা হয়।

সেই সময় হতে অদ্যাবধি দেশ ও বিদেশে দুর্বার গতিতে শুব্বানের কর্মতৎপরতা চলমান। তখন কেন্দ্রীয় কমিটিতে ঢাকা থেকে যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম আলহাজ্জ আবু তালেব (বাংলাদুয়ার), আলহাজ্জ আব্দুল হাই (বংশাল), হাফেয মো. আকিল (নাজিরা বাজার), শাইখ মো. রফিকুল ইসলাম মাদানী ও শাইখ

মো. ইবরাহিম বিন আব্দুল হালিম আল মাদানী, (মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া) এর নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীতে আরো দুইবার বংশাল বড় মসজিদে শুব্বানের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও কর্মী সম্মেলন, প্রশিক্ষণ কর্মশালাসহ শুব্বানের অসংখ্য প্রোগ্রাম ঐতিহ্যবাহী এই মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। আগামীতে পুরান ঢাকার প্রাণ পুরুষ ও পঞ্চায়েতের সরদার জনাব আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন সহ ঢাকাবাসীদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগীতায় শুব্বানের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে ইন শা আল্লাহ।

তরুণরাই মুসলিম জাতির শ্রেষ্ঠ সম্পদ

তারুণ্য যেকোনো জাতির অমূল্য সম্পদ। তারুণ্যের দৃঢ় মনোবল, অপরিসীম সাহস ও কাজ করার দক্ষ মানসিকতাই পারে একটা জাতিকে চেঞ্জ করে দিতে। সভ্যতার উত্থান-পতনের বড় অংশই এসেছে তারুণ্যের হাত ধরে। তারুণ্যই সংস্কৃতি ও সভ্যতার উন্নয়নের মূল কারিগর। অফুরন্ত প্রাণশক্তি আর সৃষ্টির উন্মাদনাই তারুণ্যের গৌরব। বদ্ধ কুঠিরের দুয়ার চূর্ণ করে আলোকিত সমাজ উপহার দেয়াই এর লক্ষ্য। তাই ইতিহাস গৌরবান্বিত হয়েছে সভ্যতার বাঁকে বাঁকে তারুণ্যের সাহসী ও বলিষ্ঠ পদচারণায়। ইসলাম তারুণ্যের শক্তি ও সাহসিকতায় যুক্ত করেছে এক নতুন সত্যের অনির্বাণ। মুসলিম তারুণ্যের মুখর পদচারণাতেই সম্ভব হয়েছে ইউরোপের বুকচিরে ইসলামের মশালকে তার মঞ্জিলে পৌঁছে দিতে।

আল কোরআনেও গাওয়া হয়েছে এই তারুণ্যের জয়গান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, আল্লাহ, তিনি দুর্বল

(শিশু) অবস্থায় তোমাদের সৃষ্টি করেন অতঃপর দুর্বলতার পর শক্তিদান (যৌবন) করেন, অতঃপর শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য।”

যুগে যুগে তরুণদের অবদান

হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যখন মূর্তি পূঁজার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে পাষণ্ড নমরুদের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তখন তিনিও ছিলেন তরুণ। হযরত ইউসুফ আলাইহি সালাম যখন কারাগারে বন্দী ছিলেন তখন তিনিও ছিলেন চির তরুণ। হযরত ইউনুস আলাইহিস সালামকে যখন সমুদ্রের মাছ গিলে ফেলে তখনও তিনি একজন তরুণ । তাই আমাদের তরুণদেরকেও হতাশাকে বন্ধ করতে হবে। আশাকে, জাগিয়ে রাখতে হবে। চিন্তাকে আরো প্রখর করে তুলতে হবে। ‘ধৈর্যের সফলতা নিশ্চিত’ এই তত্ত্বের ওপর পূর্ণ আস্থাই খুলে দিতে পারে তারুণ্যের সম্ভাবনার দুয়ার।

আসহাবে কাহাফের কয়েকজন তরুণের জীবন্ত কাহিনী তো আমাদের সকলের জানা। তাদের ছিলো উচ্চ মনোবল, পর্বতের মত সাহস, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ।

আল্লাহ তায়ালা তাদের ব্যাপারে আল কোরআনে বলেন, “হে নবী! আপনার কাছে আমি তাদের (আসহাবে কাহাফের) ইতিবৃত্ত সঠিকভাবে বর্ণনা করেছি, তাঁরা ছিল তারা ছিল কয়েকজন তরুণ। তাঁরা তাদের পালনকর্তার প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিল এবং আমি তাদেরকে সৎপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছি।” (সূরা আল কাহাফ, ১৮/১৩)

খায়বার বিজয়ী বীর, শেরে খোদা হযরত আলী রা. যিনি কামূছ দুর্গের লৌহ কপাট উপড়িয়ে ফেলে এক হাতে

নিয়ে এটিকে যুদ্ধের ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, তখন তিনি ও ছিলেন তারুণ্যদীপ্ত যুবক। মুতার যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন খালিদ বিন ওয়ালিদ, তিনিও ছিলেন তরুণ। স্পেন বিজয়ী সেনাপতি তারেক বিন জিয়াদ তিনিও ছিলেন তরুণ। এছাড়াও তরুণ মুহাম্মাদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের গৌরব গাঁথা ইতিহাস কি আমরা ভুলে গিয়েছি? কিভাবে সম্ভব হয়েছে এরকম অসাধ্য কাজগুলোকে তাদের সাধ্য করে তোলার?

সমাপনী কথা

আলহামদুল্লিাহ! পুরো মুসলিম বিশ্বের উপর দিয়ে পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেওয়া ঝড়ের মোকাবেলায় একদল তারুণ্যের আবির্ভাব ঘটেছে, যারা পরিবেশের আলোকে, অবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কাজ করছে। এমনকি আমাদের তরুণ সমাজের বিশাল একটা অংশ ফিরে আসছে সেই অন্ধকারময় নীল আঁচলের ছোঁয়া থেকে। বিশেষ করে বাংলাদেশের তরুণদের মাঝে এক ধরণের হুঁশ ফিরে আসছে মনে হচ্ছে। তারাও এখন দৃঢ় মনোবল ও কঠিন সাহসের সাথে সত্য- সুন্দরের পথচলায় অবতীর্ণ হচ্ছে। এখন প্রয়োজন তরুণদেরকে সাপোর্ট। তাদেরকে আমরা যতটুকু সাপোর্ট করতে পারবো তারা ততই এগিয়ে যাবে সামনের পানে।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তার 'আঠারো বছর বয়স' কবিতায় অনেক সুন্দরভাবে তারুণ্যের মনন জগতকে তুলে ধরেছেন। আঠারোর তারুণ্য যে কতটা শক্তিশালী তার গুণ গেয়েছেন ঠিক এইভাবে,

"আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাঁধা
এ বয়সে কেউ মাথা নেয়াবার নয়
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা "

যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে অগ্রগতির ধারাকে অব্যাহত রাখতে তারুণ্যের ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য তাদেরকে উপযুক্ত জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে যোগ্য হতে হবে। যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি, দুর্বল ও আলস্যতা দূর করে সাহসি হতে হবে। নৈরাশ্য ও হতাশাকে পদদলিত করে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গে সম্মুখ পানে এগিয়ে যেতে হবে দৃঢ় সাহসে।

নেতৃত্ব তৈরী ও সংগঠন পরিচালনা

ড. মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ
সহকারী অধ্যাপক ও বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা,
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
সংযুক্ত: আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, ঢাকা।
সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ।

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস এ দেশের আহলে হাদীস জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র মূল সংগঠন। এর যুব সংগঠন হলো জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে এই দেশের যুব সমাজের মাঝে শিরক ও বিদআতের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা তৈরীতে ও জমঈয়তের নেতৃত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি জমঈয়তের কার্যক্রমকে গতিশীল ও বেগবান করতে বিশেষভাবে অবদান রেখে চলেছে। সমাজ থেকে সর্বপ্রকার শিরক-বিদআত দূরীকরণ, অনৈতিকতা ও অপসংস্কৃতির অপসারণসহ সকল অনৈসলামিক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে এবং দেশের মানুষকে ইসলামের সার্বজনীন ও সুমহান আদর্শের দিকে আহবান জানানোই শুব্বানের কাজ। প্রত্যেক দেশের যুব সমাজ একটি শক্তি; সমাজের উত্থান ও পতনে যুবশক্তির অবদান অনস্বীকার্য। সঠিকভাবে তাদের গড়ে তুলতে পারলে ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক উন্নতির সাথে সাথে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে তারা বিশেষভাবে অবদান রাখতে পারে। জাহেলী সমাজের ঘোর অমানিশার দেয়ালে তৌহিদের বাণী তারা এঁকে দিতে পারে চমৎকারভাবে। এর জন্য প্রয়োজন সঠিকভাবে সংগঠন পরিচালনার জন্য যোগ্যতা সম্পন্ন দক্ষ নেতৃত্ব তৈরী করা। বক্ষমান প্রবন্ধে যোগ্য নেতৃত্ব তৈরী ও গতিশীল সংগঠন পরিচালনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়াবলী আলোচনা করা হলো–

২. আত্ম গঠন

নেতৃত্ব তৈরীর করার আগে নিজেকে তৈরী করতে হয়। আত্মগঠন ছাড়া নেতৃত্ব তৈরী হয় না। আত্মগঠন মানে নিজের ক্যারিয়ার সচেতনতা, নিজেকে যোগ্য ও দক্ষ করে গড়ে তোলা। জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিকল্পিতভাবে সময় ব্যয়। এর দুটি দিক রয়েছে–

২.১ নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ

যে ব্যক্তি নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সে আত্মগঠন করতে পারে। নফসকে Dictate করার মতো শক্তি অর্জন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মন চাইবে অলসতা করতে, মন চাইবে আরাম বলয়ে থাকতে; কিন্তু নিজেকে চেতনার আগুনে জ্বলে উঠে নিজের চাওয়াকে কুরবানী দিতে হবে। অপসংস্কৃতির সয়লাবে ভেসে যেতে ইচ্ছে করবে, নিজেকে কন্ট্রোল করতে শিখতে হবে, জানতে হবে এবং কন্ট্রোল করতে হবে।

২.২ সর্বদা আমলে সালেহে'র মধ্যে থাকা

আলকুরআনে আমলে সালেহ করতে বলা হয়েছে; এটা অর্জন করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অনুভূতি

তীব্র হতে হবে- কোনরূপ লৌকিকতা নয়; বিশেষ টার্গেটে মানুষকে দেখানোর জন্য নয়। কেননা, হাদীসে কিয়ামতের দিন বিচারের জন্য আহুত শহীদ, দাতা ও ক্বারী বা আলেমদের করুণ অবস্থা বিবৃত হয়েছে। তাই আত্মগঠনে আমলে সালেহের কোনো বিকল্প নেই। এই অনবদ্য গুণটি ভেতর থেকে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, শক্তিশালী করে এবং সিদ্ধান্তে অটল ও অবিচল রাখে। ব্যক্তির মানসিক ও আত্মিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে।

২.৩ পাঠ্য পুস্তক

আত্মগঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত হলো– নিজের পাঠ্য বই মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন করা। বিশেষ কোনো অধ্যায় নয়, গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রশ্নাবলী নয়, সিলেবাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গভীর মনযোগ সহকারে শেষ করা। পাঠ্য বইয়ের প্রতি যত্নায়ন ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জনে ও স্তর ভিত্তিক শিক্ষার ধাপে ধাপে নিজেকে যোগ্য করে গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। আত্মগঠনের জন্য এর চেয়ে শক্তিশালী কোনো বিকল্প মাধ্যম নেই।

২.৪ ইসলামী বইপুস্তক

একটি তৌহিদী সংগঠনে নেতৃত্ব প্রদানের পূর্বেই ইসলামের মৌলিক বিধানাবলীর স্বচ্ছ ও সঠিক ধারণা লাভ আবশ্যক। এই জন্য আলকুরআন ও সহীহ হাদীস অধ্যয়নের পাশাপাশি ইসলামী বিভিন্ন বই-পুস্তক অধ্যয়ন অতি প্রয়োজন। এতে জ্ঞানের পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে, টহফবৎংঃধহফরহম ষবাবষবিকশিত হবে। নিজেকে যোগ্য ও অভিজ্ঞ করে গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ক্রিটিক্যালি কোনো বিষয় এ্যানালাইসিস করতে সুবিধা হবে।

২.৫ সমসাময়িক কালের পরিস্থিতি জানা

একজন সচেতন মানুষ হিসেবে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়াবলির ধারণা লাভ বিশেষভাবে প্রয়োজন। এতে সংগঠন পরিচালনা, কর্মী বাহিনীর যত্নায়ন ও পরিচর্যা, বক্তব্য প্রদানের কৌশল ও সতর্কতাসহ সার্বিকভাবে চলার পথকে মসৃণ রাখা যায়। দেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতি দ্বারা আমরা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হই। কখন কোথায় কি হচ্ছে তা গভীরভাবে না জানলেও দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিবর্তন আশার মতো বিষয়াবলী জানা থাকা খুবই দরকার।

২.৬ ভাষাভিত্তিক জ্ঞান

নিজেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে আগামীর জন্য গড়ে তুলতে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ভাষা জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষ করে আরবি, ইংরেজী ও উর্দুসহ শুদ্ধভাবে বাংলা লেখায় পারদর্শী হওয়া আবশ্যক। পৃথিবীতে চলমান ঘঠনা প্রবাহ প্রচারিত হয় ইংরেজী বা আরবিতে। ভালভাবে আরবি না জানলে ধর্মীয় কিতাবাদিতে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ কোনভাবেই সম্ভব নয়। আর ইংরেজিকে আধুনিক এই সমাজে প্রযুক্তির সাথে তুলনা করা হয়। ভাল ইংরেজি না জানলে অধিকাংশ মানুষ তাকে শিক্ষিতও মনে করে না। দক্ষতার সাথে সংগঠন পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ভাষা জ্ঞানের প্রয়োজন রয়েছে। কমপক্ষে অরবি ও ইংরেজি জানা আবশ্যক।

২.৭ যোগ্যতার বিকাশ সাধনে যত্নবান হওয়া

সময় ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর জন্যে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে সাধনার কোনো বিকল্প নেই। কম যোগ্যতা ও মেধা থাকলেও সাধনার মাধ্যমে অনেক কিছু অর্জন করা যায়। জগতে সাধনা ছাড়া কোনো কিছু হয়নি। পৃথিবীর কোনো কিছুই সাধনা ছাড়া হয় না। মানুষের কোনো অর্জনই এমনি এমনি আসে না। সুতরাং, আত্মগঠনে যোগ্যতার বিকাশ সাধনে যত্মবান হওয়া দরকার।

২.৮ সময়ের সঠিক ব্যবহার

সময়ের সমষ্টিই জীবন। একটি শির্কমুক্ত তাওহিদী সমাজ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব প্রদানকারী ব্যক্তির সময়ের সঠিক ব্যবহার করা আবশ্যক। কোনো অবস্থাতেই সময় নষ্ট করা যাবে না। সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়। সময়ের গুরুত্ব বুঝানোর জন্যে আল্লাহ তায়ালা আলকুরআনে সময়ের কসম খেয়েছেন। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর বিখ্যাত ৫টি বিষয়ের পূর্বে ৫ টি জিনিসকে গনিমত মনে করার হাদীসের নির্দেশনা ফলো করা প্রয়োজন।

২.৯ বিশেষ যোগ্যতা অর্জন

ইসলামী গুণাবলীর পাশাপাশি নিজেকে সময়ের অনিবার্য প্রয়োজনে বিভিন্ন এক্সপযহরপধষযোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে প্রস্তুত করে নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে– ১.লেখনি, ২.বাগ্মিতা, ৩. কম্পিউটার, ৪.ড্রাইভিং, ৫.বিভিন্ন ভাষা জ্ঞান ইত্যাদি একজন মানুষকে ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যায়। অন্যের কাছে মূল্যায়িত হওয়ার ক্ষেত্রে এসব কিছু গুরুত্বপূর্ণ ওহফরপধঃড়ৎহিসেবে কাজ করে।

২.১০ মানুষকে দান করার প্রবণতা/জনকল্যাণমূলক কাজে সম্পৃক্ত থাকা

দান মানুষকে সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার মোহ থেকে উদ্ধার করে। ব্যক্তিগতভাবে নিরবে দান আত্মিক পবিত্রতা ও আত্মগঠনে নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এই কারণেই আলকুরআনে ৬টি সিগম্যান্টে (রাতে, দিনে, প্রকাশ্যে, গোপনে, স্বচ্ছল ও অস্বচ্ছল অবস্থায়) দানের নির্দেশনা এসেছে । নিজের জন্যেই দান করার অভ্যাস অন্যের দান গ্রহণের প্রবণতাকে তিরোহিত করে দেয়। সার্বক্ষনিক দান নিজেকে আত্মনির্ভরশীল মানসিকতায় দাঁড় করায়।

২.১১ সমালোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করা

নিজেকে নিরলসভাবে তৈরী করার মানসিকতা থাকলে প্রত্যেক সচেতন মানুষ পরিচর্যার মাধ্যমে নিজের ভুলের কারেকশন নিজেই করে নেয়। সমালোচনা ও পরামর্শ গ্রহণে তার আর কোনো অসুবিধা হয় না। আর সমালোচনা গ্রহণ করার গবহঃধষরঃু শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করে। তাছাড়া পরামর্শ গ্রহণ করলে লোকেরা উৎসাহিত হয়। এ ক্ষেত্রে কারো পরামর্শ খাটো করে দেখা উচিৎ নয়। সামান্য সমালোচনাকে আত্মসংশোধনের মানসিকতা নিয়ে গ্রহণ করা উচিৎ।

২.১২ আত্মসচেতনতা সৃষ্টি

আত্মগঠনের অন্যতম প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গ হলো- নিজের Personality সম্পর্কে সচেতন থাকা। নিজের যোগ্যতার ব্যাপারে স্পষ্ট ওফবধ থাকা। নিজের Capability অনুযায়ী কথা বলা। পরিবেশ বুঝে Option দেওয়া Dictate করা। নিজের কোনো চালচলন, আচার-আচরণ, ভূমিকা অপরের মাঝে কিভাবে গৃহীত হচ্ছে তা মূল্যায়ন করা। নিজের সামর্থের বাহিরে কোনো কিছু প্রত্যাশা না করা।

২.১৩ অন্তর্দৃষ্টি

কোনো বিষয়ের গভীর উপলব্ধির জন্য মনসংযোগ ও অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই। বাতাসে গন্ধ দেখে পরিবেশ আঁচ করা। কোনো কাজের পদক্ষেপ নিলে কি প্রতিক্রিয়া হবে সেই দিকে খেয়াল রাখা।

৩. নেতৃত্ব তৈরীর জন্য প্রয়োজন

নেতৃত্ব প্রতিটি সংগঠনের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নেতৃত্ব শক্তিশালী হলে উত্তরোত্তর সংগঠনের বিকাশ

ঘটবেই। আর দূর্বল নেতৃত্বের কারণে কর্মী বাহিনীর আত্মবিশ্বাস ভঙ্গুর হয়ে যায়, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, ফলে সংগঠন দূর্বল হতে থাকে। নিম্নে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় যোগ্যতাসম্পন্ন নেতৃত্ব গঠনের জন্যে তুলে ধরা হলো–

৩.১ মেধাবী, সাহসী, মৌলিক মানবীয় গুণাবলীসম্পন্ন লোক বাছাই

নতুন নতুন যুব ও ছাত্র যারা সংগঠনে আসবে তাদের মধ্য থেকে মেধাবী, সাহসী ও মৌলিক গুণাবলী সম্পন্নলোক ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের জন্য বাছাই করা প্রয়োজন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমার রাযি. ও আবু জাহেলের হেদায়েতের জন্য দোয়া করেছেন। এ ক্ষেত্রে দায়িত্বে যারা আছেন তাদের অনেক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয়। যে প্রতিষ্ঠানে মেধাবী শিক্ষার্থী বেশী থাকে ঐ প্রতিষ্ঠানে সংগঠন কায়েম করা আবশ্যক। তাহলে এক ঝাঁক মেধাবী ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব তৈরীর জনশক্তি সহজেই পাওয়া যাবে। আমাদের দূর্ভাগ্য মাদ্রাসা আরাবিয়ায় এখনো পুনরায় সংগঠনের কার্যক্রম শুরু করা যায়নি। বিষয়টি সংশ্লিষ্টদের গভীরভাবে ভাবতে হবে।

৩.২ সাহচর্যদান

ব্যক্তিগত ছোহবতই লোক তৈরীর উত্তম পন্থা। নিজের ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা, আমলী জিন্দেগীর প্রভাব দিয়ে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরীর পন্থাই স্থায়িত্ব লাভ করে বেশী। এ ক্ষেত্রে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সমন্বয় সাধন করতে হয়। কর্মী বাহিনীকে সাহচর্য দেওয়ার ক্ষেত্রে একেবারেই হালকা না হওয়া চাই। না হয় হীতে বিপরীত হবার সম্ভাবনা বেশী তৈরী হবে।

৩.৩ বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞান অর্জনের দিকে নজর রাখা

ভিত্তি ছাড়া প্রাসাদ শক্তিশালী ও স্থায়ী হয় না। সামান্য ঝড় বা ভূমিকম্পে ভিত্তিহীন প্রাসাদ দুমড়ে পড়ে যায়। যার মধ্যে আদর্শিক জ্ঞান বা বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা গভীর পর্যায়ে উন্নীত হয়নি সে যে কোনো মুহূর্তে ছিটকে পড়তে পারে। আলকুরআন এই জন্যে ১৩ বছর পর্যন্ত লোক তৈরীর তাগিদ দিয়েছিল। যারা পরবর্তীতে অত্যন্ত সফলতার সাথে বিশ্ব শাসন করেছে।

৩.৪ সকলকে সমান নজরে দেখা

সবাই যেন মনে করে দায়িত্বশীল তাকেই ভালবাসছেন। এই জন্যে সকলের দিকে সমান নজর দেয়া। সকলের মাঝে ইনসাফ করতে না পারলে কিয়ামতের দিন কঠিন জবাবদিহীর মুখোমুখি হতে হবে। কিছু বিশেষ লোক দিয়ে নিজের বলয় তৈরী করে নিলে অন্যদের মাঝে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরী হয়। যা শক্তিশালী সংগঠন প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতার জন্ম দেয়।

৩.৫ মধুর আত্মিক সম্পর্ক

Psychological Involvement নেতার সাথে কর্মী বাহিনীর থাকা চাই। নির্মল ও নিস্পাপ সম্পর্ক যত গভীর হবে, সীসাঢালা প্রাচীরের মতো সংঘবদ্ধতা তত বেশী তৈরী হবে। স্বর্গীয় এক আবেগের মোহনীয় আবেশে জড়িয়ে রাখবে নেতা তার সকল জনশক্তিকে। মধুর এই সম্পর্কের ফল্গুধারায় বিকশিত হতে থাকবে সংগঠন।

৩.৬ মর্যাদা দান

মানুষকে উঁবমর্যাদা দিতে হবে। মর্যাদা পেলে মানুষ কৃতজ্ঞ হয়। প্রতিটি মানুষের কাছে মর্যাদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসার জন্যে নিজের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন হাদীসে এমন

নির্দেশনা অন্যকে সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার ইঙ্গিত করে। সকলে চায় তার কথাকে বা তাকে গুরুত্ব দেওয়া হোক। সুতরাং নেতাকে এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

৩.৭ নজর রাখা

কর্মীবাহিনীর উপর নেতা সবসময়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন। তার আগ্রহ-উদ্দীপনার ব্যাপারে অবগত হবেন। কোনো বক্তব্য দেওয়ার সময় এই ঙনংবৎাধঃরড়হ এর আলোকে দেওয়া। মেজাজ, আদব, কৃষ্টি, সৌজন্যতা, কথাবার্তা, লেনদেন প্রভৃতির ক্ষেত্রে নজর রাখবেন।

৩.৮ আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি

নেতা সব সময়ে কর্মীদের জন্য মডেল হবেন। তিনি তাদের মাঝে ঈড়হভরফবহপববা আশাবাদ সৃষ্টি করবেন। কোনো কাজ করতে না পারলে নিরুৎসাহিত করবেন না। ছোট ছোট কাজ দিয়ে তাদের অভ্যস্ত করে তোলাই নেতার দায়িত্ব। আর এই ভাবেই নেতা ও নেতৃত্ব তৈরী হয়।

৩.৯ ত্রুটি দূরীকরণ

মানব সমাজ থেকেই মানুষের নেতৃত্ব দেওয়ার মতো লোক তৈরী করেছিলেন রাসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কারণ ফেরেশতা সরাসরি মানুষের মাঝে কাজ করবে না। ভালো লোক তৈরীর জন্য ত্রুটিপূর্ণ লোকদের ত্রুটি দূর করে ভালো পথে আনতে হবে। মক্কায় জাহেলী পরিবেশের উমার রাযি. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সান্নিধ্যে এসে শ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। ইসলামপূর্ব ত্রুটিপূর্ণ খালিদ বিন ওয়ালিদ শ্রেষ্ঠ ও সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন এবং উপাধি পেয়েছিল সাইফুল্লাহ। ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে জগতে কেউ না। সুতরাং ডাক্তারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার বিকল্প নেই।

৩.১০ দায়িত্ব দিয়ে দায়িত্ব পালনের সুযোগ করে দেওয়া

নেতা সব সময়ে বাছাই করা কর্মীদের দায়িত্ব পালনে গাইডলাইন ও উৎসাহ প্রদান করবেন। কাজের সময়ে বাস্তবভিত্তিক ত্রুটি ধরিয়ে দিবে। মাঝে মাঝে অনুপস্থিত থেকে দায়িত্ব পালন করাবে। এর মাধ্যমে সামনের জন্য সে নেতৃত্ব তৈরী করবে। এভাবে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটবে।

৩.১১ সমালোচনা ও তিরস্কার বর্জন

পৃথিবীতে সহজ কাজ অন্যের সমালোচনা করা। নেতাকে সমালোচনা পরিহার করতে হবে। চরিত্রে মাষ্টারী মাষ্টারী ভাব থাকলে তা পরিহার করতে হবে। অনেকের মুদ্রাদোষ থাকতে পারে। তা আন্তরিকভাবে ছাড়তে হবে। কেউ আসলে অভ্যর্থনা জানানো বা বিদায়ে সাথে একটু গিয়ে বিদায় জানাতে হবে। মুরব্বিদের সামনে হাম্বরি ভাব পরিহার করতে হবে। কেই আসলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটু নড়ে চড়ে বসতেন। এই চরিত্র আমাদেরও অর্জন করতে হবে।

৩.১২ পেশা নির্ধারণের দিক নির্দেশনা

কর্মীগণ দায়িত্বশীলের কাছে আমানত। তাদের ক্যারিয়ার গঠনে নেতা যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী গাইডলাইন প্রদান করবেন। নিজ নিজ সামর্থের আলোকে সবাই লাইফের প্লানিং করবে। কোনো সংগঠনেই বেকার লোক তৈরী করে কোনো লাভ হয়না। নেতা এ ক্ষেত্রে মেনটোরের ভূমিকা পালন করবে। যাতে সকলে ভবিষ্যতে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করতে পারে। জমঈয়ত এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

৩.১৩ আল্লাহর দরবারে নিভৃতে ফরিয়াদ

যাকে তৈরী করতে চান, নেতাকে তার জন্যে মহান আল্লাহর দরবারে নিভৃতে তার মেধা ও যোগ্যতা বিকাশে দোয়া করবেন। তার কল্যানকামী হবেন।

৪. সংগঠন পরিচালনা

যে কোনো সংগঠন পরিচালনা করা খুব সহজ কাজ নয়। জগতে মানুষকে পরিচালনা করাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। তারপরও মানব সভ্যতা বিকাশে সংগঠন ও সংঘবদ্ধতার অস্তিত্ব সেই আদিকাল থেকেই চলে আসছে। আলকুরআনে ও সহীহ হাদীসে এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। নিম্নে একটি গতিশীল সংগঠনের জন্য কিছু প্রয়োজনীয় কার্যক্রম উপস্থাপিত হলো–

৪.১ পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়ন

ব্যক্তি ও সংগঠনের স্বার্থকতা আনয়নে পরিকল্পনা প্রণয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা ছাড়া পৃথিবীর কোনো সংগঠনই চলে না, কোনো কাজেই সংঘঠিত না। আমেরিকা সারা পৃথিবীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসন করার প্রেক্ষাপটে তাদের বুদ্ধিজীবিগণ পরিকল্পনার গুরুত্ব নিয়ে একটি বিখ্যাত উক্তি করেন, তাহলো– If you fail to plan; you really plan to fail. সুন্দর পরিকল্পনার জন্যে নিম্নের ছক অনুসরণ করা যায়।

Planning ⟶ Distribution ⟶ Supervision ⟶ Report ⟶ Review

বাৎসরিক বা মাসিক Balance Plan নিতে হবে। বেশিও নয় কমও নয় এমন Plan নিতে হবে। দ্রুত সবকিছু করে ফেলার Tendency পরিহার করতে হবে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নই আসল কাজ। কাগুজে পরিকল্পনার কোনো মূল্য নেই, যদি তা বাস্তবায়ন না হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অলসতা ও দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করতে হবে।

৪.২ কাজের অগ্রাধিকার তালিকা

পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য তালিকা তৈরী করে ব্যক্তি ও শাখা সংগঠনে তা বিভক্ত করে দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে মূল ব্যক্তিদের ঠিক রাখতে হয়। আরেফ, সালেক, ও সালেহসহ মজলিসে আম ও ক্বারারের সদস্যদের মাঝে মান সংরক্ষণ করলে ভালো হয়। কোন কাজ কখন অগ্রাধিকার পাবে প্রয়োজন অনুযায়ী তা দায়িত্বশীলদেরকে বিচক্ষণতার সাথে তৈরী করে নিতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় জনশক্তি ও শাখার মান বজায় রাখা ও নতুন নতুন মসজিদ, মাদ্রাসায় শাখা গঠন করে সংগঠনকে শক্তিশালী করা যাবে। বাংলাদেশে নতুন নতুন অনেক আহলে হাদীস মসজিদ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সেখানে সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্যে সক্রিয় হতে হবে এবং তা কার্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪.৩ Dictate করার মানসিকতা পরিহার

বর্তমান সময়ে কেউ কাউকে জোর করে কোনো কিছু আদায় করে নিতে পারে না। তাই হুকুমদারী করা ঠিক নয়। স্বৈরাচারী মনোভাব দিয়ে কারো অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে কাজ উদ্ধার করা কঠিন। এই জন্যে অন্যের মতামতের গুরুত্ব প্রদান করাই সমীচীন। ক্ষতিকর না হলে অন্যের মত গ্রহণ করে উৎসাহ প্রদানে কল্যাণ নিহিত থাকে। বদ মেজাজ ও নির্দেশ ঈড়সসধহফ চোখ রাঙানো, দারোগাগিরী পরিহার করতে হবে। Formal ব্যবহার বাদ দিতে হবে। Informal ব্যবহার ছাড়া কর্মী তৈরী হবে না, হয় না। মানুষকে আপন করা যায় না। আশে-পাশে কিছু অতিভক্ত তৈরী করলে সংগঠনে ভালোভাবে নিজে থাকা গেলেও গতিশীল নেতৃত্ব ও বিকশিত সংগঠন তৈরী করা যায় না।

৪.৪ অতিরিক্ত গাম্ভীর্যতা পরিহার

নেতা নেতা ভাব থাকলে দ্বীনী কাজে রূহানিয়াত থাকে না। নেতাকে উদারতার গুণ অর্জন করতে হয়। Friendship বা Lovely Nature এর লোকেরা লোক তৈরী করতে পারে। কোন কিছুই Seriously না নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। খুব সিরিয়াস মুডে থাকলে কেউ আশে-পাশে আসবে না। Liberal Mentality মানুষকে উৎকর্ষিত করে। নেতাকে সেই গুণাবলী অর্জন করতে হয়। তাই নেতাকে কোনো কিছুই বিশেষ বিবেচনা ছাড়া সিরিয়াস কন্ট্রোল এর মনোভাব পরিহার করা উচিৎ।

৪.৫ অধস্তনদের উপরে দোষ চাপানোর মনোভাব বর্জন

যাদের মাধ্যমে দ্বীনি কাজের বিকাশ ঘটবে, যারা আগামীর নেতৃত্বে ভূমিকা পালন করবে– এই কর্মী বাহিনীকে ঘিরেই মূলত সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। সুতরাং অধস্তনদের উপর কোনভাবেই দোষ চাপানো যাবে না। বরং ভুল হলে আন্তরিকতার সাথে বুঝিয়ে ঠিক করে নিতে হবে। এটাই দায়িত্বশীলের কাজ। অধস্তনদের দোষকে নিজের দায়িত্বের ব্যর্থতা হিসেবে নিজে মাথা পেতে নিতে হবে। কর্মীদের ব্যর্থতা ততটুকুই বলা উচিৎ যতটুকু তিনি ব্যর্থ হয়েছেন; তবে না বলাই ভালো। না বলে টেকনিক্যালী তাকে সংশোধন করাই উত্তম পন্থা হতে পারে।

৪.৬ নিজের যোগ্যতার সকল কিছু উজাড় করে দেওয়া

সাংগঠনিক কাজের জন্য নিজের সকল যোগ্যতাকে উজাড় করে দেওয়া। কর্মী বাহিনীর প্রতিশ্রুতিশীল মেধাবীদের সুযোগ তৈরীতে বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। এতে করে নেতৃত্বে গতিশীলতা বজায় থাকবে। নিজের 'Prestige থাকবে না' মনে করে যোগ্য ব্যক্তিকে দমিয়ে রাখা; ঝযড়নিা করা ইত্যাদি পরিহার করা উত্তম।

৫. উপসংহার

দেশ ও সমাজ যুবকদের কাছে অনেক কিছু প্রত্যাশা করে। তাই কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি তাদেরকে প্রযুক্তির জ্ঞানও অর্জন করতে হবে। প্রযুক্তির উন্নতি ছাড়া সংগঠন ও নিজের ক্যারিয়ারের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে না। ইসলামের নামে যে অপতৎপরতা চলছে, তার বিরুদ্ধে শুব্বানকে বহুমাত্রিকভাবে সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্ব তৈরীর মাধ্যমে এগিয়ে আসতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

প্রয়োজন দূরদর্শী নেতৃত্ব আর নিঃস্বার্থ অনুসরণের

মোঃ রেজাউল ইসলাম
সাবেক সভাপতি, কেন্দ্রীয় শুব্বান
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

কোনো একটি সম্মত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অন্যকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাই নেতৃত্ব। নেতার দ্বারা প্রভাবিত হয় এমন অনুসারী ছাড়া নেতৃত্ব গড়ে উঠবে না। কোনো নেতাই ভালো অনুসারী না হয়ে ভালো নেতা হতে পারেন না। দয়াময় আল্লাহর ভালো বান্দারা সংযমীদের অনুসরণীয় নেতা হতে চান - واجعلنا للمتقين إماما (সূরা আল ফুরকান, ২৫/৭৪)। ভালো নেতা ও ভালো অনুসারীর মিথস্ক্রিয়ায় গড়ে ওঠে ভালো নেতৃত্ব। বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাবকগুলোর প্রধানতম হলো নেতৃত্বের অসততা। পরহেযগারদের নেতা হয়ে উঠতে অনাগ্রহী লোকের আধিক্য আর দুর্বৃত্তদের নেতৃত্ব ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসীন হওয়ায়ই এই সর্বগ্রাসী সর্বনাশার মূল।

ক্ষমতা অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে মানুষের অবস্থার পরিবর্তনে বেশি প্রভাব রাখতে পারে। অসৎ ও দুর্বল চরিত্রের লোকের হাতে ক্ষমতা আসলে দুর্বৃত্তায়ন ঘটতে দেখা যায়। নেতৃত্ব ও ক্ষমতার জন্য যারা লোভাতুর থাকে তাদের চারিত্রিক দুর্বলতা প্রমাণিত।মহান কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য নেতৃত্বের চরিত্র বিশুদ্ধ কিনা পরখ করে দেখা প্রয়োজন। ক্ষমতা ও নেতৃত্বের বিভিন্ন ধরণ, প্রেক্ষাপট ও মাত্রা আছে। বিভিন্নভাবে ক্ষমতা অর্জিত হতে পারে। ক্ষমতা কেবল রাজনীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক নয় বরং অর্থনৈতিক, অর্থায়ন ভিত্তিক, সামাজিক এমনকি ধর্মীয়ও বটে। সকল ক্ষেত্রেই চরিত্রের পরখ করা প্রয়োজন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে, লেবাস, ভূষা ও বাহ্যিক আচরণ দেখে নেতৃত্বের চরিত্রে ইতিবাচকতা সম্পর্কে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। দুর্নীতি বিরোধী জার্মান ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল এর ২০২১ এর Corruption Perception Index (CPI) এ বাংলাদেশের স্কোর ১০০ এর মধ্যে মাত্র ২৬। নিকট অতীতে কয়েকবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গ্লানিও আমাদের রয়েছে। দুর্বৃত্তায়ন কিন্তু দেশের সকল সেক্টরেই কমবেশি বিদ্যমান। এরকম একটা পরিবেশে مقاصد الشرعية এর অত্যাবশ্যকীয় মূল ভিত্তি জীবন ও মেধার সুরক্ষা থেকে শুরু করে ব্যক্তি স্বাধীনতা, মর্যাদা ও ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত হয়।

আজ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির যতটা উন্নতি আমরা দেখছি, তার তুলনায় মানবিকতা ও রুহানিয়াতের যেন ক্রম অবনমন হচ্ছে। মানুষের প্রতি মমত্বের দেখা মেলে না। এই অবস্থার পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব? সম্ভব ভালো নেতৃত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে।

আমাদের প্রাণের প্রিয় নবী, রহমাতুল্লিল আলামিন যথার্থই বলেছেন : كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته - তোমাদের প্রত্যেকেই রাখাল (দায়িত্বশীল) (সহীহ বুখারী, হা.নং ২৫৫৪, সহীহ মুসলিম, হা.নং ১৮২৯)। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও শৈশবে রাখাল ছিলেন। নবীর এই রাখাল জীবনের প্রতিকী তাৎপর্য এই যে, মানুষের নেতৃত্ব দিতে যেন তিনি দক্ষ হয়ে উঠতে পারেন। নেতৃত্বের প্রয়োজন এতটাই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তিন জনে ভ্রমণেবের হলে তারা একজনকে নেতা বানাবে।إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا

احدهم।(আবু দাউদ, হা.নং ২৬০৯, হাসান সহীহ)।

এরকম অতি সাধারণ একটি ঘটনায়, মাত্র তিনজনের সফরেও, একজনকে নেতৃত্ব দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনেকের কাছেই অনুভূত হবে না। কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ক্ষেত্রেও নেতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। আমাদের সমাজ জীবনের ছোট বড় বহু ক্ষেত্রে এগিয়ে আসার, নেতৃত্ব গ্রহণের প্রয়োজন মোটা বুদ্ধির লোকের চোখ এড়িয়ে গেলেও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দূরদর্শী ব্যক্তি মাত্রই উপলব্ধি করবে।

অন্যকে প্রভাবিত করার জন্য নেতৃত্বের যে ক্ষমতা তা কিসের উপর নির্ভর করে? পেশী শক্তি আর অর্থের ওপর ? নাকি শারীরিক সামর্থ্য ও মেধা মননের ওপর? নাকি অন্য কিছু?

নেতৃত্বের ওপর বর্তমানে বহু গবেষণা রয়েছে। একেক জন একেক বৈশিষ্ট্যকে প্রাধান্য দিয়েছেন। Muhammad:11 Leadership Qualities that changed the world বইয়ে নাবিল আল আজমী John Adair এর ৫০টি নবুওয়তি নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে নেতৃত্বের ১১টি প্রভাবশালী বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। যেমন:

১. সততা ও বিশ্বাস, ২. দূরদৃষ্টি, ৩.সাহসিকতা, ৪. যোগ্যতা, ৫. ন্যায় নিষ্ঠা, ৬. সিদ্ধান্ত গ্রহণে সিদ্ধহস্ত, ৭. সেবক নেতৃত্ব, ৮. প্রজ্ঞা, ৯.সবর, ১০. সমবেদনা ও উষ্ণতা, ১১. মানসিক ও রুহানী বুদ্ধিমত্তা।

মানুষকে ইতিবাচক ধারায় প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদ্বিতীয়। তাঁর জীবনে এরকম বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। সততার সুখ্যাতি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাল্যকালেই অর্জন করেছিলেন। হাজরে আসওয়াদের প্রতিস্থাপন সম্পর্কীয় দ্বন্দ্বের সময় পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন যুবক মুহাম্মাদ। মক্কার নেতারা বললেন, আল আমিন হেঁটে যাচ্ছে। তাকেই তারা তাদের দ্বন্দ্বের মীমাংসাকারী নির্ধারণ করলেন।

হুদায়বিয়ার চুক্তিতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীর সাথে যে সকল সন্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন সেগুলো আপাত দৃষ্টিতে তার সাহাবীদের হতাশার কারণ হলেও দীর্ঘ মেয়াদে এগুলোই মক্কা বিজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনুসারীদের সামনে ভিশন দাঁড় করাতে হবে। লক্ষ্য স্থির না থাকলে অর্জনের আশা হারিয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের সকল যুদ্ধে এবং জীবনের প্রতিটা চ্যালেঞ্জিং সন্ধিক্ষণে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। এক রাতে মদিনায় সাহাবীরা বিকট আওয়াজে ঘুম থেকে জেগে উৎসুক নয়নে দেখছিলেন অনিয়ন্ত্রিত গতিতে সাহসী কেউ একজন ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে আসছেন। আরোহী তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়লেন। তারা বিস্মিত নয়নে দেখলেন, এই আরোহী আর কেউ নয়, তাদেরই প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আজকাল প্রায়ই দেখা যায় যাদেরকে আমরা ভালো লোক মনে করি তারা যথেষ্ট যোগ্য নন। আবার যাদেরকে যোগ্য মনে করি তারা যথেষ্ট ভালো লোক নন। কিন্তু আমাদের নবী যেমন ছিলেন বিশ্বাসভাজন ও সৎ তেমনি যোগ্য ও সামর্থ্যবান। তিনি দুই ক্ষেত্রেই রোল মডেল ছিলেন। তিনি যেমন অল্প কথায় ভাব প্রকাশের (جوامع الكلام) সামর্থ্য রাখতেন, তেমনি তলোয়ার চালনায়ও দক্ষ ছিলেন। সেলাই থেকে গৃহ নির্মাণের মতো দৈনন্দিন কাজেও তিনি পারঙ্গম ছিলেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটাই ন্যায় পরায়ণ ছিলেন যে, মুসলিম আর ইহুদির মধ্যে মীমাংসা করতে গিয়ে প্রমাণ সাপেক্ষে তিনি ইহুদির পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন। তেমনি তিনি তার সাহাবীর মধ্যে যাকে

নেতৃত্ব প্রদানে উপযুক্ত মনে করতেন না তাকে নেতৃত্ব প্রদান করতেন না।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি তার চারপাশের সাথীদের দক্ষতা কাজে লাগাতেন। তাদের সাথে শুরা করতেন। কেনো বিষয়ে মনস্থির হলে সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ শুরু করতেন। তখন আর ফেরার সুযোগ নাই। কথায় আছে, 'জনতার নেতাই হলেন জনতার সেবক'। মসজিদ নির্মাণ থেকে শুরু করে যুদ্ধে পরিখা খনন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। নিজ স্বার্থে তাঁর নেতৃত্ব নিয়োজিত হয়নি। তিনি সাদা সিধে জীবন যাপন করতেন। তাঁর কোনো মুকুট ছিল না। এমন ভাবে তিনি বসতেন যে, বিদেশী ভিজিটররা প্রথমে বুঝতেই পারত না যে, কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর আলাদা কোনো সিংহাসন ছিল না।

আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানী ও মধুর ব্যবহারের ছিলেন। একদিন এক গ্রাম্য লোক মসজিদে এসেছিল। তার পেশাবের বেগ হলে মসজিদেই সে পেশাব করা আরম্ভ করে। ক্ষিপ্ত হয়ে কয়েক সাহাবীকে তার দিকে তেড়ে আসতে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে থামিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝেছিলেন যে, এটা প্রতিহত করার মত কোনো ইস্যু না। বরং গ্রামের অশিক্ষিত লোক মসজিদের আদব কায়দা সম্পর্কে জানতো না। একজন মহান শিক্ষকের প্রজ্ঞা এমনই হবার কথা। তিনি বরং বকাঝকা না করে বেদুইন কে আদব কায়দা শেখাতে লাগলেন।

কষ্ট সহিষ্ণুতা মহানবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরজীবনের অবিচ্ছেদ্য অনুসঙ্গ ছিল। মক্কায় ১৩ টি বছর, মক্কাবাসীর অবহেলা,নির্যাতন এবং তার সঙ্গীসাথির উপর আক্রমণ নিত্য দিনের ঘটনা ছিল। সালাত অবস্থায় তাঁর মাথায় উটের ভূড়ি চাপিয়ে দেয়া থেকে তায়েফের নির্মম প্রস্তরাঘাত তাকে ধৈর্য্যের সাথে আলিঙ্গন করতে হয়েছে। তার মানসিক শক্তি ও সবর তাঁর সঙ্গী সাথীদেরকেও সবরের শক্তি জুগিয়েছে।

আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তির সাথে অন্যের ভালো সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম মুচকি হাসির ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, মুচকি হাসিও সাদাকাহ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিখিয়েছেন, কেবল মুচকি হাসির মাধ্যমে কিভাবে ব্যক্তি এবং সমাজের অন্যরা সুখী থাকতে পারে, আর আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে মহান লক্ষ্যে পৌঁছতে কোনো ব্যক্তিকে গাইড করে বা নির্দেশনা দিয়ে অন্যদেরকেও কিভাবে উৎসাহিত করা যায়, কিভাবে মূল্যবোধের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমাজে অর্থপূর্ণ পরিবর্তন ঘটানো যায়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অর্থহীন ভোগের জীবন যাপনের বিষয়ে সতর্ক করতেন। তিনি সাহাবীদেরকে বড় মানুষ হবার জন্য উৎসাহ দিতেন। একবার বহু মুসলিমের হত্যাকারী, ইয়ামামার বনু হানিফা গোত্রের নেতা, ছুমামা বিন উসাল (ثُمامة بن أثال) মদিনার আশপাশে টহলরত সাহাবীদের দ্বারা গ্রেফতার হয়েছিলেন। মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে সাহাবীরা তার মৃত্যুদণ্ডের অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু তার প্রতি নবীর আতিথেয়তায় ও নম্রতায় সাহাবীরা বিস্মিত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম তার হৃদয় জয় করলেন। তাকে নিঃশর্তভাবে ছেড়ে দিলেন। ছাড়া পেয়ে কিছুক্ষণ পরেই যাত্রা পথ থেকে ফিরে এসে তিনি ইসলাম কবুল করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হৃদয়ের বিশালতাই তাকে আকৃষ্ট করেছিল। তর্কে জয়ী হতে নবীর কোনো আগ্রহ ছিল না বরং হৃদয় জয় করাই ছিল তার টার্গেট। ছুমামা বিন উসাল রা. আবু বকররা. এর খিলাফতকালে ইয়ামামার ভণ্ড নবী মুসায়লামা কাযযাবকে প্রতিহত করেছিলেন। এমনই ছিল নবীর আধ্যাত্মিক বুদ্ধিমত্তা।

কার্যকর নেতৃত্বের জন্য এই বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন জরুরি তেমনই এগুলো চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নেও জরুরী।

অনুকরণীয় নেতৃত্বের জন্য নেতাকে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর বাস্তব উদাহরণ হতে হবে। ইমাম গাজ্জালী রহ. যথার্থই বলেছেন, 'একজন শাসক যদি ভালো ও ন্যায়পরায়ণ হন তাহলে তার কর্মকর্তারা ন্যায়পরায়ণ হবেন। আর যদি শাসক অসৎ, ও আরামপ্রিয় হন তাহলে তার নীতি বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তারা শীঘ্রই অলস ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে।'

নেতার আবশ্যকীয় কাজ হলো, সে তা চারপাশে অনেক নেতা গড়ে তুলবে। একজন নেতা একজন মেন্টর। সে নিজেকে জিজ্ঞেস করবে, যাকে আমি গড়ে তুলতে যাচ্ছি, আমি কি তার জন্য যথোপযুক্ত সময় বিনিয়োগ করতে পারবো?

আমার গড়ে তোলার চেষ্টা তার ক্যারিয়ারে কী অবদান রাখবে?

অন্যের উন্নতি সাধন ও সফলতা কি আমি আদৌ চাই?

আমি কী অন্যকে উৎসাহ দেয়া উপভোগ করি?

এরকম কিছু প্রশ্নের সদুত্তরের ওপর নির্ভর করে নেতা তার চারপাশে আরও নেতা গড়ে তুলতে পারবে কিনা।

দৃপ্ত কঠিন সরল পথে জীবন পরিচালিত করতে হলে ভালো অনুসারী হওয়ার বিকল্প নেই। আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারীদের মত হবার তাগিদ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

يايها الذين آمنوا كونوا । أنصار الله كما قال عيسي بن مريم للحواريين من أنصاري إلي الله قال الحواريون نحن أنصار الله

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। ঠিক তেমনি, যখন মারইয়াম তনয় ঈসা তার সহচরদেরকে বলেছিলেন আল্লাহর দিকে (আহবান করার ক্ষেত্রে) কে আমার সাহায্যকারী? তখন হাওয়ারিগণ বলেছিল, আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী।" (সূরা সফ, ৬১/১৪)

ভালো অনুসারী

একজন ভালো অনুসারী/কর্মী তার নেতার সাথে সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব থাকে। সে শুধু মুখ রক্ষা করে চলবে না বরং সে তার কমিটমেন্ট রক্ষা করবে। সে নেতার আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন ঘটায়। ভালো নেতা হবার জন্য অবশ্যই আগে ভালো অনুসারী হতে হয়।

আমাদের জীবনের যে মহান লক্ষ্য- সৃষ্টিকর্তার উপাসনা, তুষ্টি লাভ, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার ভয়ংকর আশঙ্কা এড়িয়ে জান্নাতে প্রবেশের সফলতা এবং এই সকল লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাসূলুল্লাহর নিঃশর্ত অনুসরণ, একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ-সুখী-সমৃদ্ধ বিশ্বাসী সমাজ গঠনের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার সফল সমাপ্তির জন্য প্রয়োজন কিছু দূরদর্শী নেতৃত্বের আর একদল নিঃস্বার্থ অনুসারীর।

চার দশকের যাত্রা শেষে শুব্বানের পুনর্মিলনীর এই সন্ধিক্ষণে পেছনে ফিরে তাকালে হাজার ব্যর্থতার মাঝেও জীবন চলার পথে শপথের বাণী বুকে ধারণ করে চলা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এক ঝাঁক একনিষ্ঠ অভিযাত্রিকের দেখা মেলে। এরাই আগামীর বাংলাদেশের নেতৃত্ব দিবে ইনশা আল্লাহ।

نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين

আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ.-এর রচনাবলী

শাইখ জাহিদ হাসান মাদানী
এমফিল, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
মুহাদ্দিস, মাদরাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা ও সদস্য, মজলিসে আম।

শুরু কথা: প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তায়ালার, দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবী ও রাসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। অতঃপর, উপমহাদেশের আহলে হাদীস আন্দোলনের প্রবাদ পুরুষ, শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সিপাহসালার, দেশ জাতি বিশেষত আহলে হাদীস সমাজের জন্য চিরকুমার সংগঠক ও জ্ঞানতাপস, অসামান্য প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিক, বাগ্মী, সংগঠক, সমাজ সংস্কারক, উম্মাহর ঐক্য প্রয়াসী, ক্ষণজন্মা আলেম আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ.-এর বহু কষ্ট ও বহু বিনিদ্র রজনীর অধ্যবসায়ের ফলস্বরুপ লিখিত গ্রন্থাদির নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। একথা দিবালোকের মত মহাসত্য যে, আল্লামার তীক্ষ্ণ মেধা, ধী-শক্তি, জ্ঞানতপস্যার নিদারুণ পিপাসার মাধ্যমেই তিনি মুসলিম সমাজের করুণ দশা, বাতিল ফেরকাগুলোর আস্ফালন এবং এর ফলে অনেক সাধারণ মুসলিমের তাদের ফাঁদে পা দেওয়া, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ মসনদগুলোতে সেকুলার ও কমিউনিষ্টদের দখল, তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সেকুলার স্টেটে পরিণত করার ষড়যন্ত্র (অথচ ধর্মের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের জন্ম), আহলে হাদীস সমাজের আত্মবিস্মৃতি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এসব বিষয়গুলি তাকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তুলেছিল। একদিকে আহলে হাদীস কওমের দিগ্বিদিকশূণ্য বেহাল দশা, অন্যদিকে জাতির ওপর রুশপন্থী কমিউনিজম এবং আমেরিকাপন্থী ডেমোক্র্যাসি ও ক্যাপিটালিজমের খড়্গ দৈত্যমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবার নবসৃষ্ট কাদিয়ানি ফেরকাসহ বিভিন্ন ফেরকা সাধারণ মুসলিমদের ঈমান হরণে ষড়যন্ত্রের জাল চতুর্দিকে বিছিয়ে রেখেছিল। এমন দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ. ধর্মীয় পুনর্গঠনে যেমন মনযোগী হন এবং সেই উপলক্ষ্যে মৌলিক প্রামাণ্য গ্রন্থাদি রচনা করতে থাকেন, বিভিন্ন ফেরকার ভ্রষ্টতা অপনোদনে বজ্র কলম স্বহস্তে তুলে নেন, তেমনি মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও খিলাফতে রাশেদার আদলে একটি কল্যাণকামী ও আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র বিনির্মাণে রাজনৈতিক নির্দেশনা প্রদান করেন। আল্লামার হাত যে সব্যসাচীর হাত ছিল তা তার লেখনী থেকেই প্রতীয়মান হয়। একদিকে যেমন তিনি **আহলে হাদীস পরিচিতি** এবং **ফাতাওয়া ও মাসায়েল** লেখেন তেমনি **অর্থনীতির ক খ** ও **ধনবন্টণের রকমারি ফর্মুলা** লিখে বাংলা ভাষায় প্রথম ইসলামী অর্থনীতির জাগরণে মুসলিমদেরকে সজাগ করেন। সমসাময়িক যুগ জিজ্ঞাসার জবাব নিয়ে তিনি রচনা করেন **الدُّرَّةُ الْمُتَلَّقَّى -আদ্ দুর্‌রাতুল মুতালাক্কা, الْإِفْشَاءُ -আল ইফশা, شَمَامَةُ الْعَنْبَرِ -শামামাতুল আম্বার, ফাতাওয়া ও মাসায়েল।** ইসলামী রাজনীতির সচেতনতার জন্য তিনি রচনা করেন **مِنْهَاجُ الاسْتِقَامَةِ- মিনহাযুল ইস্তিকামা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য** এবং **আল ইসলাম বনাম কমিউনিজম**। পাকিস্তানের সংবিধান থেকে ইসলামকে মাইনাস করে পাকিস্তানকে সেকুলার রাষ্ট্রে পরিণত করার যে ঘোরতর ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল এবং সেজন্য তিনি যে মনঃপীড়ায় ভুগছিলেন তা বর্ণনাতীত। ফলতঃ জীবনের অন্তিম মুহূর্তে মরণব্যাধি পীড়া নিয়ে **শাসনতন্ত্রের সূত্র** লিখতে লিখতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন চিরকুমার আল্লামা। তার সাহিত্য প্রবাহ মূলত প্রাচীনত্ব ও আধুনিকত্বের মাঝেসেতুবন্ধন রচনা করেছে। তিনি আধুনিক সমস্যাবলী নিয়ে যেভাবে লিখেছেন তেমনি তাঁর লেখনিতে কুরআন,

হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের উক্তি, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন, ইমামগণের মতামত নিয়ে এসে সেসব সমস্যার সমাধান দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি আধুনিক মানুষের এমনকি অনাগত মানুষেরও ভাষাও বুঝতে পারতেন-তার সাহিত্যও তিনি তেমনভাবে সৃষ্টি করেছেন।

ছোট বড় মিলিয়ে তার লিখিত গ্রন্থ ৫২ টি। যা বাংলা, আরবি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত। ফারসি ভাষায়ও তার লিখিত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অসংখ্য গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। একুশ বছর বয়স থেকেই তার সাহিত্য প্রতিভার ঝলকানি শুরু হয়। ১৯২১ সালে মাত্র একুশ বছর বয়সেই তিনি উর্দু দৈনিক যামানা পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক হন (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ গ্রেপ্তার হবার পর), ১৯২৪ সালে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে তিনি নিজেই সাপ্তাহিক সত্যাগ্রহী পত্রিকা প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও ১৯৪৯ সালে মাসিক তর্জুমানুল হাদীস ও ১৯৫৭ সালে সাপ্তাহিক আরাফাত প্রকাশ করেন। যা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের তত্ত্বাবধায়নে প্রকাশিত হয়ে আসছে। তার গবেষণাকর্মের স্বীকৃতি স্বরুপ বাংলা একাডেমি ১৯৬০ সালে বাংলা সাহিত্যের সর্বোচ্চ পুরষ্কার 'বাংলা একাডেমি পুরষ্কার' প্রদান করে। আল্লামার জীবনী নিয়ে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল করার সুবাদে তার বইপত্র সম্পর্কে জানতে পারি। তন্মধ্যে অল্প কিছু প্রকাশিত, আর বাকীগুলো এখনো বাক্সবন্দী হয়ে আছে। আমি যেসব বইয়ের সন্ধান পেয়েছি সেগুল নিম্নরুপ-

আরবী রচনাবলী

১. **الإِفْشاءُ (আল ইফশা):** ফাতাওয়ার কিতাব, যা বিভিন্ন জায়েয ও নাজায়েয বিষয়াবলীকে সন্নিবেশিত করেছে। (অপ্রকাশিত)

২. **اَلْبَرَاهِيْنَاُلْمُحَمَّدِيَةُ (আল বারাহীন আল মুহাম্মাদীয়া):** যাতে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রিসালাত শুধু আরবদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়। কুরআন, হাদিস ও বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর রেসালাত কিয়ামত পর্যন্ত সকল জাতি ও সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য। (অপ্রকাশিত)

৩. **الدُّرَّةُ النَّافِعَةُ (আদ্ দুর্‌রাতুন নাফিয়াহ):** আক্বীদার বিধি-বিধান সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

৪. **الدُّرَّةُالْمُتَلَقِّى (আদ্ দুর্‌রাতুল মুতালাক্কা):** সমকালীন জটিল ও কঠিন মাসায়েল আলোচনা করা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

৫. **الْهَدَايَا الْمَمْنُوْنَةُ (আল হাদায়া আল মামনুনাহ):** জমির খাজনা ও জমি বন্ধক রাখা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

৬. **حُسْنُ السَّعْيِ (হুসনুস সা'য়ী) :** কুরবনীর মাসলা-মাসায়েলগুলো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।(অপ্রকাশিত)

৭. **كِتَابُ الإِيْمَانِ (কিতাবুল ঈমান) :** ঈমানের রুকুনগুলোর দালিলিক আলোচনা করা হয়েছে। ঈমানের মাসয়ালায় যে সমস্ত বাতিল ফেরক্বা পথভ্রষ্ট হয়েছে তাঁদের সে সমস্ত ভ্রান্ত বিশ্বাস উল্লেখপূর্বক দালিলিক জবাব দেয়া হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

৮. **كَشْفُ الْقُنَاعِ (কাশফুল কুনা'):** ইজমার শর্তাবলী ও ইজমা সংঘটিত হওয়ার নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

৯. **مِنْهَاجُ الاسْتِقَامَةِ (মিনহাযুল ইস্তিকামা):** ইসলামে খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

১০. **سَفَرِيْ الْحَجِّ (আমার হজ্জ সফর):** হজ্জ সফরের বিভিন্ন ঘটনা, বিশেষ করে মক্কার তৎকালীন গভর্ণর কর্তৃক

শাইখকে কা'বা চত্বরে আরবীতে আলোচনা করার অনুমতি প্রদান এবং মনমুগ্ধকর আলোচনার জন্য সেখান থেকে ফেরার সময় গভর্ণর কর্তৃক মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ হাদিয়া দেওয়ার বিষয়টি আলোকপাত করা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

১১. اَلْقِسْطَاسُ الْمُسْتَقِيْمُ لِمَنْ دَخَلَ جَنَّاتِ النَّعِمِ (আল কিসতাসুল মুস্তাক্বীম লিমান দাখালা জান্নাতিন নায়ীম): এই মূল্যবান গ্রন্থে চার ইমামের আক্বীদা এক ও অভিন্ন ছিল তা আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়াও বইটিতে ৬০০ জন আলেমের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

১২. اَلرَّسَائِلُ (আর রাসায়েল): গুরুত্বপূর্ণ মাসলা-মাসায়েল আলোচনা করা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

১৩. شَمَامَةُ الْعَنْبَرِ (শামামাতুল আম্বার): সমকালীন জটিল মাসলা জানতে আল্লামার কাছে লেখা পত্রের জবাব। (অপ্রকাশিত)

১৪. شَمَامَةُ الْعِطْرِ (শামামাতুল আত্তার): যাকাত, ফিতরা, যাকাতের নিসাব ও তা বন্টনের ইসলামী নীতিমালা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

১৫. تَرَاجِمُ رِجَالِ الْفِرَقِ (তারাজিমু রিজালিল ফিরাক): ইসলামে বিভিন্ন বাতিল দলের অনুপ্রবেশ ও তাঁদের আক্বীদা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

১৬. تَارِيْخُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ (তারিখু আহলিলহাদীস): সাহাবাদের যুগ থেকে আল্লামার যুগ পর্যন্ত আহলে হাদীস জামাআতের বিস্তারিত ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী ভাষায় লিখিত আল্লামার সর্ববৃহৎ বই এটি। আট শতাধিক পৃষ্ঠার এই বইটিতে আহলে হাদীস জামাতের দুর্লভ ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

১৭. تَارِيْخُ الْخَوَارِجِ(তারীখুল খাওয়ারেজ): খারেজীদের ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে। এই মূল্যবান গ্রন্থে তিনি প্রমাণ করেছেন যে, খারেজীদের উৎপত্তি মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগেই জুল খুয়াইসিরার اعدل يا محمد বলার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

১৮. اَلْأَحْكَامُ (আল আহকাম): উসুলে ফিকহ, ফকীহ হওয়ার শর্তাবলী এবং ইজতেহাদের দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা আছে ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

১৯. اَلْجُزْءُ اللَّامِعُ فِيْ حُكْمِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ (আল-জুযয়ুল লামী' ফি হুকমি মাসজিদিল জামি'): বিনা কারণে একই মহল্লা বা পাড়াতে একাধিক জুময়ার মসজিদ করা বিদআত সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং হাদিস দিয়ে প্রমাণ করা হয়েছে যে, সাহাবাগণ তিন মাইল দূর থেকে মসজিদে নববীতে শরীক হতেন। (অপ্রকাশিত)

২০. نُوْرُ الْهُدٰى عَلٰى سَوَادِ الرَّدٰى (নুরুল হুদা আলাস সাওয়াদির রাদা): সুফিদের ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলি অপনোদন করা হয়েছে সেই সাথে তাজীমী সেজদাহ, কবরে মান্নত করা, কবর পাকা করা ইত্যাদি কর্মগুলোকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

বাংলা রচনাবলী

১. আল ইসলাম বনাম কামিউনিজম: এটি মূলত তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ বিভাগের অন্তর্গত জামালপুল মহকুমার স্টেডিয়ামে স্থানীয় যুবকদের দ্বারা একটি সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির বক্তব্যের সংকলন। সম্মেলনস্থলে যাওয়ার পর তিনি জানতে পারেন, তাকে ইসলাম ও কমিউনিজম বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করতে হবে। উপস্থিত যে বক্তৃতা তিনি প্রদান করেন তা এতই তথ্যসমৃদ্ধ ও তত্ত্বকথায় ভরপুর ছিল যে, শ্রোতাদের বারবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে তা পরে বই আকারে প্রকাশিত হয়। (প্রকাশিত)

২. ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি: পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর সংবিধান প্রণয়নে নানা মত দেখা যায়।

সেকুলারপন্থী সরকার ইসলামকে বাদ দিয়ে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করতে চায়। আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ. ইসলামী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি লিখে ইসলামী শাসনব্যবস্থার স্বরুপ তুলে ধরেন। বাইরের ধার করা কোন আইন কানুন ছাড়াইকেবল ইসলামই রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য যথেষ্ট। (প্রকাশিত)

৩. **আহলে ক্বিবলার পিছনে সালাত আদায়:** যে মুসলিম বাইতুল্লাহকে ক্বিবলা মনে করে তাঁর পিছনে সালাত আদায় শুদ্ধ যদি সে বড় কুফরি ও শিরকে লিপ্ত না হয়। (প্রকাশিত)

৪. **ইসলামী অর্থনীতির ক, খ:** বইটিতে ইসলামী অর্থনীতির বিস্তর আলোচনা করা হয়েছে। সম্ভবত এটিই ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে বাংলা ভাষায় প্রথম বই। এতে ইসলামী অর্থনীতির মৌলিক পরিচয় ও বৈশিষ্ট তুলে ধরা হয়েছে। (প্রকাশিত)

৫. **ধন বন্টনের রকমারী ফর্মূলা:** ইসলামের দৃষ্টিতে অর্থ উপার্জন এবং তার সুষম বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। (প্রকাশিত)

৬. **সঙ্গীত সমস্যা:** গান-বাজনা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবা, তাবেয়ীদের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে এ সম্পর্কে চার ইমামের কওল বিশেষ করে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহর কওল নকল করা হয়েছে। (প্রকাশিত)

৭. **জামাআতে ইসলাম বনাম আহলে হাদীস আন্দোলন:** জামাআতে ইসলামীর সাথে আহলে হাদীসের মৌলিক পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। (প্রকাশিত)

৮. **একটি পত্রের জবাব:** আল্লামাকে জামাআতে ইসলামীতে যোগদানের আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখা চিঠির জবাব; যাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে,শুধু শাখাগত মাসয়ালা নয় বরং বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্যের কারণে কোনো আহলে হাদীসের পক্ষে জামাআতে ইসলামীতে যোগদান সম্ভব নয়। (প্রকাশিত)

৯. **মুরগী আগে জন্মেছে, না ডিম?:** বইটিতে সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে সংশয়বাদীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হয়েছে। (প্রকাশিত)

১০. **নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রী:** হারিয়ে যাওয়া স্বামীর জন্য একজন স্ত্রী কতদিন অপেক্ষা করবে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তা বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। (প্রকাশিত)

১১. **তিন তালাক প্রসঙ্গ:** তালাকের নীতিমালা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আরো প্রমাণ করা হয়েছে যে, এক বৈঠকে একাধিক তালাক এক তালাক বলেই গণ্য হবে। (প্রকাশিত)

১২. **কালেমা তাইয়্যেবা:** বইটিতে আল্লাহর আসমা ওয়াস সিফাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এতে কুরআনুল কারিমের ২০০ টি আয়াত উল্লেখ করে আল্লাহর ৯৯ টি নাম সাব্যস্ত করা হয়েছে। (প্রকাশিত)

১৩. **জন্ম নিরোধ:** বিনা কারণে সন্তান না নেওয়াকে হারাম বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। (প্রকাশিত)

১৪. **মুসাফাহা:** কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সালাম বিনিময়ের শব্দাবলী নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, সুন্নাত হলো উভয়ের ডান হাত দ্বারা মুসাফাহা করা। (প্রকাশিত)

১৫. **আহলে হাদিস পরিচিতি:** এটি মূলত তার দু'টি ভাষণের সংকলন। একটি পাবনায়, অন্যটি রাজশাহীতে। পাবনা ও রাজশাহীতে তৎকালীন জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি আহলে হাদীসের যে পরিচয়, বৈশিষ্ট্য, কর্মপন্থা তুলে ধরেন তাই পরবর্তিতে সংকলিত হয়ে বই আকারে প্রকাশিত হয়। এই ভূখন্ডের আহলে হাদীসদের জন্য আল্লামার এই বইটি আহলে হাদীস ম্যানুফেস্টো বললে ভুল হবে না। (প্রকাশিত)

১৬.আহলে হাদীস আন্দোলন ও উহার বৈশিষ্ঠ: আহলে হাদীস আন্দোলন ও উহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত কিন্তু তত্ত্বকথায় ঠাসা এই বইটি প্রত্যেক আহলে হাদীসের আবশ্যকীয় পাঠ্যের তালিকায় থাকা চাই। (প্রকাশিত)

১৭. নবুওতে মুহাম্মাদী: কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবী, তাবেয়ীদের কওল, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, চার ইমাম ও অন্যান্য আলেমদের কওল নিয়ে এসে এটা প্রমাণ করা হয়েছে যে, নাবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নাবী ও রাসূল। তাঁর পরে আর কোন নাবী ও রাসূল আসবে না। সেই সাথে ভন্ড নবী মীর্জা গোলাম আহমাদ কাদীয়ানীর মিথ্যা নবুওয়াত দাবি করাকে কড়া ভায়ায় প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। খতমে নবুওয়াত বিষয়ে অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে বোদ্ধামহলে সমাদৃত এই অনন্য গ্রন্থটি। (প্রকাশিত)

১৮.আমার আত্মকাহিনী: ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বক্তৃতার কারণে ভারতের "দম দম" জেলখানাসহ বিভিন্ন জেলখানায় বন্দি ছিলেন আল্লামা। সে সময় নিজের বর্ণাঢ্য শৈশবকাল ও রাজনৈতিক জীবনের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন আমার আত্মকাহীনি। (অপ্রকাশিত)

১৯.ঈদে কুরবান: কুরবানীর উদ্দেশ্য ও নবী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর ত্যাগ এবং আমাদের মুসলিম সমাজের বাস্তবতা নিয়ে উচাঙ্গের সাহিত্য ভাষায় লেখা অনবদ্য গ্রন্থ। কুরবানীর মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কেও সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। (প্রকাশিত)

২০.সিয়ামে রমাযান: সিয়ামের রহস্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যতিক্রম আলোচনা অছে বইটিতে। (প্রকাশিত)

২১.তাসাউরে শাইখ: পীর ও মুরিদ কর্তৃক সংঘঠিত বিভিন্ন শিরক, বিদআত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

২২.ফিরকাবন্দী বনাম অনুসরনীয় ইমামগণের নীতি: মাযহাবী সংকীর্ণতার দরুণ কিভাবে মুসলিমদের মাঝে দলাদলী ও হানাহানী হয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেঈ রহ.- এর মর্যাদা, ফিকহে ইসলামীতে তাদের অবদান, কুরআন-সুন্নাহ থেকে মাসআলা বের করার নিজস্ব অভিনব পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন আল্লামা এই বইতে। আল্লামা রহ.-এর মাস্টারপিস বই এটি। বাংলা ভাষায় মহামতি ইমামগণের মাসআলা বের করার নিজস্ব মানহাজ নিয়ে এত তথ্যসমৃদ্ধ আলাচনা এখনো কেউ করে নি। মহামতি ইমামগণের প্রতি আহলে হাদীসগণ কি পরিমাণ শ্রদ্ধাবোধ পোষণ করেন তা এই বই না পড়লে বুঝা যাবে না। (প্রকাশিত)

২৩. পাকিস্তানের শাসন সংবিধান: কুরআন-সুন্নাহর আদলে পাকিস্তান সরকারের সংবিধানের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। (প্রকাশিত)

২৪. গুরুবাদ বা পীরতন্ত্র: পীরতন্ত্রের অসাড়তা প্রমাণ করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে, পীরতন্ত্র মানুষকে ভয়াবহ শিরকের দিকে নিয়ে যায়। (প্রকাশিত)

২৫. তারাবীহ: তারাবীহ নামাযের রাকাত সংখ্যা, তারাবীহ পড়ার পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (প্রকাশিত)

২৬. তাফসীরে সুরা ফাতিহা: মূলত এটি ভারতের মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সুরা ফাতিহার তাফসীরের বঙ্গানুবাদ। (অপ্রকাশিত)

২৭.রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য: রাজনীতি করা একজন মানুষের মৌলিক অধিকার- এই বিষয়টি সাব্যস্ত করা হয়েছে। সাথে সাথে অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে বাঁচার পদ্ধতিও বলা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

উর্দূ ভাষায় লেখা গ্রন্থাবলী

১. **রদ্দে উরস:** সুফিবাদের বিরুদ্ধে লোখা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

২. **রদ্দে খানকাহ:** বইটিতে কিভাবে পীরেরা মানুষকে মসজিদ বিমুখ করে খানকামুখী করছে তা সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। (অপ্রকাশিত)

৩. **আল ইকতিদাহ:** বইটিতে বলা হয়েছে আহলে হাদীস ও হানাফিদের পরস্পর পরস্পরের পিছনে সালাত আদায় বৈধ। (অপ্রকাশিত)

৪. **আল কাফিয়াতুশ শাফিয়াহ:** সমকালীন বিভিন্ন জটিল মাসলা-মাসায়েল নিয়ে লেখা। (অপ্রকাশিত)

ইংরেজী ভাষায় লেখা

১) A criticism on Leninism (কমিউনিষ্ট মতবাদের বিরুদ্ধে লেখা) (অপ্রকাশিত)

এছাড়াও আল্লামার ফরাসী ভাষায় বহু লেখা আছে। আল্লামার উপরোক্ত পুস্তিকাগুলো ছাড়াও তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অনেক রচনাবলী লেখেছিলেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. হাদিসের প্রামাণিকতা।

২. সাম্যবাদের নাভিশ্বাস।

৩. বিপ্লবী ধর্ম সংস্কারক মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রহি.।

৪. মুসল্লা চতুষ্টয়ের ইতিহাস।

৫. আদর্শের না দলের সংগ্রাম? উল্লেখযোগ্য।

শেষ কথা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ একটি নাম, একটি ইতিহাস, একটি বিপ্লবী সত্ত্বার পূর্ণরুপ। তার লেখনীই তার সাহিত্যসত্ত্বার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইসলামী সাহিত্যে তার সরব পদচারণা তাকে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। সাহিত্য রচনায় তার শব্দের গাঁথুনি, বাক্যবিন্যাস, ভাবের প্রাঞ্জলতা, বিষয়ের গভীরতা, তথ্যের ছড়াছড়ি যে কোনো পাঠকের শুধু হৃদয় স্পর্শ করেই ক্ষ্যান্ত হবে না, বরং তার ভেতরে এক বিপ্লবাত্মক তাড়না সৃষ্টি করবে। আর এখানেই সাধারণ লেখকদের সাথে অসাধারণ ও সমাজ সংস্কারক লেখকদের পার্থক্য। আমি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সের থিসিস পেপার জমা দেয়ার সময় সেখানকার মাশায়েখগণের নিকট আল্লামার লিখিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপি দেখাই। বিষয়বস্তুর গভীরতা, দুর্লভ ও দুর্বোধ্য বিষয়াবলীর উপস্থাপনা দেখে তারা হতবাক হয়ে যান। তারা আরো বেশী আশ্চর্যবোধ প্রকাশ করেন এটা জেনে যে, এসব মহামূল্যবান বইয়ের অধিকাংশই এখনো অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। অল্প যে কয়েকটি বই তার প্রকাশিত হয়েছে তা পাঠেই এ দেশের আহলে হাদীস সমাজ তাদের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত হতাশা ও আশংকার বিষয় হলো, আল্লামার অধিকাংশ বই এখনো অপ্রকাশিত রয়েছে। কেন এমনটি হচ্ছে তা আমাদেরকে একদিকে হতাশাগ্রস্থ করছে, অন্যদিকে আশঙ্কিত করে তুলছে। তার আদর্শ যদি আমরা আমাদের কর্মীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে না পারি তাহলে যোগ্যতম কর্মী প্রস্তুত করা সম্ভব হবে না। প্রকৃত আহলে হাদীস ও ত্যাগী কর্মীর মহাসংকটে পড়তে হবে তার রেখে যাওয়া বৃহৎ সংগঠনটিকে। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এ বিষয়ে আশু পদক্ষেপ কামনা করছি। আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল কোরায়শী রহ. এর জন্য মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে দোয়া করছি, তিনি যেন তার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দেন- আমীন। শেষে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার স্নেহপ্রতিম ছাত্র (এখন সহকর্মী) শুব্বানের সাংগঠনিক সম্পাদক তানযীল আহমাদের; যার বারবার তাগাদার কারণেই ব্যস্ততা সত্ত্বেও আমি লেখাটি প্রস্তুত করতে পেরেছি। তার জন্য প্রাণঢালা দোয়া রইল। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর উত্তরোত্তর অগ্রগতি কামনা করছি।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রহ. :
সমকালীন বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনে তার প্রভাব

তানযীল আহমাদ
সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

১৯২৪ সালে উসমানীয় সালতানাতের চূড়ান্ত পতনের মধ্য দিয়ে মুসলিম জাহানের শক্তি ও স্বাধীনতার কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেয়া হয়। শত শত বছরের জমানো ক্ষোভ আর জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে থাকে কুফরি বিশ্ব। সাম্রাজ্যবাদকে হাতিয়ার করে, পুঁজিবাদকে বর্ম করে, শান্তি, সম্প্রীতি ও স্বাধীনতার লেবাস পরিধান করে মৃত গরুর উপরে শকুনের দল যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক তেমনি মুসলিম বিশ্বের ওপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুফরি বিশ্ব। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের নোংরা চিন্তা বাজারজাত করে প্রতিটি অঞ্চলকে অশান্তময় করে তোলে বিশ্ব মোড়লরা। গণতন্ত্রের কথা বলে এক অঘোষিত চলমান গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে দেয় দেশে দেশে। পুঁজিবাদের মুখোশ পড়ে সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার মাধ্যমে হাতিয়ে নেয় মুসলিম বিশ্বের অর্থ সম্পদ। বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক নিরাপত্তার কথা বলে সেসব অঞ্চলে অস্ত্রের রমরমা ব্যবসা করে তারা। এমনকি নিরাপত্তর মিথ্যা বুলি আওড়িয়ে বিভিন্ন দেশে বিশ্ব মোড়ল আমেরিকা তার সৈন্যদের রাখার ব্যবস্থাও করে। এসব কিছুই সম্ভব হয়েছে রাখালহীন ভেড়ার পালের কারণে। অর্থাৎ, নেতৃত্বহীন, খেলাফতবিহীন উম্মাহর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে।

স্মর্তব্য, উসমানীয় খেলাফত ১৯২৪ সালে বিলুপ্ত হলেও অনেক আগে থেকেই তা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো,

১. সতেরো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতের মোঘল সাম্র্যাজ্যের অভ্যন্তরে ব্রিটিশ বেনিয়ারা নয়া সাম্যাজ্য কায়েম করে। যার নির্মম ভোগান্তি উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে দীর্ঘ দিন যাবত পোহাতে হয়। কিন্তু উসমানীয় সালতানাত/ খেলাফত এ নিয়ে কোন মাথা ঘামানোর সুযোগ পায় নি। উপরন্তু, উসমানীয় খেলাফতকে টিকিয়ে রাখার জন্য ভারতে খেলাফত আন্দোলন গড়ে ওঠে।

২. আরববিশ্বের হযবরল অবস্থা। সেখানের নিয়ন্ত্রণ উসমানীয়দের হাতে ছিল না বললে ভুল হবে না। শরীফ হোসাইন সেখানে নিজস্ব কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

৩. সাইরেনিকায় (বর্তমান পূর্ব লিবিয়া) সানুসী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়।

৪. ১৯২৯ সালে গ্রীস স্বাধীনতা লাভ করে।

৫. ১৮৩০ সালে ফ্রান্স আলজিয়ার্স দখল করে।

৬. বলকানে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার ইন্ধনে অস্থীতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

৭. ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৪-৫৬) ইংরেজ এবং ফরাসি বাহীনি মিত্রশক্তি হিসাবে নিজস্ব প্রয়োজনে সাহায্যের হস্ত সম্প্রসারণ করলেও তাতে প্রচুর অর্থহানী হয়।

মুসলিম বিশ্বের এই টালমাটাল অবস্থায় আজকের সৌদি আরবের নাজদে জন্মগ্রহণকারী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (১৭০৩-১৭৯২ খ্রি.) এর ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। রাজনৈতিকভাবে যেমন

মুসলিমরা চরম দুর্দশার শিকার, ধর্মীয় কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে তেমনই তাদের করুণ দশা হয়েছিল। মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব মূলত ধর্মীয় সংস্কারের কাজে হাত দেন। আরব ভূখন্ডে শিরক-বিদআতসহ অনৈসলামী রসম রেওয়াজের শিখন্ডী উপড়ে ফেলতে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। তার ও তার আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের অনেকেরে বিরুপ ধারণা থাকলেও এ দেশের সর্বজনমান্য শ্রদ্ধেয় আলেম মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ. এর মূল্যায়ন সকল ভুল ধারণা অপনোদনে যথেষ্ট। তিনি লিখেছেন:

هو محمد بن عبد الله بن سليمان التميمي النجدي، زعيم النهضة الدينية الإصلاحية الحديثة في جزيرة العرب

তিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব বিন সুলাইমান আত তামিমি আন নাজদি। আরব উপদ্বীপে আধুনিক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের অগ্রনায়ক। তিনি আরো লিখেছেন:

وكان ناهجا منهج السلف الصالح، وداعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتحطيم ما علق بالإسلام من أوهام

তিনি সালাফে সালেহিনের অনুসারী। খালেস তাওহীদের দিকে এবং বিদআতকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে ও ইসলামে সংযুক্ত হরেক রকমের কুসংস্কার নস্যাৎ করার প্রতি আহবানকারী ছিলেন।

[আত তাওহীদ ওয়াশ শিরক ওয়া আকসামুহুমা, ১৮ পৃ. ৯ নং টিকা দ্র.]

উল্লেখ্য, শায়খ মুহাম্মাদ এর পূর্বেও ধর্মীয় সংস্কারের গুরু দায়িত্ব আঞ্জামের জন্য ভারেতের শায়খ আহমাদ সারহিন্দি মুজাদ্দেদে আলফে সানী রহ. সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। সম্রাট আকবর ও তদীয় পুত্র জাহাঙ্গীরের মিশ্রিত ধর্মীয় ধারার কঠোর সমালোচক ছিলেন তিনি।

যাই হোক, দীর্ঘদিন যাবত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, ধর্মীয় স্থবিরতা, জড়তা কাটিয়ে উঠতে এবং মুসলমানদেরকে সাহাবায়ে কেরাম ও ইসলামের প্রথম যুগের মানুষদের মত ইসলাম পরিপালন করতে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নাজদে একটি সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সৌভাগ্যক্রমে, তিনি তার এই আন্দোলনের জন্য একজন রাজনৈতিক ভক্ত পেয়ে যান। তিনি হলেন মুহাম্মাদ বিন সউদ। মুহাম্মাদ বিন সউদ তখন নাজদের একজন উচ্চাকাংখী গোত্রপ্রধান, যিনি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াতকে গ্রহণ করেন। তার সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন। এবং তার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এভাবেই শায়খ মুহাম্মাদের সংস্কার আন্দোলন হালে পানি পায়। রাজনৈতিকভাবে সমর্থন পায়, বরং একথা বললে অতিরঞ্জন হবে না যে, জামাই-শ্বশুর উভয় মুহাম্মাদের আন্দোলন একাকার হয়ে পড়ে। কারণ শায়খ মুহাম্মাদের একনিষ্ঠ সমর্থকদের সমন্বয়ে গঠিত 'ইখওয়ান' বাহিনী নিয়েই ইবনে সউদের পরবর্তী বংশধর আব্দুল আযীয রিয়াদ দখল করেন এবং ক্রমান্বয়ে পুরো হেজাজে নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের সংস্কার আন্দোলন খুব সহজেই হেজাজে জনপ্রিয়তা পায়। কারণ এই আন্দোলনের মূল কথাই হলো, কুরআন সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীনের পথে পরিচালিত হওয়া। গোটা আরব ভূখণ্ডে ইসলামের নামে যে কবরপূজা, মাজারপূজা, পীরপুজার সয়লাব হয়ে গিয়েছিল তার মূলোৎপাটন করে মুসলমানদেরকে ইসলামের মূল ধারার সাথে একাকার করাই ছিল এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। শায়খ মুহাম্মাদের এই আন্দোলনে প্রভাবিত হয়ে মুসলিম বিশ্বের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে একই রকম সংস্কার আন্দেলন শুরু হয়। এটা দাবী করা অসঙ্গত হবে না যে, উসমানীয় খেলাফত পরবর্তী বিশ্বব্যাপী ইসলামী আন্দোলনের পুরোধা হলেন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব রহ.। এজন্যই মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরী রহ. লিখেছেন :

وكانت دعوته الشعلة الأولى لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي كله. تأثر بها رجال الإصلاح في الهند ومصر والعراق والشام وغيرها. فظهر الآلوسي الكبير في بغداد، وجمال الدين الأفغاني في أفغانستان ومحمد عبده في مصر وجمال الدين القاسمي في الشام وخير الدين التونسي بتونس وصديق حسن خان في الهند وأمير علي في كلكتة ولمعت أسماء آخرين. وعرف من والاه وشد آزره في قلب الجزيرة بأهل التوحيد وسماهم خصومهم بأل وهابيين.

পুরো ইসলামী বিশ্বে অধুনা নবজাগরণে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের দাওয়াতই ছিল প্রথম মশাল। হিন্দুস্তান, মিসর, ইরাক, শাম ও অন্যান্য অঞ্চলে সংস্কারপন্থীরা তার দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হন। যেমন বাগদাদে আলুসী, আফগানিস্তানে জামাল উদ্দীন আফগানী, মিসরে মুহাম্মাদ আবদুহু, শামে জামাল উদ্দীন কাসেমী, তিউনিসে খাইরুদ্দীন তিউনিসি, হিন্দুস্তানে সিদ্দীক হাসান খান, কলকাতায় আমীর আলী প্রমুখ। আরব উপদ্বীপে তার সমর্থকদের আহলুত তাওহীদ (তাওহীদপন্থী) বলা হয়। তাদের বিরোধীরা তাদেরকে ওয়াহাবি নামে আখ্যায়িত করে। [আত তাওহীদ ওয়াশ শিরক, ১৮ পৃ. ৯ নং টিকা দ্র.]

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত বিশ্বের অন্যান্য ইসলামী অন্দোলনসমূহ :

১. সানুসী আন্দোলন :

সানুসী আন্দোলনের প্রবক্তা মুহাম্মাদ বিন আলী বিন সানুসী (১৭৮৭-১৮৫৯) আলজেরিয়ার একটি প্রত্যন্ত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া করতে মক্কায় আসলে শায়খ মুহাম্মাদরে সংস্কার আন্দোলনের সাথে পরিচিত হন এবং মনেপ্রাণে তা গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে গিয়ে সমাজ সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সুদান, আলজেরিয়াসহ উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকায় তার দাওয়াত বেগবান হয়। বর্তমান লিবিয়ার বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে বসবাসরত বিভিন্ন বেদুঈন সমাজে তার দাওয়াত সফল হয়। আলজেরিয়া ও সুদানেও তার দাওয়াত সাদরে গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, সানুসী ও সৌদি আরবের ওহাবি আন্দোলনের পার্থক্য ছিল এর উপস্থাপনায়। হিজাজে ইখওয়ানরা (১৯২৬-১৯২৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে আব্দুল আযীয আলে সৌদের নেতৃত্বে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের অনুসারীদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত, যদিও ইখওয়ান নাম গ্রহণ করার আগেই তারা সালাফি সৌদি আরব প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন) যেভাবে বিরোধিদের ওপর ক্ষিপ্ত ও চড়াও ছিল সানুসীর কর্মীরা তেমনটা ছিল না। মুহাম্মাদ সানুসী তার আন্দোলনের জন্য ভালবাসা, দরদ ও বিনয়কে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। এজন্যই, যে আন্দোলন হেজাজে উসমানীয়দের বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছিল, সেই একই আন্দেলন উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় তাদের সাহায্য সমর্থন পেয়েছিল। এমনকি সুলতান আব্দুল হামীদ ১৮৫৬ সালে এক রাষ্ট্রীয় ফরমানে সানুসী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দাওয়াতের খানকাগুলোকে পবিত্র ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসাবে ঘোষণা দেন।

ধর্মীয় সংস্কারমূলক আন্দোলন হিসাবে সানুসী আন্দোলনের সূচনা হলেও একসময় তা সশস্ত্র আন্দোলনে রুপ নেয়। কারণ ইটালী তার সাম্রাজ্যবাদী চেহারা প্রদর্শনের জন্য ১৯১১ সালে ত্রিপলী আক্রমণ করে বসে। তখন স্বদেশ স্বজাতিকে রক্ষার জন্য সানুসীরা হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ১৯৫০ সালে মুহাম্মাদ সানুসীর পৌত্র আল সাঈদ মোহাম্মাদ ইদ্রীসের হাত ধরে বর্তমান লিবিয়ার জন্ম হয়।

২. মাহদীয়া আন্দোলন :

এই আন্দোলনের সূতিকাগার সুদান। সুদানের লাবাব দ্বীপের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মুহাম্মাদ আহমাদ মাহদী ১৮৪৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। মারা যান ১৯৮৫ সালে। ছোট বেলায় কুরআনুল কারীম হিফয করেন। রাজধানী খার্তুমে উচ্চশিক্ষার জন্য গমন করলে বড় বড় আলেম, সূফি ও রাজনীতিবিদের সাথে পরিচিত হন। মুহাম্মাদ মাহদী ধর্মীয় শিক্ষার ফলে সমাজে পূণ্যবান ও নির্লোভী হিসাবে বিবেচিত হতেন। সুদানে তখন মিসরের কর্তৃত্ব বজায় ছিল। ফলে মিসরীয় সূফীবাদের বিভিন্ন ধারা এবং মাজার, খানকাহ ও পীরকেন্দ্রীক শিরক বিদআতের ব্যাপক প্রচলন ছিল সুদানে। মাহদী একদিকে যেমন ধর্মীয় সংস্কারে আত্মনিয়োগ করে মুসলিমদেরকে সাহাবায়ে কেরাম ও ইসলামের প্রথম যুগের মূল ধারায় ফিরিয়ে নিতে চেষ্টিত হন এবং এক্ষেত্রে তিনি ওহাবি আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হন, বিশেষত নিকটস্থ লিবিয়ায় সানুসী আন্দোলন দ্বারা, অপরদিকে, সুদান থেকে ব্রিটিশ আশ্রিত মিসরীয়দেরকে সুদান ছাড়া করতে একটি দক্ষ সেনাবাহীনি গঠন করেন। অর্থাৎ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকে তিনি সুদানে একটি বৃহত্তর

গণআন্দোলনের সৃষ্টি করেন। ১৯৫৫ সালে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত সুদানে অদ্যাবধি মাহদীয়া আন্দোলনের ছাপ সুস্পষ্ট। সুদানের জনগণের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে এই আন্দেলন। প্রফেসর এ বি এম হোসেন রিখেছেন, 'মাহদী আন্দোলন ও বিদ্রোহ এবং বৃটেন ও মিসরের বিরুদ্ধে তার কৃতকার্যতায় সমসাসয়িক মুসলিম বিশ্বে একটি আস্থার সৃষ্টি হয় যে, নিজেদের উজ্জীবনের মাধ্যমে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন যত শক্তিশালী হোকনা কেন, তা অবসান ঘটানো সম্ভবপর।'

৩. জিহাদ আন্দোলন :

মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসনের সূচনা হয়। এরই মাধ্যমে ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যাকাশে দুর্দিনের এমন সূর্য উদিত হয়, যা বাস্তবিকপক্ষে এখনও অস্ত যায় নি। বৃটিশ ভারতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসে আহলে হাদীস ওলামায়ে কেরাম। এই জিহাদ আন্দোলন আঠারো শতকের শুরুভাগ থেকে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বৃটিশদেরকে বেকায়দায় ফেলে দেয়। যদিও ইংরেজ শাসনের শুরুতেই শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর সতর্কতা, ধর্মীয় পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ এবং তদীয় পুত্র শাহ আব্দুল আযীয়ের ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা মুসলমানদেরকে, বিশেষ করে আহলে হাদীসদেরকে উজ্জীবিত করেছিল এবং তারা সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল শহীদের বালাকোট আন্দোলন ও ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে ইমারতে ইসলামী প্রতিষ্ঠায় হেজাজের শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব লক্ষণীয়। এই প্রভাব এত বেশী প্রকট যে, আহলে হাদীসদেরকে ইংরেজরা ওহাবি নামে আখ্যা দেয়া শুরু করে। ওহাবি দেখলেই তারা তাদের জেলখানায় ধরে নিয়ে যেত। যাইহোক, পাক ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে শিরক বিদআতের সয়লাব কারো অবিদিত নয়। এসব শিরক বিদআত মূলোৎপাটনে শাহ ইসমাঈল শহীদ রহ. ময়দানে অবতীর্ণ হন। তিনি সৈয়দ আহমাদ ব্রেলভীর প্রধান সেনাপতি হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। সেনাবাহীনির মধ্যে শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে তিনি অগ্নিঝরা বক্তব্য দেন। তাকবিয়াতুল ঈমান নামক মূল্যবান গ্রন্থ রচনান মাধ্যমে সকলকে শিরক বিদআতের বিরুদ্ধে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করেন। গ্রন্থখানি ভারতের প্রেক্ষাপটে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, হেজাজের শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের কিতাবুত তাওহীদের সমমানের এবং ততখানিই প্রভাববিস্তারকারী।

৪. অন্যান্য আন্দোলন ও ব্যক্তিবর্গ :

ক. আব্দুল কাদির আল জাযায়েরি রহ.। আলজেরিয়ার মর্দে মুজাহিদ আব্দুল কাদির রহ. ফরাসী ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করেন। তার সময়কাল ১৮০৮-১৮৮৩ খ্রি.। দীর্ঘ পনেরো বছর তিনি ফরাসী ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে জিহাদে নেতৃত্ব দেন। আলজেরিয়ার স্বাধীনতার জন্য অমর হয়ে আছেন তিনি।

খ. উসমান দান ফদিয়োর (১৭৫৪-১৮১৭ খ্রি.)

ফরাসীদের বিরুদ্ধে তার আন্দোলনের ফলে নাইজেরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। তিনিও মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন।

গ. রশিদ রিযা

মুহাম্মাদ রশিদ রিযা (১৮৬৫-১৯৩৫খ্রি.) লেবাননে জন্মগ্রহণকারী একজন আরবি সাহিত্যিক, মুফাসসির ও সংস্কারক। প্রথমদিকে তার গুরু মুহাম্মাদ আবদুহুর একনিষ্ঠ সমর্থক থাকলেও বেশকিছু বিতর্কিত বিষয়ের অবতারণা হলে তিনি স্বতন্ত্র ধারায় নিজেকে পরিচালিত করেন। বিশেষ করে মুহাম্মাদ আবদুহুর আরেক শিষ্য কাসিম আমীন (১৮৬৩-১৯০৮ খ্রি.) নারী স্বাধীনতার সমর্থনে তাহরীরুল মারআহ(নারী মুক্তি) ও আল মারআহ আল জাদিদাহ (নতুন নারী) নামে দু'টি গ্রন্থ রচনা করলে তা ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। রশীদ রিযা এরপর প্রকাশ্যে তার

গুরুর বিরোধিতা করেন। রশীদ রিযার ইসলাম সম্পর্কিত চিন্তাগুলো জনসম্মুখে আসে তার সম্পাদিত আল মানার পত্রিকার মাধ্যমে। ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত এই পত্রিকা অল্প দিনেই তুমুল জনপ্রিয়তা পায়। তিনি ইসলাম সম্পর্কিত পশ্চিমাদের আপত্তিগুলোর জবাব দিতে থাকেন এই পত্রিকার মাধ্যমে। সেই সাথে ইসলামের আধুনিক ব্যাখ্যা এবং সালাফদের আদলে ইসলাম পরিপালনের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। তার সংস্কারমূলক এই পত্রিকা পড়েই হাদীস চর্চার জন্য বিশ্বখ্যাত শায়খ নাসিরুদ্দীর আলবানী রহ. নিজেকে উৎসর্গ করেন। রশীদ রিযার চিন্তাধারায় সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েন ইখওয়ানুল মুসলিমীনের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল বান্না রহ.(যদিও তার অনেক চিন্তাধারার সাথে সালাফি মানহাজের বেশ বিরোধ আছে)। রশীদ রিযা ইমাম ইবনে তাইমিয়া, জামালুদ্দীন আফগানি ও মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের দ্বারা সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত ছিলেন।

৬. মাহমুদ আলুসী

আবুস সানা শিহাব উদ্দীন মাহমুদ বিন আব্দুল্লাহ আল আলুসী আল বাগদাদী আল হুসাইনী (১৮০৩-১৮৫৪ খ্রি.) বাগদাদে জন্মগ্রহণকারী বিরল প্রতিভার অধিকারী একজন শ্রেষ্ঠ মুফাসসির, ফকিহ ও মুজতাহিদ। তার শ্রেষ্ঠত্বের সেরা নিদর্শন রুহুল মাআনীনামক বিখ্যাত তাফসীরগ্রন্থ। শাফেঈ মাযহাবের অনুসারী হলেও আকীদার ক্ষেত্রে তিনি পুরোপুরি সালাফি ছিলেন। এর প্রমাণ মিলে আল্লাহর আসমা ওয়া সিফাতের ক্ষেত্রে তার অবস্থান। রুহুল মাআনী পড়লেই তা প্রতিভাত হয়ে উঠবে। আল্লামা আলুসীও রহ. তার চিন্তাধারাও সালাফি আকীদার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবের দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, আলুসীর পরিবারকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের জন্য কবুল করে নেন। ফলে তার সন্তান আব্দুল্লাহ আলুসী, আহমাদ শাকের আলুসী, নু'মান আলুসী ও আব্দুল বাকী আলুসী সকলেই নিজ নিজ অবস্থান থেকে ইলমের খেদমত করে গেছেন। মুসলিম বিশ্বে বাগদাদের এই পরিবার ইলমী পরিবার হিসাবে সমাদৃত।

উপসংহার : ধর্মীয় কুসংস্কারে নিমজ্জিত মুসলিমদেরকে ইসলামের স্বচ্ছ ঝর্নাধারায় অবগাহনের জন্য দাওয়াত, তাবলীগ, জিহাদ সহ সর্বক্ষেত্রে সরব পদচারণার জন্য শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবকে হিজরি বারো শতকের মুজাদ্দিদ হিসাবে গণ্য করা হয়। তার দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলনে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের সংস্কারকরাও প্রভাবিত ছিলেন এবং এরই ফলে দীর্ঘদিন যাবত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, ইসলামের মূল ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, স্থবির ও পশ্চাদপর মুসলিম জাতি মুক্তির প্রকৃত পথের সন্ধান লাভে ধন্য হয়। খালেছ তাওহীদের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বের নানা প্রান্তে। উম্মাহকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তিনি। ইমাম ইবনু তাইমিয়ার পর আরববিশ্বে সবচেয়ে বড় সংস্কারক হিসাবে মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবকেই গণ্য করতে হবে।

আল্লাহ তাকে জান্নাতবাসী করুন। তার দাওয়াত ছড়িয়ে পড়ুক মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি ঘরে ঘরে। আমীন।

সহায়ক গ্রন্থাবলী :

১. আত তাওহীদ ওয়াশ শিরক ওয়া আকসামুহুমা, জুনায়েদ বাবুনগরী

২. হাযিরুল আ'লাম আল ইসলামী, ড. আহমাদ হাররান

৩. মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস অটোমান সাম্রাজ্য থেকে জাতিসত্তা রাষ্ট্র, প্রফেসর এ বি এম হোসেন

৪. মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস (উনিশ ও বিশ শতক), এম এ কাউসার

৫. আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য, সফিউদ্দীন জোয়ারদার

৬. উইকিপিডিয়া।

সিরাতে রাসূল সা. জানা ও গবেষণার গুরুত্ব

আব্দুল মতিন

শিক্ষা ও গবেষণা সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ;
যুগ্ম-পরিচালক, শুব্বান রিসার্চ সেন্টার; আহ্বায়ক, শুব্বান পুনর্মিলনী বাস্তবায়ন কমিটি ২০২২

মানব জীবনের গতিপথকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে সিরাতুর রসূল তথা রসূল সা.-এর জীবনী অধ্যয়ন ও গবেষণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন বড় বড় মনীষীদের জীবনী তারা নিজেরা বা তাদের অনুসারীরা লিপিবদ্ধ করছেন এবং তাদের সে জীবনী পাঠ করে সাধারণ মানুষ উপকৃত হচ্ছে; তখন রসূলের জীবনী অধ্যয়ন সকলের জীবনী থেকে আরো বেশি অগ্রাধিকার রাখে। রসূলের জীবনী অধ্যয়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় ভালভাবে মনে রাখা উচিৎ:

১. রসূলের জীবনী অধ্যয়ন, পাঠ, গবেষণা ও গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা থাকতে হবে। কেননা, তা একজন মুসলিম জীবনের চলার পাথেয় হিসেবে গণ্য।

আর এ কারণেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে পূর্ববর্তী অনেক নবী-রসূলের জীবনীকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। অধিকন্তু সেজীবনীগুলো উল্লেখের হিকমত মহান আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনেই অনেক জায়গায় বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলছেন:

﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾

"আর আমি রসূলগণের সব বৃত্তান্তই আপনাকে বলছি, যার দ্বারা আপনার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে আপনার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয়বিষয়বস্তু উপস্থিত হয়েছে। *(সূরা হূদ: ১১/১২০)*

সূরা আন'আমে ধারাবাহিকভাবে উনিশ (১৯) জন রসূলের কথা উল্লেখের পর মহান আল্লাহ্ তাঁর রসূল মুহাম্মাদ সা.-কে তাঁদের পথনির্দেশনা (হেদায়াত) অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমনটি আয়াতের ভাষা:

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ﴾

"এরা এমন ছিল, যাদেরকে আল্লাহ্ পথ পদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। *(সূরা আন'আম, ৬/৯০)*

২. রসূলের জীবনীকে পূর্ণাঙ্গ ভাবে জানতে হবে, যেন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর উদাহরণগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। যাতে করে তাঁর জীবনী ইসলামিক বিধিবিধান ও শরী'আতের ব্যবহারিক বিষয়গুলোর সমন্বয়ক হয়। যাতে কোনো কুধারণাকারী এ ধারণা করতে না পারে যে, এ সকল বিধিবিধান পরস্পরবিরোধী, সমন্বয়ের যোগ্যতা রাখে না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾

"যারা আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। *(সূরা আহযাব, ৩৩/২১)*

অতঃপর যখন মা আয়িশা রা. আনহা-কে রসূলের চরিত্রের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তখন তিনি বললেন:

(كان خلقه القرآن)

অর্থাৎ তাঁর চরিত্র তো আল-কুরআন।

৩. বিশ্বস্ত মূল উৎসের মাধ্যমে ধারাবাহিক সনদে নির্ভরযোগ্য সিরাতুন নাবী তথা রসূলের জীবনী উপস্থাপন করতে হবে। সেখানে উপস্থাপিত হবে রসূল সা.-এর জীবনের সকল বিষয়ের বিস্তর বর্ণনা; যা হতে পারে রসূলের ব্যক্তিগত কিংবা সাধারণ বিষয়, তাঁর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। আবার হতে পারে এ বিষয়গুলো কোনো ঐতিহাসিক ঘটনা যা নবী মুহাম্মাদ সা.-এর নবুয়্যাত প্রাপ্তিকে সত্যায়িত করবে। তবে এর উৎসগুলো কোনো অবস্থাতেই পরস্পর বিরোধী হবে না।

৪. তার জীবনীর মাধ্যমে ইসলামের মহত্ত্ব ও শক্তি সম্পর্কে জানা যায়। যখন আমরা জানতে পারব যে, এ ধর্ম তার যাবতীয় নিয়ম-নীতি ও বিধিবিধান প্রণয়ন করেছে এবং ভূ-গোলকের বিরাট অংশে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতি শক্তির ভারসাম্যকে উলট-পালট করে দিয়ে একটি শক্ত সভ্য মডেল উপস্থাপনা করেছে যা আজো চলমান। আমরা যদি জানতাম যে, এই মহত্ত্বের বিশাল কাঠামোটি স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেএকটি স্বল্প সময়ের মধ্যে, তাঁর -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- জীবনের সময়কালে, যা তাঁর নবুয়্যাতের পরে, যা কেবলমাত্র তেইশ বছরের বেশি অতিক্রম করেনি।

রসূল সা.-এর জীবনীর উৎস:

নথিপত্র ও দলীল-প্রমাণ হচ্ছে ইসলামী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য দ্বারাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বশেষ রিসালাতকে গুণান্বিত করেছেন এবং এটাই তাঁর হিকমতের পূর্ণতার অংশ। কারণ শেষ ধর্ম অবশ্যই সৌভাগ্যের প্রতীক এবং তা সংরক্ষিত থাকবে যাতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত মানবজাতির প্রজন্মের পর প্রজন্ম অনুসরণ করে চলতে পারে। এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা সূরা হিজরের ৯নং আয়াতে বলেন:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

الذِّكْرُ (যা ইসলামী শরী'আর উৎস আল-কুরআন ও সুন্নাহ্-এর দিক থেকে)-এর সংরক্ষণের পূর্ণতা মানে সিরাতকে সংরক্ষণ করা। আর এ কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রসূলের সিরাত বিভিন্ন বিশ্বস্ত সূত্রে সংরক্ষণ ও হেফাজত করার বিষয়টি নির্ধারণ করেছেন। আর এ গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হচ্ছে ৩টি, যেগুলো:

১. আল-কুরআন: আল-কুরআনে রসূলের সিরাত তথা জীবনী সংক্রান্ত অনেক দিক বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'য়ালা তার শৈশবকালের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন:

﴿ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾

"তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। আর তিনি তোমাকে পেয়েছেন পথ না জানা অবস্থায়। অতঃপর তিনি পথনির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তোমাকে পেয়েছেন নিঃস্ব। অতঃপর সমৃদ্ধ করেছেন।" (সূরা যুহা, ৯৩/৬-৮)

তেমনি আল্লাহ তায়ালা রসূলের উপর ওহী নাযিলের ঘটনাও বর্ণনা করছেন যখন তিনি ভয়ে খাদীজার রা. কাছে ছুটে গিয়ে তাঁকে একথা বলেন: (زملوني ودثروني) তথা "আমাকে চাদর দিয়ে আবৃত করে দাও, বস্ত্র দিয়ে মুড়িয়ে দাও আমাকে" তখন আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেন:

يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ– قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا– نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا – أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا – إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

"হে চাদরাবৃত! রাতে সালাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ব্যতিত। রাতের অর্ধেক কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম। অথবা তার চেয়ে একটু বেশি। আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কুরআন আবৃত্তি কর। নিশ্চয়ই আমি তোমার প্রতি এক অতিভারী

বাণী নাযিল করছি"। *(সূরা আল-মুয্যাম্মিল, ৭৩/১-৫)* এ বিষয়ে তাঁর প্রতি আরো অবতীর্ণ করা হয়:

﴿ يَاأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ–قُمْ فَأَنْذِرْ– وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ﴾

"হে বস্ত্রাবৃত! উঠ, অতঃপর সতর্ক কর। আর তোমার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর"। (সূরা আল-মুদ্দাসসির, ৭৪/১-৩)।

এছাড়াও যাইদ বিন হারেসার বন্ধন থেকে যায়নাব বিনতে জাহশের তালাক হওয়ার পর রসূলের সাথে বিয়ে হওয়ার ঘটনাটিও আল্লাহ্ তায়ালা উল্লেখ করেন। যেমন আল্লাহর বাণী:

((وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا))

"আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে। আর স্মরণ কর, আল্লাহ যার উপর নেয়ামত দিয়েছিলেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলে, তুমি যখন তাকে বলেছিলে 'তোমার স্ত্রীকে নিজের কাছে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর'। আর তুমি অন্তরে যা গোপন রাখছ আল্লাহ্ তা প্রকাশকারী এবং তুমি মানুষকে ভয় করছ অথচ আল্লাহই অধিকতর হকদার যে, তুমি তাকে ভয় করবে; অতঃপর যায়েদ যখন তার স্ত্রীর সাথে বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে মুমিনদের কোনো অসুবিধা না থাকে; যখন তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহসম্পর্ক ছিন্ন করে। আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর হয়ে থাকে"। *(সূরা আল-আহযাব, আয়াত: ৩৩/৩৬-৩৭)*

তেমনি তাঁর জীবনী সম্পর্কে আল-কুরআনে এসেছে, নানান বিষয় সম্পর্কে সাহাবাদের কিংবা অন্যদের রসূলকে প্রশ্নের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ আয়াত, আবার রসূলকে রূহের ব্যাপারে ইহুদীদের প্রশ্নের ঘটনায় আল্লাহ্ নাযিল করেন:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

"আর তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বল, 'রূহ আমার রবের আদেশ থেকে, আর তোমাদেরকে জ্ঞান থেকে অতি সামান্যই দেয়া হয়েছে"। *(সূরা আল-ইসরা, ১৭/৮৫)*

রসূল সা.-এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা রা কে নিয়ে জীবন ঘনিষ্ঠ ইফকের ঘটনা যা আল-কুরআনে সূরা নূরের দশের অধিক আয়াতে (১১-২৬) অতি গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. **নবী সা.-এর সুন্নাহ:** সুন্নাহ হলো যেখানে নবী সা.-এর নিজের বর্ণনায় অথবা তাঁর সাহাবীদের (রিজওয়ানুল্লাহি আলাইহিম) বর্ণনায় তাঁর জীবনী পূর্ণ ও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৩. সীরাত নিয়ে রচিত নানান সীরাত সংকলন গ্রন্থাবলি যেগুলোর কাজ রসূলের যুগ থেকে শুরু হলেও মুয়াবিয়া ইবনে আবী সুফিয়ানের যুগ থেকে বিশেষত আসল রচনা ও সংকলন শুরু হয়েছিল যা আজ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় চলমান রয়েছে।

রসূল সা.-এর জীবনী যেভাবে সংরক্ষণ ও সংকলন করা হয়েছে এভাবে তাঁর আগে বা পরের কোনো মানুষের জীবনী সংরক্ষণ ও সংকলন করা হয়নি। আর এ তিন উপায়ে রসূল সা. -এর জীবনী বিশুদ্ধ ও বিস্তরভাবে আলোচিত ও বর্ণিত হয়েছে। আর মানব জীবনের সকল স্তর সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সাজাতে, পরিচালনা করতে, পারস্পরিক মতভেদে সঠিক সমাধান পেতে, মধ্যম পন্থায় হেকমতের সাথে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করতে, সর্বোপরি, সুখী সমৃদ্ধ একটি আবাসযোগ্য পৃথিবী সাজাতে রসূলের সিরাত পাঠ ও গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুন, আমীন।

দাওয়াতে দ্বীন : কিছু কথা

শাইখ আব্দুল গফুর মাদানী

ইসলাম হলো মিশনারী ধর্ম। প্রতিটি মুসলিমের ওপর আবশ্যক হলো তিনি যা জানেন তা অন্যের নিকট প্রচার করা। আল্লাহর মনোনীত ধর্মের প্রতি মানুষকে আহবান জানানো। দাওয়াতে দ্বীনের কার্যক্রম স্তিমিত হলে উম্মাহ হিসেবে যেমন আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো, সাংগঠনিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়ব। মুসলিম হিসেবে যেমন আমরা সবাই দাওয়াত দিব, ঠিক তেমনি কছু লোকের দলবদ্ধ প্রচষ্টোর মাধ্যমে সম্মিলিতভাবেও দাওয়াত দিব। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা দরকার যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।" (সূরা আলে ইমরান, ০৩/১০৪)। অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানবতার কল্যাণের জন্য, তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।" (সূরা আলে ইমরান. ৩/১১০)। আমরা এই লেখায় দা'ওয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও দাঈর কিছু মৌলিক গুণাবলী তুলে ধরব।

দাওয়াতের নীতিমালা ও দাঈর আবশ্যকীয় গুণাবলী :

১. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দেখানো পথে দাওয়াত দিতে হবে। নিজস্ব আবিষ্কৃত পথ-পদ্ধতিতে দা'ওয়াত দান কখনোই সফলতা বয়ে নিয়ে আসে না। দা'ওয়াতে দ্বীন আল্লাহ কর্তৃক মুসলিমদের ওপর গুরুদায়িত্ব। দাওয়াতের মাসলাক ও মানহাজ তথা পথ ও পদ্ধতিও আল্লাহ তায়ালাই বলে দিয়েছেন। *আল্লাহ তায়ালা বলেন,*

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"জ্ঞান বুদ্ধি ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে (মানুষদেরকে) আহবান করো এবং তার সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করো।" *(সূরা আন নাহল, ১৬/১২৫)*

উক্ত আয়াতের ব্যাখায় শাইখ বিন বায রহ. বলেন, المراد بالحكمة الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق والدحضة للباطل - হিকমাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বাতিল খণ্ডনকারী সুস্পষ্ট, এবং সত্য উম্মোচনকারী বিশ্বস্ত অকাট্য দলীল।

وقال بعض المفسرين المراد بالحكمة الأدلة من الكتاب و السنة

কোনো কোনো মুফাসসির বলেন, হিকমাহ এর উদ্দেশ্য কুরআন ও সুন্নাহের দলীলসমূহ।

২. দা'ওয়াত দাতাকে অবশ্যই শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ

"বলুন! এটাই (অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম) আমার পথ আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করছে তারাও আল্লাহর পথে আহবান করে স্পষ্ট জ্ঞানের মাধ্যমে, আল্লাহ মহান, পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। *(সূরা ইউসুফ ১২/১০)*

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর প্রথম ওহি দ্বারা নিজ রব থেকে পড়ার নির্দেশ এসেছে। শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হার তার 'আল উসুলুস সালাসাতু ওয়া আদিল্লাতুহা' গ্রন্থে বলেন, আপনার জন্য চার মাসয়ালা জানা আবশ্যক। ১. জ্ঞান ২. আমল ৩. দাওয়াহ ৪. ধৈর্য্য।

৩. শিরক মুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত হতে হবে। আল্লাহর নির্দেশনা وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই- এ সম্পর্কে শায়খ সালেহ বিন ফাওজান বিন আব্দুল্লাহ আল ফাওজান তার محاضرات في العقيدة

والدعوة নামক গ্রন্থে (প্রথম খন্ড, ১২৫ পৃ.) বলেন, "দাঈর জন্য আবশ্যক এই যে, সে নিজ আত্মাকে সংশোধন করবে, অতঃপর নিজ পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজনদের ভুলত্রুটি সংশোধন করবে অতঃপর অন্য মানুষকে দাওয়াত দিবে।" মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং পরিবার- পরিজনকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো; যার ইন্ধন/লাকড়ী হবে মানুষ ও পাথর।" (সূরা আত তাহরীম, ৬৬/৬)। অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ

"আর তোমার নিকটাত্মীয় স্বজনদের সতর্ক করে।" (সুরা আশ শুয়ারা, ২৬/২১৪)

৫. দাঈকে মুখলেস/নিষ্ঠাবান হতে হবে। লোক দেখানো, শুনানো, সুনাম, সুখ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে যে দাওয়াত তা ফলাফলশূণ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين

"তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন নিষ্ঠার সাথে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করে।" (সূরা আল বাইয়েনাহ, ৯৮/৫)

৬. দাঈকে ধৈর্য্য ও সহনশীল এবং নম্র- ভদ্র হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

"অতঃপর আল্লাহর পক্ষ হতে রহমতের কারণে তুমি তাদের জন্য নম্র হয়েছিলে আর যদি তুমি কঠোর স্বভাবের, কঠিন হৃদয়ের হতে, তবে তারা তোমার আশপাশ থেকে সরে যেত।" (সূরা আলে ইমরান, ৩/১৫৯)

৭. ইলম অনুযায়ী আমলকারী হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা নিজেরা করোনা। (সুরা আস ছফ ৬১/২)

৮. দাঈকে উত্তম আদর্শের ধারক ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যেই আছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল আহযাব, ৩৩/২১)

দাওয়াতের মাধ্যম :

১. শিক্ষা সমাবেশ,
২. জুমআর খুৎবা, সাপ্তাহিক, মাসিক আলোচনা সভা,
৩. হজ্ব মৌসুমে আগত হাজ্বীদেরকে দাওয়াত দান,
৪. ছাত্র ও যুব সমাজের সাথে মিলেমিশে তাদেরকে দাওয়াত দেয়া,
৫. বই-পত্র প্রকাশ,
৬. ওয়াজ মাহফিল,
৭. লিফলেট, হ্যান্ডবিল ও ফেস্টুন প্রকাশ,
৮. ওয়াল রাইটিং,
৯. আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার। যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, ইউটিউব, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ইমো।
১০. প্রিন্ট মিডিয়া। যেমন, পত্রিকা, ম্যাগজিন, স্মরণিকা ইত্যাদি।

উপসংহার : দাওয়াতে দ্বীন ব্যতিত কখনোই দ্বীন ইসলাদের মহত্ত ফুটে উঠবে না। সাহাবায়ে কেরাম দা'ওয়াতের জন্যই নিজের সবকিছু ত্যাগ করে উৎসর্গিত হয়েছেন, কালিমার পতাকা নিয়ে ছুটে চলেছেন দিগদিগন্তে। ছড়িয়ে দিয়েছেন ইসলামের সুনির্মল স্বচ্ছ বাণী। শুব্বানে আহলে হাদীসের স্কন্ধের ওপরে দ্বীনের যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তা পালনের জন্য তাদেরকেও নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। ছড়িয়ে দিতে হবে ইসলামের সৌন্দর্য। আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে কবুল করুন- আমিন।

আমার চোখে শুব্বান সভাপতিবৃন্দ

মোঃ আব্দুল হাই
সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সম্পাদক
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

১. অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম :

২০০২ সালের মাঝামাঝি সম্ভবত। তখন আমি ৯ম-১০ম শ্রেণির ছাত্র। প্রচুর বই পড়ার অভ্যাস। আরাফাতে প্রকাশিত সাংগঠনিক রিপোর্টগুলোও বাদ যায় না কিছুতেই। সে সুবাদেই অধ্যাপক আসাদুল ইসলাম পরিচিত একটি নাম। এমন এক সময়ে হঠাৎ দেখি এলাকার মসজিদ গুলোতে উৎসবের আমেজ। কারণ হিসেবে শুনলাম শুব্বানের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি আমার গাইবান্ধা সফরে আসছেন।

বাবার উৎসাহে এগিয়ে চলা। নির্দিষ্ট দিনে কাতারের সামনের দিকে। চাঁপাদহ পাঁচজুম্মা মসজিদ। উত্তর ইলাকা জমঈয়তের সবচেয়ে বড় মসজিদ। স্পষ্ট মনে আছে, সাদা পাজামা পাঞ্জাবী পরিহিত মধ্যমাকৃতির একজন মানুষ খুৎবার মিম্বারে। কানাকানি ফিসফিসে বুঝলাম ইনিই প্রিয় আসাদুল ইসলাম ভাই।

সেদিন খুৎবায় কি বলেছিলেন সেটা সঠিক মনে না থাকলেও তৃণমূল শুব্বানের জন্য যে গঠনমূলক নির্দেশনা দিয়েছিলেন তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু সেদিনের সেই আলোচনাই যে আমার কিশোর মনে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলো তাও অনস্বীকার্য। তারপর টুকটাক কথাবার্তা, মাঝখানে দীর্ঘ বিরতি। কিন্তু এ আমার সরল স্বীকারোক্তি যে, সেদিনের সেই সাজানো গোছানো মনোমুগ্ধকর উপস্থাপনাই শুব্বানের প্রতি তৈরি করে গভীর ভালোলাগা।

তার সম্পর্কে অনেক মন্তব্যের মধ্যে ৩ টি এমন-

১. সাংগঠনিক খুঁটিনাটি বিষয়ে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।
২. প্রাঞ্জলভাষী, দর্শককে মুগ্ধ করে রাখার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার।
৩. আক্রমণাত্মক নয় বরং কৌশলে কাজ হাসিল করার পলিসিই তিনি বেশি পছন্দ করেন।

২. ড. ইফতেখারুল আলম মাসউদ : শুব্বান সভাপতি হিসেবে থাকাকালীন সময়ে তাকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়নি। একাডেমিক পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত তখন। তবে ঢাকায় আসার পর যতটুকু দেখেছি তাতে মনে হয়েছে,

১. তিনি একজন বিজ্ঞ, সুপণ্ডিত, অধ্যবসায়ী। ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে তার আলোচনা জ্ঞানের খোরাক ও মুগ্ধ করার মতো।
২. তিনি ও তার পরিবার সংগঠনের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। তার কাছে থেকে সংগঠন কিছু নিতে পারছে কিনা, এ আমার বোঝার বাইরে!?
৩. তার লেখনী তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক। আহলে হাদীসদের প্রাচীন ইতিহাস ও কর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণামূলক লেখা পাওয়ার সময়ের দাবিটুকু তিনি পূরণ করতে পারেন।

৩. শাইখ আব্দুল মাতীন :

আমার কাছে পড়াশোনাটা তখন নেশার মতো। বলা যায়; সবচেয়ে ভালোলাগার। পাশাপাশি সাংগঠনিক রিপোর্টের সুবাদে ঐক্য বিচ্ছেদের অনেক কিছুই তখন বুঝতে শিখেছি। এটাও বুঝতে শিখেছি যে, ঐক্যের বৃহত্তর সংগঠন শুব্বানের বিষয়ে কারো সাথে কোনো আপোষ নেই।

শুনলাম মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়ার তারুণ্যদীপ্ত, টগবগে তরুণ শাইখ আব্দুল মাতীন। নতুন শুব্বান সভাপতি। আসছেন আমার গাইবান্ধায়।

যথারীতি সামনের কাতারে যাওয়ার তাড়া। পাঁচজুম্মা মসজিদ। জায়গা পেলাম। তবে এবারে ভিতরে নয়, বারান্দায়। সাদা জুব্বা পরিহিত, গৌরবর্ণের প্রিয় ভাই ইসলামের ইতিহাসের নানান অনুপ্রেরণাদায়ী ঘটনা বললেন। বক্তৃতায় যেনো আগুন ঝড়ছিলো। আবেগে উদ্বেলিত হচ্ছিল মন ও প্রাণ। বুঝলাম সংগঠন করলে এমন নেতার সাথেই করতে হবে। এরপর একটা বিরতি।

বিরতি কাটিয়ে ঢাকায় এলাম প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের

একজন দায়িত্বশীল হিসেবে। পাশাপাশি শুব্বান কর্মী হিসেবে জায়গা পেলাম "কেন্দ্রীয় শুব্বান মেসে"। উল্লেখ্য, এ দুটো ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন জমঈয়তের তৎকালীন সেক্রেটারি জেনারেল মীর আবদুল ওয়াহহাব লাবীব স্যার। যিনি ছিলেন গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তের দীর্ঘদিনের অভিভাবক। আল্লাহুম্মাগফির লাহু ওয়ার হামহু..।

যাহোক, মেসে উঠেই দেখলাম পাশের গেস্ট রুমেই প্রিয় আবদুল মাতীন ভাই। সেদিনের অনুভূতি ছিলো অন্য রকম। এরপর আপদে বিপদে, পরামর্শে তিনি ছিলেন একজন যোগ্য অভিভাবক, যা আজো চলমান। তাকে নিয়ে ৩ টি মন্তব্য :

১. সংগঠনের একনিষ্ঠ সেবক, পরিশ্রমী। সংগঠনের জন্য স্বার্থত্যাগের প্রশ্ন আসলে তাকে সামনে পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

২. তিনি হলেন "আম-জনতার নেতা"। এটা এজন্য বললাম যে, সব স্তরেই মিশতে পারার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার।

৩. তার কাছে কর্মীরা নির্ভয়ে তাদের চাওয়া পাওয়ার কথা বলতে পারে। এটা একজন নেতার অন্যতম ভালো গুণ।

৪. শাইখ নূরুল আবসার :

গাইবান্ধা জেলা মসজিদ। সফেদ পাজামা পাঞ্জাবি পরিহিত একজন মানুষ একা বসে আছে। একটু মোটাসোটা, সুন্দর গড়নের। একাকি; হয়তো সাময়িক সময়ের জন্য। সালাম দিয়ে পরিচয় দিলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই আলাপচারিতা। সাংগঠনিক খোঁজখবর। সত্যিই! ভীষণ অবাক হয়েছিলাম সেদিন। মনে হয়েছিলো; না জানি কতদিনের পরিচয়!!

এরপর ঢাকায় বিভিন্ন প্রোগ্রামে, তার মাদরাসায়। এভাবেই কাছ থেকে দেখা। তাকে সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হলো,

১. গুরুগম্ভীর, ব্যক্তিত্ববান। স্থীর বুদ্ধিসম্পন্ন।

২. মনে হয় একটু অন্তরমুখী। বড় কোনো সিদ্ধান্তে সঠিক পরামর্শে তিনি উপযুক্ত।

৫. শাইখ আবদুল্লাহিল কাফী আল মাদানী :

তার সাথে পরিচয় আমার ঢাকায়। সাংগঠনিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাকে দেখি। মিশতে চেষ্টা করি। তার অতি সহজ সরল চলাফেরায় মুগ্ধ হই। কিন্তু সাদাসিধা চেহারার আড়ালে তার যোগ্যতা, দক্ষতা, অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধতা আরো বেড়ে যায়। তার খুব আদর করে দায়িত্ব বুঝে দেয়ার পদ্ধতিটা বেশ চমৎকার। কিছু মানুষ আছে যাদের কে দেখলেই মন থেকে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে করে তিনি তাদের অন্যতম। যে নেতার আদেশ হাসতে হাসতে পালন করা যায়; তিনি হলেন তেমন। সারল্যের আবডালে স্থীর, প্রজ্ঞাপূর্ণ, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের মানুষ তিনি। তাকে নিয়ে এভাবে বলা যায়,

১. ইবাদতগুজার, পরহেজগার। মানসিকতায় প্রশস্ত। কর্মীবান্ধব নেতা।

২. চলনে-বলনে সাদাসিধা তবে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন।

৬. মোঃ রেজাউল ইসলাম :

আমি তখন "শুব্বান কেন্দ্রীয় মেস" সভাপতি। বিভিন্ন প্রোগ্রাম, ইফতার মাহফিলের প্রধান অতিথি রেজাউল ইসলাম ভাই। এছাড়াও আমার আহবানে গাইবান্ধার দু'একটা প্রোগ্রামে তিনি অতিথি। গাইবান্ধা থেকে ঢাকায় তার সফরসঙ্গী হিসেবে যাওয়া। এরপর তার নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় দায়িত্বে পথচলা। তার আদেশমূলক নেতৃত্বে আছে এক ধরনের মিষ্টতা। একই এলাকার সুবাদেও তিনি আমার গুরুজন। তাকে নিয়ে সরল স্বীকারোক্তি আমার,

১. একজন বিচক্ষণ, বুদ্ধিদীপ্ত, সততায় ভরপুর ডাইনামিক নেতা।

২. সুদূরপ্রসারী, দূরদর্শী সিদ্ধান্তে উপযুক্ত ব্যক্তি।

৩. আপাতদৃষ্টিতে একটু রাগী, প্রকৃতপক্ষে সজ্জন। স্পষ্টবাদী যৌক্তিক দাবি আদায়ে অগ্রণী।

৭. শাইখ ইসহাক এরশাদ মাদানি :

তার সাথে পথচলা, তার নেতৃত্বে নতুন দায়িত্বে। খুব সহজ সরল। বলতে হবে শুব্বানের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। অনেকগুলো যুগোপযোগী, সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্য তিনি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নতুন প্রেরণায় এগিয়ে চলছে শুব্বান।

তাকে নিয়ে বলতে চাই এভাবে,

১. দায়িত্ববান। আমানতদারও ও মিতব্যয়ী।

২. পরামর্শভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিষ্ঠাবান।

৩. কর্মী ও নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় স্বতঃস্ফূর্ত।

প্রিয় দায়িত্বশীল ভাইদের নিয়ে এমন আলোচনা, মন্তব্য- এ আমার একান্তই নিজস্ব অভিব্যক্তি। এর সমস্ত দায়ভার আমার। এটা জনে জনে আলাদা হতে পারে। অন্য কেউ এর জন্য কোনোভাবেই দায়ী নয়। এ আলোচনা শুধুমাত্র কর্মীদের উদ্বুদ্ধ ও প্রেরণার জন্য।

প্রিয় শুব্বান

মোঃ আবদুল হাই
সাহিত্য ও সংস্কৃতিক সম্পাদক
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

লক্ষ কোটি বনি আদমকে সরল, সুন্দর, মুক্তির
পথ দেখাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ তুমি।
একটি চাওয়া পাওয়ার প্রবল ইচ্ছেকে লালন
করে তোমার অগ্রযাত্রায়।
জান্নাতের অফুরন্ত নিয়ামত চাই এ তোমার প্রতি
নিঃশ্বাসের প্রতিধ্বনি।
সহস্র বাঁকা পথ, তির্জক কুটিল ষড়যন্ত্রের
আগ্রাসন কাঁটা হয়ে রোধ করতে চায়
তোমার দাওয়াতী পথ। এহেন বিপর্যয়েও
এগিয়ে চলো তুমি, চলছো, চলবেই।
এ আশার বাণী নয় শুধু, এ সহস্র যুবকের
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ দৃঢ় বিশ্বাস।

এ বিশ্বাস ভাঙতে পারো না কিছুতেই,
যেখানে তোমার দায়িত্বে রয়েছে লক্ষ
নিপীড়িত মানুষের মুক্তির পথ। যে পথে
যুগে যুগে হাজারো খালিদ, তারিক, কাসিম
আইয়ুবীর ন্যায় চেতনার স্ফুলিঙ্গ নিয়ে, বহতা
নদীর মতো এগিয়ে গেছে তোমার পূর্বসূরী।
পথহারা মানুষকে দেখিয়েছে অনন্তকালের
জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণের পথ।

যারা একদিন যোগ্যতর দ্বীনের সেবক হয়ে,
সদাজাগ্রত প্রহরীর ন্যায়, দেশের একপ্রান্ত থেকে
অপর প্রান্তে ছুটে চলেছে, দিনের পর দিন,
বিরামহীন, বিশ্রামহীন লড়াকু সৈনিকের ন্যায়।
যারা দেখিয়েছে মানবতা, তৃষ্ণিত, ক্ষুধিত
মানুষের মুখে দিয়েছে খাদ্য।
পথহারা মানুষকে দেখায় কুরআনের আলো,
তোমাকে আহবান জানাই সেই মিছিলে,
মুক্তির কাঙ্ক্ষিত স্বাদ পেতে, ফিরে এসো তবে
শুব্বানের এই অগ্রযাত্রায়,
প্রবীণের সাথে নবীন যেখানে আমরা সবাই

শুব্বানের পথচলা

মো. আনোয়ার হোসাইন
প্রচার সম্পাদক
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, সিরাজগঞ্জ জেলা শাখা
ও জুনিয়র অফিস সহকারী, শুব্বান কেন্দ্রীয় অফিস।

জীবন তোমার ফুরিয়ে এলো
যুবক তুমি মূল্য দাও
এখনো তোমার সুযোগ আছে
শুব্বানেতে যুক্ত হও।

জীবন তোমার সাজিয়ে নিতে
সম্মুখপানে এগিয়ে যাও
শুব্বানের হাত ধরে
জীবন গঠনে মন দাও।

জীবন তোমার সুন্দর করতে
আল্লাহ্‌র পথে এগিয়ে যাও
কালেমাকে ধারণ করে
দৃপ্ত শপথ এখনি নাও

জীবন তোমার সফল করতে
দাওয়াতী কাজে নাম লিখাও,
কুসংস্কার শিরক বিদআত
সমাজ থেকে সরিয়ে দাও।

জীবন তোমার এমনি করে
আল্লাহ্‌র রাস্তায় বিলিয়ে দাও,
আত্মত্যাগের সিঁড়ি বেয়ে
সফল কর্মী মানুষ হও।

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

সাংগঠনিক প্রতিবেদন ৯ম সেশন

(এপ্রিল ২০২১- সেপ্টেম্বর ২০২২)

তানযীল আহমাদ
সাংগঠনিক সম্পাদক
জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

ভূমিকা: জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ- এর ৯ম সেশনের মজলিসে ক্বারার তথা কার্যনির্বাহী পরিষদ গত ০২ এপ্রিল ২০২১ তারিখে গঠিত হয়। এতে সভাপতি হিসেবে ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রবিউল ইসলাম নির্বাচিত হন। ১০ এপ্রিল ২০২১ খ্রি. তারিখে জমঈয়ত ভবনে শুব্বানের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বিগত কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণের নিকট থেকে ২০২১-২০২৩ ইংরেজি সেশনের নির্বাচিত ৯ম মজলিসে ক্বারার আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণপুর্বক কার্যক্রম শুরু করে। অতঃপর দেশব্যাপী শুব্বানের কার্যক্রমকে গতিশীল করার জন্য পাঁচদফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতঃ বিভিন্ন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এপ্রিল ২০২১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. মোট ১৮ মাসের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ:

১ম দফা কর্মসূচি: ইসলাহুল আক্বীদাহ বা আক্বীদাহ সংশোধন

ইসলাহুল আক্বীদাহ বিষয়ে দেশবরেণ্য ইসলামিক স্কলারদের দিয়ে শুব্বানের ৩য় স্তরের কর্মীদের নিয়ে সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন, বিভিন্ন জেলায় জেলাভিত্তিক আরেফ কর্মশালা আয়োজন, দেশের বিভিন্ন স্থানে জুমআর খুতবার জন্য দা'ঈ টিম প্রেরণ, সাপ্তাহিক ও মাসিক দাওয়াতী প্রোগ্রামগুলোতে আক্বীদাহ্‌বিষয়ক আলোচনা, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আক্বীদাহবিষয়ক প্রচারণাসহ নানামুখী কর্মসূচি ইসলাহুল আক্বীদাহ বা আক্বীদাহ সংশোধন কর্মসূচীতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। এ ছাড়া শুব্বান রিসার্চ সেন্টার থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত 'আক্বীদাহ্ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল' শীর্ষক পুস্তিকাটি বিভিন্ন মহলে আক্বীদাহ্ বিশুদ্ধকরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করছে।

২য় দফা কর্মসূচি: আদ দা'ওয়াহ ওয়াত তাবলীগ বা আহ্বান ও প্রচার

১. কুরআন শিক্ষা কর্মসূচী:

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ বিগত তিন বছর থেকে মাহে রমাযানে সারা দেশের বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি. রমাযানে ২৩ টি জেলায় ৩০২ টি কেন্দ্রে সরাসরি ও ১৮ টি কেন্দ্রে অনলাইনে কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এতে ৮,৭০০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে কুরআন শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। এবং ১৪৪৩ হি./২০২২ খ্রি. রমাযানে ৩১ টি জেলায় ৩৭০ টি কেন্দ্রে সরাসরি কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়। এতে প্রায় নয় হাজার শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে কুরআন শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন।

উল্লেখ্য, এই কর্মসূচিতে বই ও সিলেবাস কেন্দ্রীয় শুব্বানের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের ফ্রী প্রদান করা হয়।

এবং কেন্দ্র ও জেলা শুব্বানের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষকগণকে সক্ষমতা অনুযায়ী সম্মানীও প্রদান করা হয়।

২. মাসিক আলোচনা সভা

জনসাধারণের মাঝে দ্বীন ইসলামের সঠিক শিক্ষা প্রচারের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে জমঈয়ত ভবনে আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রাহিমাহুল্লাহ মিলনায়তনে মাসিক আলোচনা সভা ও প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ওলামায়ে কেরাম এতে গুরুত্বপূর্ণ ও যুগোপযোগী আলোচনা পেশ করেন।এ পর্যন্ত মোট ১২টি আলোচনা সভার আয়োজন করা সম্ভব হয়। এছাড়াও বংশাল ও সুরিটোলায় ঢাকা দক্ষিণ জমঈয়তের সাপ্তাহিক প্রোগ্রামে কেন্দ্রীয় শুব্বানের ৩ জন আলোচক আলোচনা করেন। উপরন্তু নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, যশোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বগুড়াসহ কয়েকটি জেলায় আম ও ক্বারার সদস্যদের উপস্থিতিতে বেশ কয়েকটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৩. অনলাইন আলোচনা

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম তথা ফেসবুক লাইভের মাধ্যমেও কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে ধারাবাহিক আলোচনা প্রচারিত হয়। এ পর্যন্ত প্রায় ৭৫টি অনলাইন আলোচনা প্রচারিত হয়েছে। এতে দেশ বিদেশের অনেক বিজ্ঞ ও তরুণ আলোচক বিষয়ভিত্তিক আলোচনা পেশ করেছেন। উল্লেখ্য, পরবর্তীতে অনলাইন এই আলোচনার চুম্বকাংশ শুব্বানের ইউটিউব চ্যানেল Shubban Dawah তে আপলোড করা হয়েছে।

৪. কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল

২টি কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি. ও ১৪৪৩ হি./২০২২ খ্রি. রমাযানে জমঈয়ত ভবনে কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে জমঈয়ত ও শুব্বানের কর্মী ছাড়াও সাধারণ জনগণ অংশগ্রহণ করেন। ইফতারের পূর্বে জমঈয়ত ও শুব্বানের ওলামায়ে কেরাম সাধারণ জনগণের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন। প্রবাসী জমঈয়তের আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ১২ জন ক্বারার সদস্য উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন জেলার আয়োজিত ইফতার মাহফিলে ক্বারার সদস্যগণ অংশগ্রহণ করেন।

৫. দা'ওয়াতী সফর/জুমুআর খুতবা

দাওয়াতী সফরের উদ্দেশ্যে ঢাকার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন আহলে হাদীস অঞ্চলে কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্যোগে দাওয়াতী সফরের আয়োজন করা হয়। বিশেষভাবে, জুম'আর খুতবা প্রদানের জন্য এ যাবৎ ৩৪ টিরও অধিক টিম প্রেরণ করা হয়। বিভিন্ন জেলায়ও এই কর্মসূচি স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়ে আসছে।

এছাড়াও টাঙ্গাইল, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, যশোর, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, কিশোরগঞ্জ, কুমিল্লা, গাজীপুর, মাদারীপুর, বরিশালে দাওয়াতী সফর করা হয়।

৬. শুব্বান রিসার্চ সেন্টারে গতি সঞ্চার

গবেষণাভিত্তিক বইপত্র প্রকাশ ও প্রচারের জন্য কেন্দ্রীয় শুব্বান একটি রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করে। ১১ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে ক্বারারের ১৬ জন সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত করা হয়। নতুন কমিটিতে শুব্বানের সাবেক সভাপতি মো. রেজাউল ইসলামকে পরিচালক করে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী ও প্রফেসর ড. এম এ বারী রহ.-এর বইসমূহ

প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। ইতোমধ্যে ড. এম এ বারী স্যারের 'ঐক্য সংহতি জমঈয়ত' পুস্তিকাটি প্রকাশ পেয়েছে। মাকতাবাতুশ শুব্বান থেকে 'প্রকৃত সালাফী হোন' নামে একটি অনূদিত পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে। আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ.-এর 'সিয়ামে রমাযান' ও ঈদে কুরবান পুস্তিকাদ্বয় নতুন করে প্রকাশ পেয়েছে। সম্প্রতি 'উমাইয়া শাসনামল' নামেও একটি অনূদিত বই প্রকাশ পেয়েছে। এই বিভাগকে সমৃদ্ধ করার জন্য আরো বেশি আর্থিক সহযোগিতা ও উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন।

৭. শেকড়- এর কার্যক্রম

১১ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস) এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। ইতোমধ্যে তারা তাদের ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করে নিয়মিত ক্লাস ও অনুশীলন করছে। বেশ কয়েকটি জেলায় শেসাস পারফরম্যান্সও করেছে। তবে ইদানিং তাদের কার্যক্রমে অনেকটা ভাটা পড়েছে। আর্থিক সংকট, দক্ষ পরিচালক, উৎসাহের পরিবর্তে নিরুৎসাহিত করাসহ নানাবিধ কারণে তারা সামনে অগ্রসর হতে পারছে না।

৮. বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ

দাওয়াহ ও তাবলীগ বা আহবান ও প্রচারের অংশ হিসেবে গত ২০২২ সালের কেন্দ্রীয় শুব্বান মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ছবিসহ বার্ষিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে ও সারাদেশে বিতরণ করেছে।

৯. রমাযানের তুহফা প্রকাশ

দাওয়াহ ও তাবলীগ বা আহবান ও প্রচারের অংশ হিসেবে রমাযান ১৪৪৩ হি. কেন্দ্রীয় শুব্বান রমাযানের তুহফা প্রকাশ করেছে। এছাড়াও 'আশুরায়ে মুহাররমের করণীয় ও বর্জনীয়', 'যিলহজ্ব মাসের করণীয় ও বর্জনীয়' ও 'ঈদে মীলাদুন্নবী' শিরোনামে মোট সত্তর হাজার করে এক লাখ চল্লিশ হাজার লিফলেট প্রকাশিত হয়েছে।

১০. জেলা দাওয়াহ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

বগুড়া জেলায় ইসলামি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এবং ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে সভাপতি মহোদয় যোগদান করেন। এছাড়া আরাফার সিয়াম উপলক্ষে যাত্রাবাড়ি, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে আলোচনা সভা ও ইফতার প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। আশুরার আলোচনা সভা উপলক্ষেও বগুড়া জেলা আয়োজিত প্রোগ্রামে সভাপতি মহোদয় যোগদান করেন। বংশাল মসজিদে আয়োজিত আশুরার আলোচনায় ক্বারারের কয়েকজন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও কুমিল্লা, গাজীপুর, গাজীপুর মহানগর ও নারায়ণগঞ্জ উত্তরের আয়োজিত দাওয়াহ প্রোগ্রামে শুব্বান নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

৩য় দফা কর্মসূচি: আত তানযীম বা সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

১. বৈঠক/সভা:

১.১. মজলিসে ক্বারারের বৈঠক

বিগত এপ্রিল ২০২১ খ্রি. থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত মোট ০৭ টি পূর্ণাঙ্গ ক্বারার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকগুলো যথাক্রমে ১১ই জুন ২১, ১০ই সেপ্টেম্বর ২১, ১৫ই অক্টোবর ২১, ১৮ই নভেম্বর ২১, ৭ই জানুয়ারি ২২, ১৩ই মে ২২ ও ২৩ই সেপ্টেম্বর ইংরেজি তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। তন্মধ্যে ৬ টি সভা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ও একটি বাইপাইল মডেল মাদরাসায় অনুষ্ঠিত হয়। এবং কোভিড-১৯ এর কারণে বেশ কয়েকটি

বৈঠক অনলাইন জুম প্লাটফরমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১.২. জরুরী বৈঠক

বিভিন্ন সময় তড়িৎ সিদ্ধান্তের জন্য জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে এ পর্যন্ত প্রায় ১১টির অধিক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এরমধ্যে বেশকিছু বৈঠক অনলাইন জুম প্লাটফরমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১.৩ মজলিসে আমের বৈঠক

চলতি সেশনে ০২টি মাজলিসে আমের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ০৩ই মার্চ ২২ ও ২৭শে জুলাই ২২ তারিখে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমটিতে ৪৩ জন ও দ্বিতীয়টিতে ৩৬ জন আম সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

২. জেলা কাউন্সিল/ কমিটি গঠন

দেশের সাংগঠনিক জেলাগুলোর মধ্যে মোট ০৯ টি জেলায় শুব্বানের জেলা কমিটি নবায়ন করা হয়। জেলাগুলো- নারায়ণগঞ্জ উত্তর, মেহরেপুর, ঠাকুরগাঁও, নাটোর, সাতক্ষীরা, গাইবান্ধা, মিরপুর, , নওগাঁ জেলা পশ্চিম, রংপুর, কুমিল্লা, বাগেরহাট, জয়পুরহাট ও কিশোরগঞ্জ। এছাড়া দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ মহানগর, গাজীপুর জেলা ও গাজীপুর মহানগরে আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

৩. উপজেলা কমিটি গঠন

সোনারগাঁও (নারায়ণগঞ্জ), নাটোর সদর, সিরাজগঞ্জ সদর, রায়গঞ্জ, কামারখন্দ, কাঞ্চন ও সাপাহার উপজেলা মোট ৮ টি উপজেলা কাউন্সিল কেন্দ্রীয় শুব্বানের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও যাত্রাবাড়ি শাখা পুনর্গঠন ও মাদরাসা দারুল হাদীস সালাফিয়ায় (পাঁচরুখী মাদরাসা) শুব্বানের কমিটি গঠনে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

৪. সাংগঠনিক সফর

সারা দেশের বিভিন্ন জেলায় কমিটি গঠন ও নবায়ন, আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ এবং জেলা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে ৬০ টির বেশী সাংগঠনিক সফর করা হয়। মজলিসে ক্বারারের সদস্যগণ এসব সফরে অংশ নেন। মজলিসে আমের কয়েকজন সদস্য এবং শুব্বানের সাবেক নিবেদিত ভাইয়েরাও এতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নেন।

৫. কর্মী সম্মেলন

সারা দেশের ৫ টি জেলায় কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর '২১ কুমিল্লা, ১লা অক্টোবর '২১ ঢাকা, ২১শে নভেম্বর '২১ শেরপুর, ২২শে ডিসেম্বর '২১ নরসিংদী ও ১০ই সেপ্টেম্বর '২২ নারায়ণগঞ্জ জেলা কর্মী সম্মেলনের আয়োজন করে। এতে কেন্দ্রীয় ক্বারারের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

৬. শিক্ষা সফর

সাংগঠনিক কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এবং কর্মীদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটাতে ও তাদের মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেরাইদ শুব্বান কর্তৃক আয়োজিত গত ২রা সেপ্টেম্বর '২১ খ্রি. তারিখে নৌকা ভ্রমণে কেন্দ্রীয় ক্বারারের অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। সিরাজগঞ্জ জেলা শুব্বান কর্তৃক আয়োজিত শিক্ষা সফরেও ক্বারারের কয়েকজন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় শুব্বান কর্তৃক আয়োজিত গত ৮ই মার্চ ২০২২ খ্রি.তারিখে কক্সবাজার ও সেন্টমাটিন শিক্ষা সফরে শতাধিক শুব্বান কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

৭. জমঈয়তের কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ

কেন্দ্রীয় শুব্বান তাদের অভিভাবক সংগঠন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিভিন্ন কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। এ পর্যন্ত ২৫ টিরও বেশী প্রোগ্রামে জমঈয়তের সাথে কেন্দ্রীয় শুব্বানের অনেকেই অংশগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে মাদরাসা উদ্বোধন, জানাযা ও ওয়াজ মাহফিলে অংশগ্রহণ, সাংগঠনিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম, কর্মশালা ও সুধীজনের সাথে সাক্ষাত উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও জমঈয়তের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে শুব্বান সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক নিয়মিত উপস্থিত থাকেন।

৮. মতবিনিময় সভা

সালেহ, সালেক, জোন প্রধান, জেলা দায়িত্বশীল, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, ময়মনসিংহ, নাটোর ও টাঙ্গাইল জেলায় মতবিনিময় সভা (অনলাইন ও অফলাইন) অনুষ্ঠিত হয়।

৯. খতমে বুখারি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে যোগদান

ময়মনসিংহ, এমএম আরাবিয়া, মাদরাসাতুল হাদীস, দোলেশ্বর মাদরাসা ও দারুল হাদীস সালাফিয়া মাদরাসার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতি মহোদয়সহ কয়েকজন দায়িত্বশীল আমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন।

৪র্থ দফা কর্মসূচি: আত তাদরীব ওয়াত তারবিয়াহ বা শিক্ষণ ও প্রশিক্ষণ

১. সালেহ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

শুব্বান কর্মীদের সর্বোচ্চ স্তর সালেহদের নিয়ে ২ টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ৩রা জুলাই ২০২১ ও ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. তারিখে আয়োজন করা হয়। দু'টি কর্মশালাই অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২. সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

শুব্বানের ৩য় স্তরের কর্মী সালেকদের নিয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে ১ টি ও মিরপুর শাখার পক্ষ থেকে ১ টির আয়োজন করা হয়। কর্মশালাগুলো যথাক্রমে ৬ ও ৭ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রি. তারিখে জমঈয়ত ভবনে আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী রহ. মিলনায়তনে ও মিরপুর মাদরাসায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৭০ জন, ও ৪০ জন। প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত ও শুব্বানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, শুব্বানের সাবেক দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গুণীজন।

৩. আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মিরপুর শাখায় ৩ টি, ঠাকুরগাঁয়ে ১টি, ঝিনাইদহে ১টি, টাঙ্গাইলে ১টি, দিনাজপুর জোনে ১টি, নওগাঁ পশ্চিমে ১টি, নাটোরে ১টি, রংপুর জোনে ১টি, যশোর জোনে ১টি, কুমিল্লায় ১টি, কাপ্তনে ১টি ও রাজশাহী জোনে ১টি আরেফ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এসব কর্মশালায় কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ প্রমিক্ষণ প্রদান করেন।

৪. সালেহ মানে উন্নীত

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ, সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা ও

সার্বিক পর্যবেক্ষণ শেষে মানোন্নয়ন বোর্ডের সুপারিশক্রমে এই সেশনে এখন পর্যন্ত মোট ১৫ জনকে সালেহ মানে উন্নীত করা হয়। সালেহদের শপথবাক্য পাঠ করান শুব্বানবিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ আব্দুল্লাহেল কাফী আল মাদানী।

৫. অনলাইন বইপাঠ প্রতিযোগিতা

কেন্দ্রীয় শুব্বানের উদ্দ্যোগে জাতীয় পর্যায়ে ২টি অনলাইন বইপাঠ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় তিন হাজারেরও বেশী । প্রতিযোগি রেজিস্ট্রেশন করেন। ৬ মে ২০২১ খ্রি. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রথম প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীকে যথাক্রমে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা), ৩০০০/- (তিন হাজার টাকা) ও ২০০০/- (দুই হাজার টাকা) টাকা পুরস্কৃত করা হয়। দ্বিতীয়টি ২৩ এপ্রিল পরিক্ষার মাধ্যমে ১ম, ২য়, ৩য়, সহ মোট পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ২০জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। গত ১৩ মে ২০২২ শুক্রবার মাসিক আলোচনা সভা ও অনলাইন বইপাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অর্জনকারীকে যথাক্রমে নগদ ৭,০০০/- (সাত হাজার টাকা), ৬,০০০/-(ছয় হাজার টাকা ও ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার টাকা), এবং এক হাজার টাকার সমমূল্যের ইসলামিক বই প্রদান করা হয়। ৪র্থ থেকে ১০ম স্থান অর্জনকারীকে ১,০০০/- (এক হাজার টাকা) ও পাঁচ শত টাকার সমমূল্যের ইসলামিক বই ও বিশেষ পুরস্কার, পরবর্তী ১০জনকে পাঁচ শত টাকার সমমূল্যের ইসলামিক বই এবং সকল বিজয়ীকে সনদ প্রদান করা হয়।

৫ম দফা কর্মসূচি: ইসলাহুল মুজতামা বা সমাজ সংস্কার

১. মাস্ক ও ঔষধ বিতরণ কর্মসূচী

করোনা মহামারিতে স্বাস্থ্য ও সচেতনতার অংশ হিসেবে ০৬ আগস্ট ২০২১ খ্রি. তারিখে যাত্রাবাড়ি সালাফী মসজিদে মাস্ক বিতরণ কর্মসূচী পালিত হয়। এরপর দেশ ব্যাপী উক্ত কর্মসূচী পালিত হয়।

২. রমাযান ফুড প্যাকেজ বিতরণ

১৪৪২ হি./২০২১ খ্রি. রমাযানে সারা দেশের ২৫ টি জেলায় গরীব দুঃস্থদের মাঝে রমাযান ফুড প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। এতে মোট আয় হয় ৪৫১,৯৬০/- (চার লক্ষ একান্ন হাজার নয়শত ষাট টাকা মাত্র), ব্যয় হয় ৪১৬,৪৭০/- (চার লক্ষ ষোল হাজার চার শত সত্তর টাকা মাত্র)। দফতর সম্পাদক এসব ফুড প্যাকেজ বিতরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এবং ১৪৪৩ হি./২০২২ খ্রি. রমাযানে সারা দেশের ২২ টি জেলায় গরীব দুঃস্থদের মাঝে রমাযান ফুড প্যাকেজ বিতরণ করা হয়। এতে মোট আয় হয় ৪৩৩,০০০/- (চার লক্ষ তেত্রিশ হাজার টাকা মাত্র), ব্যয় হয় ৪১৫,০০০/- (চার লক্ষ পনেরো হাজার টাকা মাত্র)। দফতর সম্পাদক এসব ফুড প্যাকেজ বিতরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

৩. ইয়াতীম ও বিধবাদেরকে সহায়তা

২২ জন ইয়াতীম ও বিধবাকে ২২,৫৩৫/- (বাইশ হাজার পাঁচশত পয়ত্রিশ টাকা মাত্র) সহায়তা প্রদান করা হয়। এ বাবদ আয় হয় ২২,০০০/- (বাইশ হাজার টাকা মাত্র)।

৪. শীতবস্ত্র বিতরণ

দেশের উত্তরবঙ্গের ১৯ টি জেলার অসহায় দুঃস্থদের মাঝে শীতকালে সর্বমোট ২৪১,০৪০/- (দুই লক্ষ

একচল্লিশ হাজার চল্লিশ টাকা মাত্র) টাকার শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ বাবদ আয় হয় ৩৪১,৪৮২/- (তিন লক্ষ একচল্লিশ হাজার চারশত বিরাশি টাকা মাত্র)। বিতরণ কাজে ছাত্র ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

৫. ওযুখানা নির্মাণ

সিরাজগঞ্জের মহিষামুড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে ওযুখানা নির্মাণ বাবদ ৪৩,০৪০/- (তিতাল্লিশ হাজার চল্লিশ টাকা মাত্র) টাকা প্রদান করা হয়। এ বাবদ জনাব রাইহান উদ্দীন মাদানী ভাইয়ের মাধ্যমে ৪৫,০৪০/- (পয়তাল্লিশ হাজার চল্লিশ টাকা মাত্র) টাকার অনুদান পাওয়া যায়।

৬. ঘুর্ণিঝড় ও বন্যার্তদের ত্রাণ বিতরণ

দেশের উত্তরবঙ্গের ০৬ টি জেলার অসহায় দুঃস্থদের মাঝে শাড়ি কাপর ও লুঙ্গি এবং ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে নগদ অর্থবিতরণ করা হয়। এবং সিলেট, সুনামগঞ্জ, রংপুর, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা ও জামালপুরে বন্যার্তদের মাঝে তিন ধাপে ত্রাণ বাবদ প্রদান কারা হয় ৯২০,০০০/- (নয়লক্ষ বিশ হাজার টাকা মাত্র)। বিতরণ কাজে জমঈয়ত ও শুব্বান ভূমিকা পালন করেন।

৭. টিউবওয়েল প্রদান

রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও সাতক্ষীরা জেলার অসহায় দুঃস্থদের মাঝে ৩টি টিউবওয়েল প্রদান কারা হয়।

৩. কুরবানি কর্মসূচী অনুষ্ঠান ও দুঃস্থ-অসহায়দের মাঝে গোশত বিতরণ

১৪৪৩হি./২০২১খ্রি. সালে যিলহাজ্জ মাসে কুরবানির পশু ক্রয়ের জন্য বগুড়া, রংপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, নীলফামারী ও নওগাঁ জেলায় ৭ টি গরু ক্রয় বাবদ ৪,৩০,০০০/- (চার লক্ষ ত্রিশ হাজার মাত্র) টাকা ও চাঁপাইনবানগঞ্জ জেলায় ২টি ছাগল ক্রয় বাবদ ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার মাত্র) টাকাসহ সর্বমোট ৪,৫৫,০০০/- (চার লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার মাত্র) টাকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচিতেও শুব্বানের নিজস্ব তহবিলের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থার সর্বাত্মক সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য।

১৪৪৪হি./২০২২খ্রি. সালে যিলহাজ্জ মাসে কুরবানির পশু ক্রয়ের জন্য বগুড়া, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ৪টি গরু ক্রয় বাবদ ২,২০,০০০/- (দুইলক্ষ বিশ হাজার মাত্র) টাকা, চাঁপাইনবানগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও ও নওগাঁ জেলায় ৩টি ছাগল ক্রয় বাবদ ৪৫,০০০/- (পয়তাল্লিশ হাজার মাত্র) টাকাসহ সর্বমোট ২,৬৫,০০০/- (দুইলক্ষ পয়ষট্টি হাজার মাত্র) টাকার আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচিতেও শুব্বানের নিজস্ব তহবিল থেকে সহযোগিতা ছিল উল্লেখযোগ্য।

ফটোগ্যালারী

নব নির্বাচিত মজলিসে শুরার ৯ম সেশন (২০২১-২৩)

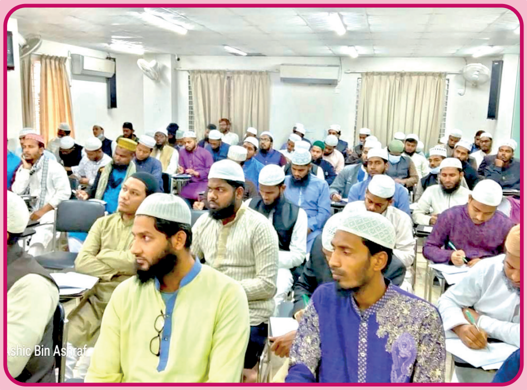

সালেক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিয়ামে রমাযান বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও মাসিক আলোচনা সভা

মজলিসে আম এর মিটিং

কুরআন শিক্ষা কর্মসূচি ২০২২

ফটোগ্যালারী

কেন্দ্রীয় ইফতার মাহফিল ২০২২

কুরবানির গোশত বিতরণ

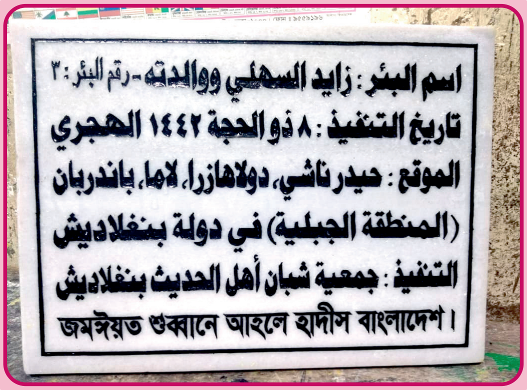

নলকূপ স্থাপন

বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্ভেধনী অনুষ্ঠান ২০২২

দেশব্যাপী শীতবস্ত্র বিতরণ ২০২১

অনলাইন বইপাঠ প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান ২০২২

ফটোগ্যালারী

মাসিক আলোচনা সভা (২২শ পর্ব)

২০২২ সালের বাৎসরিক ক্যালেন্ডার উন্মোচন

জুমু'আর খুৎবার টিম

মজলিসে আম এর মিটিংয়ে মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি

সাফাফি আকিদাহ প্রচারে আল্লামা কোরায়শীর অবদান বিষয়ক থিসিস পেপার জমঈয়তের নিকটে হস্তান্তর করেন আম সদস্য শাইখ জাহিদ হাসান মাদানী

ত্রাণ বিরতণ কর্মসূচি ২০২২

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহ

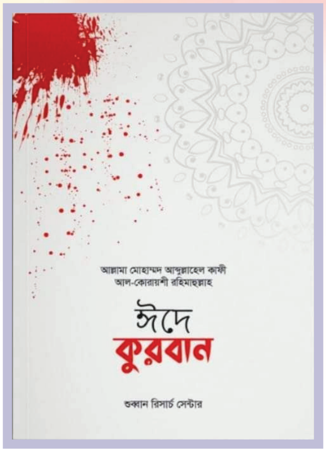

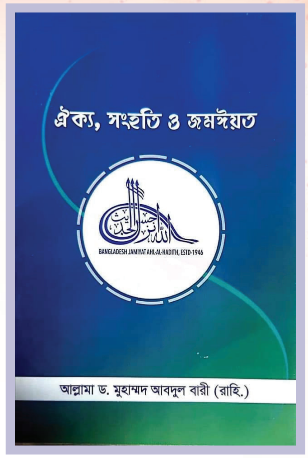

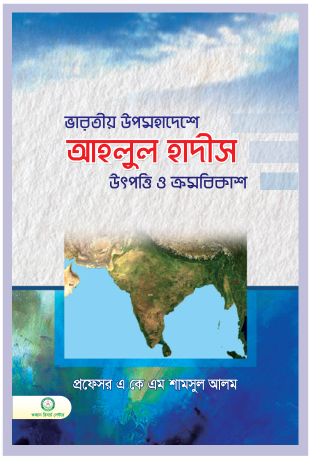

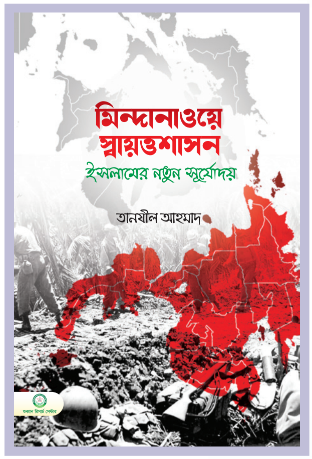

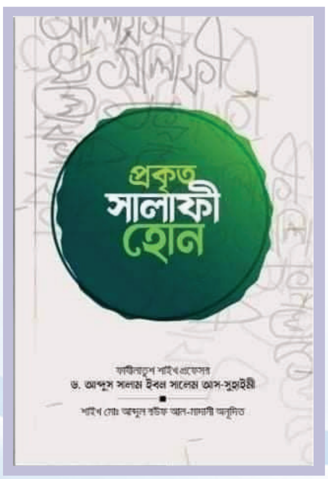

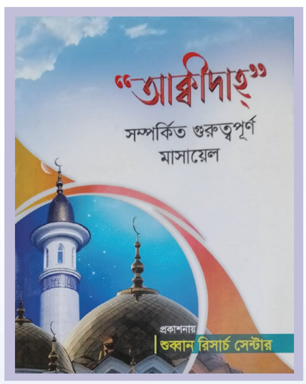

সু-খবর! সু-খবর!

হজ্জ ও ওমরাহ বুকিং চলছে- ২২-২৩-২৪

চলতি ওমারাহ্ প্যাকেজ-এ (১৫দিন)

- সাশ্রয়ী মূল্যে: ১,৪০,০০০/-
- মক্কার হোটেলের দুরত্ব: ৪০০-৫০০মিটার
- মদিনা হোটেলের দুরত্ব: ৩০০-৪০০মিটার
- দু-বেলা বাংলা খাবারের ব্যবস্থা থাকবে
- মক্কা-মদিনার দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারা

চলতি ওমারাহ্ প্যাকেজ-বি (১৫দিন)

- সাশ্রয়ী মূল্যে: ১,২৮,০০০/-
- মক্কার হোটেলের দুরত্ব: ৬০০-৭০০মিটার
- মদিনা হোটেলের দুরত্ব: ৪০০-৫০০মিটার
- দু-বেলা বাংলা খাবারে ব্যবস্থা থাকবে
- মক্কা-মদিনার দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারা।

পরিচালনায়

শাইখ আব্দুল গফুর আল-মাদানী

আল-মাদানী

হজ্জ ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস্

আহনাফ ট্রাভেলস্ এন্ড ট্যুরস্-হজ্জ লাইসেন্স-৫৮৬

অফিস : ডাইংপাড়া আহলে হাদীস জামে মাসজিদ সংলগ্ন, আলাউদ্দীন মার্কেট (২য় তলা) গোদাগাড়ী পৌরসভা, রাজশাহী।

ঢাকা অফিস : বায়তুল খায়ের, লিফট-১১, ৪৮/এ-বি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০।

মোবাইল নং-০১৭১২-৯৭৪৫৬২, ০১৯৭৭-৯৭৪৫৬২

E-mail: almadanihajj075@gmail.com

শুব্বান রিসার্চ সেন্টার

SHUBBAN RESEARCH CENTER DHAKA

কার্যক্রম

অনুবাদ ▪ গবেষণা ▪ বই প্রকাশ ▪ অনলাইন দাওয়াহ্

সত্যের পানে শেকড়ের সন্ধানে

শেকড় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ (শেসাস)

শেকড় — সত্যের পানে শেকড়ের সন্ধানে

কার্যক্রম

কুরআন তেলাওয়াত ▪ হামদ-নাত ▪ ইসলামী সংগীত ▪ আবৃত্তি ▪ উপস্থাপনা

দারুস সালাম পাবলিকেশন্স

DARUSSALAM

মাকতাবাতুশ শুব্বান

যোগাযোগ: 01877-724200(লাইব্রেরিয়ান) 01765-812261(অফিস)

মাকতাবাতুশ শুব্বান maktabatusshubban@gmail.com

জমঈয়তের মুখপত্র সাপ্তাহিক আরাফাত নিয়মিত পড়ুন।

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

مجلة عرفات الأسبوعية

شعار التضامن الإسلامي

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৪। ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭

জমঈয়ত প্রকাশিত ঐতিহ্যবাহী মাসিক তর্জুমানুল হাদীস নিয়মিত পড়ুন।

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

مجلة ترجمان الحديث الشهرية

The Monthly Tarjumanul Hadeeth, Reg. DA. 142

কুরআন-সুন্নাহর শাশ্বত বিধান, জীবন-দর্শন ও কার্যক্রমের অকুণ্ঠ প্রচারক

৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা- ১২০৪। ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৮

بسم الله الرحمن الرحيم
দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার অঙ্গীকার নিয়ে সাভারে শুরু হলো
মাদরাসাতুল হাসানাহ
MADRASATUL HASANAH
আপনার সোনামণির আদর্শ শিক্ষার নতুন দুয়ার
আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার
বালক ও বালিকা উভয় ব্যবস্থা
হিফজ
ইসলামী
জেনারেল শিক্ষা
01894762337, 01973936173
বি-৯৭, বাজার রোড, সাভার, ঢাকা
/madrasatulhasanah
https://madrasatulhasanah.com

ভর্তি চলছে
[আলোকিত মানুষ ও প্রকৃত আলেম গড়ার লক্ষ্যে]
উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার বগুড়ায় অবস্থিত
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত
দি মেসেজ ফাউন্ডেশন (রেজিঃ নং-এস-১৩০৪২/২০১৮) এর কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান
সরাসরি শাইখ মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম খাঁন মাদানীর এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
ভর্তি চলছে
مدرسة دار القرآن السلفية بغورا
দারুল কুরআন সালাফিয়া মাদ্‌রাসা
বিভাগ সমূহঃ
নূরানী বিভাগ
নাজেরাহ বিভাগ
হিফ্‌জ বিভাগ
দাওর/রিভিশন বিভাগ
কিতাব বিভাগ
আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার
ভর্তি চলছে
যোগাযোগ ও পরামর্শ ঃ
অফিস ঃ ০১৭৪০-২৬২৬২৮, অধ্যক্ষ ঃ ০১৭২৫-২৬৯৭৬৩, পরিচালক ঃ ০১৭৫০-১৬৪২৪৮
দারুল কুরআন সালাফিয়া মাদ্‌রাসা
বেজোড়া, বগুড়া।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্ব, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

প্রোপাইটর:
মোঃ আব্দুল্লাহেল ওয়াহিদ
০১৭১৩-১১৮৬২৪

SHT
Salmat Hajj Travels & Tours

সালামত হজ্জ ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস

হজ্জ লাইসেন্স নং-১১৫৫

ঢাকা অফিস: সুইট: ৩০৫/বি, বাইতুল খায়ের (৪র্থ তলা),
৪৮/এবি, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৯৫৮৫৭১৩

Design & Printed by: pixel GRAPHICS & PRINTERS 01757672696